রুদ্ররোষ

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯২

এক

মোট চারজন ওরা—হার্ডকেস, অথচ ঘোড়া মাত্র তিনটা, তাই দুজন বাধ্য হয়েছে একটা ঘোড়া ভাগাভাগি করতে। সবকটা ষণ্ডার মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি ওদের জঙ্গল; বিচ্ছিরি নোংরা চেহারা সুরত। রঙ-জ্বলা ছেঁড়া-ফাঁড়া ইউনিয়ন ক্যাভালরির একটা জ্যাকেট পরেছে ওদের একজন, আরেকজনের পরনে কনফেডারেটদের গ্রে-দুটোই ময়লা। চারজনই সশস্ত্র ওরা, রিভলভার ঝুলছে কোমরে; তবে একজনের কাছে একটা বাড়তি অস্ত্র রয়েছে, রিপিটিং উইনচেস্টার রাইফেল।

ফেরিঘাটে পৌঁছে ঘোড়া থেকে নামল চার গুণ্ডা। নদীর স্রোত জরিপ করে নিজেদের মধ্যে নিচু স্বরে আলোচনা করল কি যেন; কয়েকবার ফেরিম্যান ক্রুস শ্যাফটারের দিকে তাকাল। ফেরিনৌকায় বসে আপনমনে সিগারেট বানাচ্ছে লোকটা।

নবাগতদের উপস্থিতি টের পেলেও আমল দিচ্ছে না শ্যাফটার। অবশেষে পানির একেবারে কিনারে এসে চেঁচিয়ে ওকে ডাকল রাইফেলঅলা লোকটা। 'অ্যাই, আমাদের চারজনকে ওপারে নিতে কত লাগবে?'

ওদের জরিপ করল শ্যাফটার, তারপর বলল, 'জনপ্রতি এক সিকি, তবে ঘোড়াগুলোর জন্যে আধলি হিসাবে দিতে হবে।'

'এত!' আপত্তি জানাল রাইফেলধারী। 'নদীটা তো বড় জোর একশো ফুট হবে চওড়ায়!'

'তা বটে,' স্বীকার গেল শ্যাফটার। 'আমি তো নদী ইজারা নিয়ে রাখি নি। চাইলে সাঁতরে পার হও, মানা করব না।'

'এই স্রোতে সাঁতার কাটতে যাবে কে!' রাগত স্বরে চেঁচিয়ে উঠল আরেকজন।

'তাহলে গরমকাল পর্যন্ত অপেক্ষা কর,' জবাব দিল শ্যাফটার, 'তখন এত স্রোত থাকবে না। ঘোড়ার পিঠেই পার হতে পারবে, কারও গোড়ালি ভিজবে না।'

চারজন আবার গোল হয়ে দাঁড়িয়ে ফিসফাস আলাপ শুরু করল। খানিক পর ফের এগিয়ে এল তাদের মুখপাত্র। 'আমরা রাজি।'

মাথা দোলাল শ্যাফটার। নৌকার রেলিংয়ের কাছে এসে দাঁড়াল, ওটা আসলে একটা ফ্ল্যাট-বটমড স্কাউ। ওদের দিকে হাত বাড়িয়ে দিল। 'ভাড়াটা আগাম চাই,' বলল সে।

আচমকা জ্বলে উঠল রাইফেলঅলা। 'কী, আমাদের বিশ্বাস হচ্ছে না?'

'না,' সংক্ষিপ্ত জবাব এল।

'আচ্ছা!' পাল্টা বলল রাইফেলঅলা, 'তবে নাও তোমার ভাড়া!'

ফেরিম্যানের দিকে রাইফেলটা তুলেই ট্রিগার টানল সে।

গুলির প্রচণ্ড ধাক্কায় চরকির মতো ঘুরল ক্রুস শ্যাফটার, দড়াম করে আছড়ে পড়ল। পরক্ষণে বার সরিয়ে এক লাফে নৌকায় উঠে পড়ল ঘাতক। ক্ষণিকের জন্যে নৌকার নিহত মালিকের দিকে তাকাল, তারপর সঙ্গীদের ইশারা করল। 'এস, নদী পার হওয়া যাক।'

কথা শেষ হতেই সঙ্গীদের পেছনে নজর গেল তার। ফুটপঞ্চাশেক দূরে একটা লগ কেবিন, তার ভেতর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এসেছে এক মহিলা, বছর ত্রিশেক হবে বয়স, হাতে একটা শটগান, প্রচণ্ড আক্রোশে চোখজোড়া জ্বলছে তার।

'খুনী!' চিৎকার করে উঠল সে। 'শয়তানের দল!'

থমকে দাঁড়িয়ে শটগান তাক করতে গেল মহিলা। দৌড়াদৌড়ি শুরু করে দিল চার আততায়ী, মুখে খিস্তির তুফান। গর্জে উঠল মহিলার শটগান। সামান্য চোট লাগা ছাড়া চারজনের তেমন ক্ষতি হল না। এবার মহিলার দিকে তেড়ে গেল ওদের একজন, হ্যাঁচকা টানে ছিনিয়ে নিল শটগানটা তার হাত থেকে। এবার ওকে জাপ্টে ধরে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে দিল আরেকজন। বাকি দুই হার্ডকেস অশ্লীল মন্তব্য করতে করতে যোগ দিল সঙ্গীদের সঙ্গে।

হঠাৎ হাতের ইশারায় তিন সঙ্গীকে বাধা দিল রাইফেলঅলা। অদূরে একটা ঝোপের ওপাশে ছুটন্ত পায়ের শব্দ। সতর্ক হয়ে উঠল চার ষণ্ডা। এক কিশোর, বোধহয় পনের বছর বয়স হবে তার, হিকরি শার্ট গায়ে, পরনে লেভাই প্যান্ট, ঝোপ ঠেলে ফাঁকায় বের হয়ে এল। থমকে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। মহিলাকে জোর করে মাটিতে ঠেসে ধরে রাখা হয়েছে দেখামাত্র চোখ দুটো রাগ আর বিস্ময়ে বিস্ফারিত হলো তার, আচমকা আর্তনাদ বেড়িয়ে এল গলা চিরে। এক লাফে ছুটে এল সামনে।

কিন্তু তিন কদমের বেশি এগোতে পারল না সে। নির্লিপ্ত চেহারায় তাকে লক্ষ্য করে আবার ট্রিগার টানল রাইফেলঅলা। চলার ওপরই থেমে গেল কিশোর, আছড়ে পড়ল মাটিতে। ওর কাছে চলে এল আততায়ী, বুটের ডগা দিয়ে ধাক্কা মেরে চিত করল ছেলেটাকে। আর গুলি করার প্রয়োজন হবে না, নিশ্চিত হয়ে ফের দলের সঙ্গে যোগ দিল। মাটিতে শায়িত মহিলার দিকে তাকাল সে। বাধা দেয়ার চেষ্টায় ক্ষান্ত দিয়েছে বেচারি। এতক্ষণ যে লোকটা তাকে ধরে রেখেছিল সাবধানে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

রাইফেলঅলা বলল, 'একে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। ধরা পড়ে যাব তাহলে।'

রাইফেলের মাযল নিচু করে ধরল সে, দ্বিধায় ভুগল যেন লহমার জন্যে, তারপরই টান দিল ট্রিগারে।

তিরিশ ফুট দূরে মাটিতে পড়ে আছে ক্রুস শ্যাফটার, জুনিয়র: সচেতন, পরিষ্কার শুনতে পেল সব।

দুই

হার্ডকেসের দল নৌকা নিয়ে ওপারের উদ্দেশে রওনা হবার অনেকক্ষণ পরও ওভাবেই পড়ে রইল ক্রুস শ্যাফটার। উইনচেস্টারের গুলি ওর বুকের ডান পাশে লেগেছে, বেরিয়ে গেছে শরীর ভেদ করে। মুহূর্তের জন্যেও জ্ঞান হারায় নি ক্রুস শ্যাফটার, অবশ্য খানিক পর পর কেমন যেন ঘোলা হয়ে যাচ্ছে বুদ্ধি, অচিরেই আবার সচেতন হয়ে উঠছে। তখনই নড়াচড়ার চেষ্টা করছে সে। পারছে না। প্রচুর রক্ত ক্ষরণ হয়েছে।

নড়াচড়া করতে না পারাতেই সম্ভবত এযাত্রা প্রাণে বেঁচে গেল ছেলেটা। অনেকক্ষণ পর জমাট বাঁধতে শুরু করল ক্ষতস্থানের রক্ত।

কতক্ষণ পড়ে ছিল বলতে পারবে না ক্রুস শ্যাফটার। মাঝ দুপুরের দিকে বোধ হয় ফেরিঘাটে এসেছিল আততায়ীরা, শ্যাফটার যখন চার হাত পায়ে ভর দিয়ে উঠতে পারল ছায়াগুলো দীর্ঘ হয়ে আসতে শুরু করেছে তখন।

কয়েক মুহূর্ত একই ভঙ্গিতে থাকল শ্যাফটার। মায়ের মৃতদেহের দিকে তাকাল, তারপর প্রাণান্ত চেষ্টায় একটু ঘুরে নদীর পারের দিকে তাকাল। উধাও হয়ে গেছে ফেরি নৌকা। কিন্তু বাবার লাশটা কই?

মাথা চক্কর দিয়ে উঠল ক্রুস শ্যাফটারের, শুয়ে পড়তে বাধ্য হলো। ফের যখন উঠতে পারল, পশ্চিমে হেলে পড়েছে সূর্য। একটা হাত কয়েক ইঞ্চি সামনে বাড়াল সে, তারপর অপর হাত; একই কায়দায় এবার হাঁটুজোড়াও বাড়াল। কয়েক মুহূর্ত বিশ্রাম, তারপর আবার সামনে বাড়া। এইভাবে দশ মিনিট পর মায়ের কাছে পৌঁছুল সে। এতক্ষণ পর, অবশেষে, কান্নার শব্দ বেরিয়ে এল ওর গলা দিয়ে। মায়ের নিষ্প্রাণ দেহের ওপর আড়াআড়িভাবে আছড়ে পড়ল। কান্নার দমকে কেঁপে উঠছে পুরো শরীর। ফলে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো ক্ষতস্থানে। আরও অনেকক্ষণ পড়ে রইল ছেলেটা। নড়ার সাধ্য নেই।

তারপর এক সময় কান্না থামল। শরীরের সমস্ত শক্তি এক করে হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াল শ্যাফটার। আগের মতো হামাগুড়ি দিয়ে, ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগোতে শুরু করল। একটু পর পর দম নিচ্ছে। অনেক-অনেকক্ষণ পর কেবিনের দরজার কাছে এল সে। ভেতরে নিকষ অন্ধকার। ছোট্ট কেবিন, দীর্ঘদিন এখানে বসবাস করায় কোথায় কি আছে সব জানে ক্রুস। বাম দিকে ওর নিজের বাংক, ওটার উল্টো দিকে মা-বাবার বিছানা। বড় খাটটার দিকে হামা দিয়ে এগোল সে। কাছে যাবার পর রেলিংয়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াল। একহাতে খাট ধরে রেখে অপর হাতে বেড শীট সরিয়ে নীচের পাতলা চাদরটা আঁকড়ে ধরল, তারপর ওটা

মুখের কাছে এনে দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে একটা ফালি আলাদা করে নিল সে। শার্টটা খোলার চেষ্টা করল একবার, পারল না। যুক্ত হাতে ছিঁড়ে ফেলল শার্টটা, বাথা আর দুর্বলতায় হাঁপাচ্ছে, সাবধানে টাইট করে বুকে ব্যান্ডেজ বাঁধল ক্রুস। শক্ত করে গিট দিতে গিয়ে গুঙিয়ে উঠল যন্ত্রণায়, বিছানায় পড়ে গেল হুমড়ি খেয়ে। এবং জ্ঞান হারাল।

মুখের ওপর রোদের আঁচ লাগায় চোখ মেলে তাকাল ক্রুস শ্যাফটার। মুহূর্তের জন্যে বোকার মতো কেবিনের ছাদের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর মনে পড়ে গেল সব, আবার কাঁদতে শুরু করল। চোখ বন্ধ হয়ে আসতে চাইছে, জোর করে নিজেকে সামলে নিল সে। উঠে বসল প্রথমে, তারপর দাঁড়াল সোজা হয়ে। দরজার উদ্দেশে এক পা বাড়াল, তারপর আরেক পা। দরজায় পৌঁছে চৌকাঠ আঁকড়ে ধরে বাইরে তাকাল। আঘাত গুরুতর হলেও বেঁচে গেছে সে। এখন অনেকগুলো কাজ শেষ করতে হবে ওকে। কিন্তু এই দুর্বল শরীরে কীভাবে তা সম্ভব? কেবিনের পেছনে একটা কোদাল আছে, জানে, কিন্তু ওখানে যাবার শক্তি কই? ওটা কাজে লাগানো তো আরও পরের কথা!

মায়ের লাশের দিকে তাকাল ক্রুস শ্যাফটার। দূর থেকেই দেখা যাচ্ছে মাছি ভনভন করছে মুখের ওপর। প্রচণ্ড শোক মাথা চাড়া দিয়ে উঠল ওর বুকে।

ধীর পদক্ষেপে মায়ের দিকে এগোতে শুরু করল সে, কাছে পৌঁছে একটু দাঁড়িয়ে থাকল, তারপর ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসে হাতের ঝাপটায় মাছি তাড়াল নিষ্প্রাণ মুখটার ওপর থেকে। নিজের অজান্তেই আবার চোখ বেয়ে অঝোর ধারায় অশ্রু বেরিয়ে আসছে। মায়ের মৃতদেহের পাশে দীর্ঘ সময় বসে রইল ক্রুস।

এটাই ছিল তার জীবনের শেষ কান্না।

অবশেষে কাঁধের নীচে হাত দিয়ে মাকে ধরল ক্রুস শ্যাফটার। লাশ টেনে নিয়ে একটু একটু করে এগোল কেবিনের দিকে।

এক ঘণ্টা পর দেখা গেল কেবিনের মেঝেয় পড়ে আছে ক্রুসের মায়ের শব, ওটার চারপাশে লাকড়ি আর চেয়ার টেবিলের স্তূপ। একটা দেশলাই জ্বালল ক্রুস। আগুন ছোঁয়াল কাঠে। লক লক করে আগুন জ্বলে ওঠার পর ঘুরে দাঁড়াল সে, কেবিনের বাইরে যাবার জন্যে পা বাড়াল।

এতই আস্তে হাঁটছে ক্রুস, দরজা পেরোনোর আগেই পিঠে আগুনের আঁচ অনুভব করল। কেবিন থেকে দশ বার কদম দূরে আসার পর দাউদাউ করে আগুন জ্বলে উঠল, মড়মড় শব্দে কাঠ ফাটছে। আরও এক পা এগোল ক্রুস...আরও এক পা...আরও। তারপরই হুড়মুড় করে পড়ে গেল মাটিতে।

এদিক টম্পসন যখন হাজির হলো এখানে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কেবিন। ঘোড়ার পিঠে এক মুহূর্ত বসে রইল টম্পসন। এক এক করে ভস্মীভূত কেবিন, নদী তীর আর মাটিতে পড়ে থাকা ক্রুসের দিকে তাকাল।

তারপর অস্ফুট একটা শব্দ করে নামল স্যাডল থেকে, ছুটে গেল ক্রুস

শ্যাফটারের কাছে। সামনে ঝুঁকে পড়ে ব্যান্ডেজের ওপর হাত বোলাল, তারপর সযত্নে চিত করে শোয়াল ছেলেটাকে।

তাকিয়ে আছে ক্রুস শ্যাফটার।

'কী হয়েছে?' জানতে চাইল টম্পসন।

জবাব দিল না ক্রুস। চোখ কোঁচকাল টম্পসন, ঘোড়ার কাছে ফিরে এল সে। স্যাডলব্যাগের জায়গায় সাধারণ একটা ব্যাগ ঝুলছে স্যাডলের সঙ্গে, সেটা হাতড়ে একটা ছোট ফ্লাস্ক বের করল। এবার ক্রুসের কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসে ওর মাথার নীচে হাত দিয়ে সামান্য উঁচু করে ধরল, ফ্লাস্কের মুখটা ছোঁয়াল ক্রুসের ঠোঁটে। প্রথমে মুখ খুলল না ক্রুস। অবশেষে এক ইঞ্চির ভগ্নাংশ পরিমাণ ফাঁক হলো ওর ঠোঁট, কয়েক ফোঁটা হুইস্কি ঢেলে দিল টম্পসন, আরেকটু কাত করল ফ্লাস্কটা।

বিষম খেয়ে কেশে উঠল ক্রুস শ্যাফটার।

'সরি,' নিচু স্বরে বলল টম্পসন। ক্রুসের কাশি না থামা পর্যন্ত অপেক্ষা করল, তারপর আরও খানিকটা হুইস্কি খাওয়াল ওকে। এবার মাথাটা আবার নামিয়ে রাখল মাটিতে।

'কথা বলতে পারবে?' জানতে চাইল টম্পসন।

সাড়া দিল না ক্রুস। তবে একটু পর মাথা ঘুরিয়ে ডানে তাকাল, কেবিনের ধ্বংসাবশেষের ওপর দৃষ্টি।

শিউরে উঠল টম্পসন। 'তোমার বাবা-মা, কোথায় তারা?'

এখনও ধোঁয়া উঠছে ছাইয়ের গাদা থেকে, সেদিকেই চেয়ে রইল ক্রুস শ্যাফটার। কেবিনের দরজাটা যেখানে ছিল সেখানে এসে দাঁড়াল টম্পসন। একটা উৎকট গন্ধ হানা দিল নাকে, আতঙ্কে শিউরে উঠল সে। চট করে আবার ক্রুসের কাছে ফিরে এল।

দীর্ঘ সময় ক্রুসের দিকে তাকিয়ে থাকল লোকটা, তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে ঘোড়ার কাছে এল। স্যাডল খসাল ঘোড়ার পিঠ থেকে। কিছুক্ষণের মধ্যেই ব্ল্যাঙ্কেট মাটিতে বিছিয়ে ওটার ওপর ঢালল ব্যাগের জিনিসপত্র।

ক্রুসকে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর এনে শোয়াল সে। কোনও শব্দ করল না ক্রুস। টম্পসন বুঝতে পারল জ্ঞান হারিয়েছে ছেলেটা। ভালোই হলো, ভাবল সে। ব্যান্ডেজ খুলে ক্ষতস্থান পরখ করল। তারপর নদীর কিনারে এসে কেতলিতে পানি ভরল টম্পসন। ফিরে এসে ছোট করে আগুন জ্বেলে গরম করল পানিটুকু, তারপর গরমপানিতে ক্ষতস্থান পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল আবার।

কেতলিতেই খানিকটা স্যুপ তৈরি করল সে। একটু ঠাণ্ডা হলে চামচে তুলে জোর করে ক্রুসের ঠোঁটের ফাঁকে ঠেলে দিল। গুঙিয়ে উঠল আহত ক্রুস। তবে স্যুপ খেল। আরও এক চামচ স্যুপ খাওয়ানোর চেষ্টা করল টম্পসন। চোখ মেলে তাকাল এবার ক্রুস।

পরে, আবার ঘুমিয়ে পড়েছে ক্রুস শ্যাফটার। একটা কঞ্চি যোগাড় করে কেবিনের ছাই সরাল টম্পসন। ক্রুসের মায়ের পোড়া লাশটা পেল। কেবিনের

পেছনে তাকে কবর দিল টম্পসন।

সারা রাত জেগে থাকল সে। কখনও গাছের গায়ে হেলান দিয়ে বসছে, কখনও ক্রুস আর নদীর মাঝখানের জায়গায় পায়চারি করছে।

সকালে দেখা গেল ক্রুসের চোখ দুটো লাল টকটকে হয়ে গেছে, নাড়ির গতি খুবই মন্থর। প্রায় সারাদিন ওর পাশে থাকল টম্পসন। খানিক পর পর জলপট্টি দিচ্ছে ওর কপালে। স্যুপ খাওয়াচ্ছে।

বেঁচে গেল ক্রুস শ্যাফটার।

দ্বিতীয় রাতে জ্বর ছেড়ে গেল ওর। সকালের দিকে দৃষ্টি পরিষ্কার হয়ে এল। প্রচণ্ড ক্ষুধা পেল ওর। টম্পসনের তৈরি সবটুকু স্যুপ শেষ করে ফেলল সে। ঘণ্টাখানেক পর উঠে বসার চেষ্টা করল।

'উঁহু,' বাধা দিল টম্পসন। 'এখন না।'

'আমার বাবা,' প্রথমবারের মতো মুখ খুলল ক্রুস শ্যাফটার।

কেবিনের ধ্বংসাবশেষের দিকে তাকাল টম্পসন।

আবছাভাবে মাথা নাড়ল ক্রুস। 'না!' হাত সামান্য তুলল সে, নদীর দিকে ইঙ্গিত করল। 'ও-ওইখানে ওরা বাবাকে খুন করেছে!'

'ওরা?' চোখজোড়া ছোট হয়ে এল টম্পসনের।

'চারজন...ছিল...বাবাকে গুলি করে মারল...তারপর...,' ক্রুসের দৃষ্টিতে বেদনার ছায়া পড়ল।

হাঁটু গেড়ে বসল টম্পসন। 'সবকিছু খুলে বল দেখি আমাকে।'

ক্রুসের কাছে সব শুনে শিউরে উঠল টম্পসন। শেষে কেবল জানতে চাইল, 'তোমার বয়স কত?'

'পনের।'

মাথা দোলাল টম্পসন, সোজা হয়ে দাঁড়াল। ক্রুসের দিকে তাকাল একবার, তারপর নজর ফেরাল নদীর দিকে। 'এখুনি আসছি আমি,' বলল সে। 'তুমি ঘুমোও। বেশি দেরি হবে না আমার।'

মাঝ বিকেলে ফিরে এল টম্পসন, তারপর পরনের কাপড়চোপড় ভিজে চুপসে গেছে। জেগে আছে ক্রুস শ্যাফটার, কোনও প্রশ্ন করল না সে। খানিক পর কোদাল হাতে আবার টম্পসনকে যেতে দেখল সে।

সন্ধ্যার দিকে ফিরল টম্পসন। কোদালে শুকনো কাদার আস্তরণ দেখা যাচ্ছে।

'তোমার জানা দরকার,' ক্রুসকে বলল টম্পসন। 'তোমার বাবাকে পাওয়া গেছে। এখান থেকে প্রায় দুমাইল দূরে নদীর বাঁকে আটকা পড়েছিল। এখানে আনা গেল না, ওখানেই তাকে আমি কবর দিয়ে এসেছি; কেবিনের পেছনে কবর দিয়েছি তোমার মাকে।'

কিছু বলল না ক্রুস শ্যাফটার।

তিন

ওমাহা শহরের অল্প কয়েক মাইল দূরে একটা ফার্ম আছে এরিক টম্পসনের, গৃহযুদ্ধের পর থেকে দ্রুত বেড়ে উঠছে শহরটা। ফার্মের দাম হিসাবে চমৎকার একটা প্রস্তাব পেয়েছিল টম্পসন, বিক্রি করার আগে তাই পশ্চিমে এসেছিল পছন্দসই একটা জায়গার খোঁজে। সে যখন ক্রুস শ্যাফটারের খোঁজ পায় তখনও কোনও জায়গা খুঁজে পায় নি। শ্যাফটার মোটামুটি চলাফেরা করার মতো সুস্থ হবার পর ওমাহায় নিজের ফার্মে ফেরার সিদ্ধান্ত নিল টম্পসন। আগামী বছর ফের পশ্চিমে আসা যাবে জায়গার সন্ধানে, ভাবল সে।

নতুন ফসল বোনার সময় শেষ হয়ে গেছে, তবে খেতের ফসল দিয়েই কাজ চালিয়ে নেয়া যাবে। ক্রুস শ্যাফটারকে ঘোড়ায় চড়িয়ে সারা পথ পায়ে হেঁটে ওমাহায় ফিরল এরিক টম্পসন।

টম্পসন আর ক্রুস যখন ফার্ম হাউসে পৌঁছুল জ্বালানি কাঠ চেরার কাজে ব্যস্ত ছিল মিসেস টম্পসন, দোহারা গড়নের এক মহিলা।

'ফিরেছ তুমি,' শান্ত কণ্ঠে স্বাগত জানাল সে।

টম্পসনের দুই মেয়ে, নয় বছরের ন্যান্সি আর ছয় বছরের লিজ দৌড়ে এল বাইরে, আনন্দে বাগবাগ। ওদের বুকে তুলে নিল টম্পসন। আরও কিছুক্ষণ পর স্যাডলে বসা শ্যাফটারের কথা মনে পড়ল তার।

'ও ক্রুস,' দ্রুত একবার স্ত্রীর ওপর নজর বুলিয়ে পরিচয় করিয়ে দিল টম্পসন।

সাগ্রহে ক্রুসের দিকে তাকাল মেয়েরা। বড় মেয়ে ন্যান্সি জিজ্ঞেস করল, 'আমাদের এখানে কাজ করবে?'

'না,' চট করে জবাব দিল টম্পসন। 'আমাদের সঙ্গে থাকবে।' ক্রুসের উদ্দেশে ইঙ্গিত করল সে। 'নাম দেখি। ধরে নাও এটা তোমার নিজেরই বাড়ি।'

স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়া নিয়ে নিঃশব্দে বার্নের দিকে পা বাড়াল ক্রুস শ্যাফটার। একটা স্টলে ঘোড়া রেখে ওটাকে দানাপানি খাইয়ে দলাইমলাই শুরু করল। খানিক পর বার্নে এল টম্পসন।

'সাপার তৈরি,' বলল সে। 'এস, খেয়ে নাও।'

'আমার জন্যে ভাবতে হবে না, মিস্টার টম্পসন,' জবাব দিল ক্রুস। 'নিজের দেখাশোনা করার মতো যথেষ্ট বয়স হয়েছে আমার। তোমাকে-আর-আর কষ্ট দিতে চাই না।'

'বোকার মতো কথা বোলো না!' কপট রাগে বলল টম্পসন। 'শোন, আমি বলতে চাচ্ছি, এখানে থাকতে কোনও সমস্যা হবে না তোমার।' একটু হেসে আবার বলল, 'আমার মেয়েটা বলছিল আমাদের সঙ্গে একজন লোক থাকলে

সুবিধা হত। তুমিই আমাদের কাজকর্মে সাহায্য করতে পার।'

ফার্ম হাউসের পেছনে একটা ছাপরায় সেরতে ক্রুস শ্যাফটারের ঘুমোবার ব্যবস্থা করে দিল মিসেস টম্পসন। পরদিন টম্পসনের সাহায্য নিয়ে একটা চৌকি বানিয়ে নিল ক্রুস, তারপর থেকে তাতেই শুতে লাগল সে।

পরিশ্রমে কোনও আপত্তি নেই ক্রুসের, তবু পারতপক্ষে ওকে কঠিন কোনও কাজ দিল না এরিক টম্পসন। তবে অগাস্টের শেষ নাগাদ যখন নতুন ফসলের কাজ শুরু হলো তখন কাজের চাপ বেড়ে গেল। ততদিনে দিনভর মাঠে পরিশ্রম করার মতো যথেষ্ট সবল হয়ে উঠেছে ক্রুস।

সেপ্টেম্বরের শেষে ফসল ঘরে তোলার পর ফার্ম ওয়্যাগন নিয়ে সপরিবারে শহরে বেড়াতে যাবার প্রস্তুতি নিল এরিক টম্পসন। 'তুমিও চল আমাদের সঙ্গে,' ক্রুসকে বলল সে। 'আজ সারাদিন শহরে বেড়াব আমরা।'

ওমাহায় পৌঁছে ক্রুসের হাতে পনের ডলার তুলে দিল টম্পসন। 'তোমার পাওনা এটা। ইচ্ছামতো খরচ করগে।'

সেদিন বিকেলে ওরা যখন আবার ফিরে এল ফার্মে একটা ছোট প্যাকেট দেখা গেল ক্রুসের হাতে। ওতে কি আছে জানতে চাইল ন্যান্সি, জবাবে কেবল মাথা নাড়ল ক্রুস। মিস্টার ও মিসেস টম্পসনকেও কিছু জানাল না সে। তবে শিগগিরই ওটা কী জানতে পারল ওরা।

সাপারের পর, দিনের আলো এখনও হারিয়ে যায় নি। প্যাকেট হাতে বার্নের পেছনে চলে এল ক্রুস। ঠিক কয়েক মিনিট পর, চেয়ারে আরাম করে বসে পাইপ টানছিল টম্পসন, অকস্মাৎ গুলির প্রচণ্ড শব্দে চমকে উঠল সে। এক লাফে উঠে বেরিয়ে এল বাইরে।

বার্নের অনতি দূরে একটা গাছের কাণ্ড তাক করে গুলি ছুঁড়ছে ক্রুস, ওর হাতে একটা পুরনো নেভী কোল্ট রিভলভার। ওটা রিলোড করার সময় অদূরে দাঁড়িয়ে থাকা টম্পসনকে দেখতে পেল ক্রুস।

'অনেকটা বাম দিক দিয়ে চলে যাচ্ছে গুলি,' শান্ত কণ্ঠে বলল টম্পসন।

মাথা নাড়ল ক্রুস। 'দোষ আমার না, এটাই গোলমাল করছে।'

'একটু দেখি আমি?'

নিঃশব্দে রিভলভারটা টম্পসনের হাতে তুলে দিল ক্রুস। ক্যাপস তুলে নতুন গুলি ভরল টম্পসন। চেম্বার রিলোড করে গাছের দিকে নিশানা স্থির করল সে। ট্রিগার টানার পর এগিয়ে গেল গাছের কাছে।

'তোমার কথাই ঠিক,' বলল সে। 'আন্দাজ ইঞ্চি চারেক দূর দিয়ে যাচ্ছে গুলি।'

চিন্তিত চেহারায় টম্পসনের দিকে তাকাল ক্রুস। 'পিস্তলে দারুণ হাত তোমার।'

শ্রাগ করল টম্পসন। 'তিন বছর নেব্রাস্কা মিলিশিয়ায় ছিলাম আমি।' একটু

ইতস্তত করে সে জানতে চাইল, 'তোমার বাবা কি আর্মিতে ছিল?'

'হ্যাঁ। কাস্টারের ক্যাভালরির সার্জেন্ট ছিল আমার বাবা,' জবাব দিল ক্রুস। 'সেজন্যেই সল্ট রিভারের পাড়ে বসতি করেছিলাম আমরা। ইয়েলো ট্যাভার্নে বন্দী করে রাখা হয়েছিল বাবাকে–গত এপ্রিল পর্যন্ত আটকে রাখা হয় লিবি প্রিজনে। লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা করতে খুব একটা পছন্দ করত না বাবা।' একটু থেমে সে আবার বলল, 'বাবার একটা হাতে সামান্য আঘাত ছিল, সেজন্যেই ওরা বাবাকে ওভাবে মারতে পারল।'

টম্পসনের হাত থেকে রিভলভার ফিরিয়ে নিল ক্রুস। গাছের গুঁড়ি লক্ষ্য করে গুলি করল আবার।

চিন্তার রেখা দেখা দিল টম্পসনের কপালে।

খুব শীত নামল সে বছর। পরপর কয়েকদিন হাড় কাঁপানো বাতাস ধেয়ে এল উত্তর-পশ্চিম কোণ থেকে। এরপর চলল তুষারপাত, টানা কয়েকদিন। নেব্রাস্কার স্মরণাতীত কালের সর্বোচ্চ তুষারপাত। আশপাশে বরফের পাহাড় জমে উঠল। ঘোড়া বার্নে রেখে বন্ধ ঘরে দিন কাটাতে বাধ্য হলো সবাই। গরু বাছুরের উত্তাপের ব্যবস্থা করে ঘরে জ্বালানোর মতো কাঠ জোগাড় করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল।

তুষারপাতের অত্যাচার যেদিন কম থাকে সেদিন ফার্ম হাউস থেকে মাইল দুই দূরে একটা স্কুলে পড়তে যায় টম্পসনের মেয়েরা। ভারি ওভারকোট আর কম্বলে মোড়া মেয়েদের একটা ঘোড়ায় তুলে নিজে অন্য একটা ঘোড়ায় চেপে ওদের গন্তব্যে পৌঁছে দেয় শ্যাফটার, বিকেলে আবার নিয়ে আসে যথারীতি। এরিক টম্পসন একদিন ওকে পড়াশোনা করতে ইচ্ছা হয় কিনা জিজ্ঞেস করল। মাথা নেড়ে জবাব দিল ক্রুস। এ প্রসঙ্গে আর জোর করল না টম্পসন।

শীতকালে লগহাউসে খুব বেশি সময় থাকল না ক্রুস শ্যাফটার। বার্নই হলো ওর সারাক্ষণের আশ্রয়, ঘোড়ার দেখাশোনা করে আর বাকি সময় চলে ওর কঠোর অনুশীলন, রিভলভার হাতে।

অচিরেই ওটার সঙ্গে কেনা সব গুলি ফুরিয়ে গেল। কিন্তু তাই বলে অনুশীলনে ক্ষান্ত দিল না ক্রুস। প্যান্টের ওয়েইস্ট ব্যান্ডে গুঁজে রাখে সে রিভলভার, তারপর দ্রুত ড্র করে, হ্যামার কক করার পর টান দেয় ট্রিগারে। বারবার। বেশ কয়েকবার দেখা গেল বেল্টের সঙ্গে ফ্রন্টসাইট আটকে যাচ্ছে ড্র-এর সময়। তাই ঘষে ঘষে ব্যারেলের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলল সে ওটা। ড্র-এর গতি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ও লক্ষ্য করল হ্যামার কক আর ট্রিগার টানার মাঝে পুরো এক সেকেন্ডের মতো সময় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। রিভলভারের সব অংশ আলাদা করে ফেলল ক্রুস। হ্যামার আর ট্রিগার ঘষে ঘষে এমন ছোট করল যে সামান্য টান পড়লেই সিঙ্গল-অ্যাকশন রিভলভারটা কক হয়ে যায়; হাত ছোঁয়ালে মাত্র সাড়া দেয় ট্রিগার।

জানুয়ারির একটা দিন। নিঃশব্দে বার্নে ঢুকল এরিক টম্পসন, চুপচাপ

দাঁড়িয়ে থেকে ক্রুসের ড্র আর ট্রিগার টানার কসরত দেখল সে। শরীরের এক পাশে আলগোছে হাত ঝুলিয়ে রাখছে ক্রুস, পরক্ষণে দ্রুত চোখের পলকে বের করে আনছে রিভলভার। কখনও আবার কাঁধ পর্যন্ত উঁচু করে রাখছে দুহাত, ওই অবস্থান থেকেই সাপের ছোবলের মতো হাত চালিয়ে ড্র করছে। ড্র করার সঙ্গে সঙ্গে ডান দিকে আধপাক ঘুরছে কখনও; আবার কখনও বামদিকে; সামনে ঝুঁকে, উবু হয়ে বসে বের করছে অস্ত্র। মোট কথা ড্রয়ের সম্ভাব্য কোনও কৌশলই বাদ রাখছে না সে।

অবশেষে আস্তে করে ওকে ডাকল টম্পসন। 'ক্রুস।'

বিদ্যুৎবেগে ঘুরে দাঁড়াল ক্রুস, বেল্টে গুঁজে রাখা রিভলভারের দিকে নিমেষে এগিয়ে গেল ওর হাত। পিছলে থাবায় উঠে এল অস্ত্রটা, বুড়ো আঙুল কক করল হ্যামার। কিন্তু ট্রিগার টানল না সে।

'কেন এসব করছ তুমি জানি আমি, ক্রুস,' বলল টম্পসন। ও জবাব দিচ্ছে না দেখে সে আবার বলল, 'লোকগুলোকে খুঁজে বের করে হত্যা করতে চাও।' মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু ওদের কারও নামই তো জানা নেই তোমার, তাই না?'

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ক্রুস। 'কিন্তু ওদের সবার চেহারা মনে আছে আমার। ঠিকই খুঁজে বের করব ওদের। কোথাও না কোথাও···

'কোনও লাভ নেই, ক্রুস,' আন্তরিক কণ্ঠে বলল টম্পসন। 'প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জীবনটা বরবাদ করতে পার না তুমি। তোমার বয়স এখনও ষোল হয় নি, অথচ প্রতিটি মুহূর্ত প্রতিশোধ নেয়ার কথা ভাবছ। আমি খেয়াল করে দেখেছি তোমাকে, সেদিন সন্ধ্যায় চুলোর পাশে বসেছিলে, তখনও একই কথা ভাবছিলে তুমি। দিনরাত চব্বিশ ঘণ্টা একটা চিন্তাই ঘুরপাক খাচ্ছে তোমার মাথায়। এটা মোটেই ভালো লক্ষণ নয়।'

'তাহলে কোনটা ভালো, মিস্টার টম্পসন?'

প্রায় ককিয়ে উঠল টম্পসন। 'তোমার সঙ্গে তর্ক করব না আমি, বয়। আ-আমি তোমাকে খুঁজে পেয়েছিলাম, মনে আছে? তোমার বাবাকে ওরা কীভাবে হত্যা করেছে জানি। তোমার মাকেও রেহাই দেয় নি। এর চেয়ে মারাত্মক অপরাধ আর কিছু হতে পারে না। তারপরও তোমার ভবিষ্যতের কথা ভাবছি আমি। এখনও বলতে গেলে তোমার জীবন শুরুই হয় নি, কিন্তু তুমি এমন এক জীবন বেছে নিতে চাইছ যা মোটেই সুখের নয়।'

'আমি নিরুপায়, মিস্টার টম্পসন,' আবেগহীন গলায় বলল ক্রুস।

চেহারায় বেদনা নিয়ে ওর দিকে তাকাল টম্পসন, তারপর মৃদু কণ্ঠে বলল, 'আসছে বসন্তে ফার্মটা বিক্রি করে এখান থেকে চলে যাব আমরা—তুমিও চল আমাদের সঙ্গে।'

চোখে জিজ্ঞাসা নিয়ে ক্রুসের দিকে তাকিয়ে থাকল টম্পসন। কিন্তু জবাব না দিয়ে রিভলভারটা কোমরে গুঁজল আবার ক্রুস, তারপর ঘুরে দাঁড়িয়ে একটা পিচফর্ক তুলে নিল, ঘোড়ার খড় আনার জন্যে বেরিয়ে গেল।

পরদিন সকালে ক্রুস শ্যাফটারকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না।

চার

কয়েক মাস টম্পসনের ফার্মহাউসে থেকে চমৎকার স্বাস্থ্য হয়েছে ক্রুস শ্যাফটারের, ইঞ্চি খানেক লম্বাও হয়েছে। জুনের আগেই আরও এক ইঞ্চি বাড়ল তার শরীর। ঢাল বেয়ে ও যেদিন সল্ট রিভারে পৌঁছুল সেদিন ওর উচ্চতা পাঁচ ফুট আট ইঞ্চি, ওজন একশো তিরিশ পাউন্ড; বয়স ষোল।

নদীর কিনারে ডালপালার একটা ছাপরা দেখা যাচ্ছে। ক্রুসকে এগোতে দেখে ইয়া বড় গোঁফঅলা চল্লিশোর্ধ এক লোক উঠে দাঁড়াল। নদী পাড়ে একটা খুঁটির সঙ্গে দড়ি দিয়ে বাঁধা নৌকাটা দেখছে ক্রুস শ্যাফটার।

'কী, সান,' সাগ্রহে শুভেচ্ছা জানাল ফেরিম্যান। 'নদী পার হবে?'

মাথা দোলাল ক্রুস শ্যাফটার। 'ভাড়া কত?'

ক্রুসের পেছনে তাকাল লোকটা। 'তুমি একা?'

'হ্যাঁ।'

'হুম। তোমাকে দেখে তো একা ঘুরে বেড়ানোর মতো বয়স হয়েছে বলে মনে হয় না,' কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'যাক গে, আধ ডলার লাগবে। নৌকার আসল মালিক হলে পুরো এক ডলারই আদায় করত, কিন্তু তোমার বয়স কম, অর্ধেক ভাড়াতেই তোমাকে পার করে দেব আমি।'

ক্রুসকে নৌকায় ওঠার সুযোগ করে দিল ফেরিম্যান। ঘোড়া নিয়ে নৌকায় উঠে স্যাডল থেকে নামল শ্যাফটার। লগিটা হাতে তুলে নিল ফেরিম্যান, আলগোছে ঠেলা লাগাল। এক ইঞ্চিও নড়ল না নৌকাটা।

লোকটার চেহারায় বিরক্তির ছাপ পড়তে দেখল ক্রুস। 'দড়ি খোল নি তুমি,' বলল ও।

ঠোঁট বাঁকাল ফেরিম্যান। 'বারবার একই ভুল!' এগিয়ে গিয়ে বাঁধন আলগা করল সে। 'আসলে নতুন শুরু করেছি তো!'

'জানি,' বলল ক্রুস।

তীর থেকে সরে এল নৌকা, স্রোতের নাগাল পেল। দিশেহারার মতো লগি চালাল ফেরিম্যান, অনেক কষ্টে সামলে রাখল নৌকা। ক্রুসের দিকে তাকিয়ে হাসল বোকার মতো। 'কাজটা কিন্তু সোজা না!'

'আমার বাবার কোনও অসুবিধা হত না।'

চট করে ক্রুসের দিকে তাকাল লোকটা। 'তাই?'

নৌকার দিকে ইঙ্গিত করল ক্রুস। 'এটা আমার বাবার নৌকা ছিল।'

চমকে উঠল লোকটা, তারপর ক্রুসের মাথার ওপর দিয়ে ঘাটের দিকে তাকাল। 'ওখানে একটা কবর—'

'আমার মায়ের।'

চেঁচিয়ে উঠল লোকটা। 'আর তুমি কিনা একবারও–'

অবিচল দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ক্রুস। 'মা আর বেঁচে নেই।' নদীর স্রোতের দিকে ইঙ্গিত করল ও। 'ওদিকে কোথাও আছে বাবার কবরটা।'

'আশ্চর্য ছেলে বটে তুমি,' বলল ফেরিম্যান।

ঘোড়ার কাছে চলে এল ক্রুস, জিনের পেটি শক্ত করে বেঁধে ওটার সঙ্গে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল, তাকিয়ে রইল পানির দিকে।

নদী পার হলো নৌকা, ঘাটের খুঁটির সঙ্গে ওটাকে বাঁধল মাঝি, তারপর বার তুলে ক্রুসকে নামার সুযোগ করে দিল। 'ভাড়া দেয়া লাগবে না তোমার,' বলল লোকটা।

'আমার কাছে টাকা আছে,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্রুস।

'তোমাকে বিনে ভাড়ায় পার করার সুযোগটা অন্তত দেয়া উচিত আমাকে,' অনুরোধের সুরে বলল ফেরিম্যান। 'এটা তো আসলে তোমারই নৌকা।' তারপরই যেন আত্মরক্ষার খাতিরে বলল, 'যদিও আমি আসার পর প্রায় দশ মাইল দূরে পেয়েছিলাম এটা, একেবারে কাহিল অবস্থায়। নিজেই মেরামত করে নিয়েছিলাম, তারপর–মানে, যাবার মতো কোনও জায়গা নেই কিনা তাই এখানেই রয়ে গেছি।'

'ঠিক আছে,' বলল ক্রুস। 'এটা এখন তোমার নৌকা।' ঘোড়ায় চাপল ও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নামল না নৌকা থেকে। 'আচ্ছা, চারজন লোককে এদিক দিয়ে কখনও পার করেছ তুমি–ওদের একজনের গায়ে ইউনিয়ন ক্যাভালরি জ্যাকেট আর একজনের পরনে রিবেল মানে কনফেডারেটদের প্যান্ট।'

চিবুক চুলকাল ফেরিম্যান। 'আসলে কী জান, সপ্তাহে বড়জোর দুই কি তিন জন লোক আসে এদিকে। নিশ্চয়ই জান, এদিকে টাকা পয়সা রোজগারের কোনও উপায় নেই।' মাথা নাড়ল সে। 'যদিও চার-পাঁচজনের কয়েকটা দলকে পার করেছি, কিন্তু তোমার বর্ণনার সঙ্গে মেলে এমন চারজনের কোনও দলের কথা জোর দিয়ে বলতে পারব না আমি।' একটু ইতস্তত করল সে। 'ওরা–ওরা কি–মানে–এখানকার কোনও ঘটনার সঙ্গে জড়িত ছিল?' প্রশ্নটা করেই সে আবার বলল, 'তোমাদের বাড়িতে আগুন দেয়া হয়েছে, তাছাড়া...'

ঠোঁটজোড়া পরস্পর চেপে বসল ক্রুসের, মাথা নেড়ে ঘোড়াটা নৌকা থেকে নামিয়ে ট্রেইলে উঠে এল। একবারের জন্যেও পিছনে তাকাল না।

দীর্ঘ সময় ওর দিকে তাকিয়ে রইল ফেরিম্যান, তারপর লম্বা করে শ্বাস ফেলে আপন মনে বলল, 'যাকগে, আমার কী!'

সল্ট রিভারের মাইল দুয়েক দূরে আসার পর ট্রেইল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠল। যদিও এখানে দুভাগ হয়ে গেছে ট্রেইলটা: পশ্চিমে গেছে একটা শাখা, উত্তর-পশ্চিমে গেছে অন্যটা। পশ্চিম-মুখী ট্রেইলটাকে পুরোপুরি ট্রেইল বলা যায় না, অবশ্য বোঝা যায় ওদিকেই যাতায়াত বেশি। উত্তর-পশ্চিমমুখী ট্রেইলটা অস্পষ্ট, কালে-ভদ্রে লোকজন যাওয়া আসা করে। শেষের ট্রেইলটাই বেছে নিল ক্রুস।

একটানা দু-তিন ঘণ্টা এগোল সে, তারপর রাশ টেনে ঘোড়া থামাল। ঘোড়ার পিঠ থেকে জিন খসিয়ে এমনভাবে বাঁধল ওটাকে যাতে চরতে ওটা ঘাস খেতে পারলেও বেশি দূরে চলে না যায়। স্যাডল ব্ল্যাঙ্কেট খুলে মাটিতে বিছাল সে; ওর সামান্য জিনিসপত্র বেরিয়ে পড়ল: একটা ছোট খাবারের ব্যাগ, ফ্রাইংপ্যান, একটা কফিপট এবং সেই নেভী কোল্ট রিভলভারটা।

ড্রাই ক্যাম্প, কফি বানানোর পানি নেই, কয়েক টুকরো শুকনো মাংস চিবিয়ে খেয়ে খিদে মেটাল ক্রুস। এবার রিভলভারটা তুলে নিল হাতে। গুলি বের করে ফেলল। তারপর এক ঘণ্টা ব্যাপী দৈনিক অনুশীলন শুরু করল। রিভলভার কোমরের বেল্টে গুঁজল সে, হাত ঝুলিয়ে দিল শরীরের দুপাশে, তারপর নিমেষে ড্র করল, যেন স্বয়ংক্রিয়ভাবে কক হলো হ্যামার। আনুমানিক দশ-পনের মিনিট চলল ড্রয়িং, ককিং আর ট্রিগার টানা, কোনওরকম লক্ষ্য স্থির না করেই।

তারপর শুরু হলো পরবর্তী পর্যায়। ড্র এবং কক করার পর কোনও ঝোপ কিংবা পাথর অথবা নিজের ঘোড়া কি অন্য কোনও কাল্পনিক জিনিস নিশানা করতে লাগল ও। একবার সামনে, তারপর ডানে আর বাঁয়ে–এবং পেছনে। ড্র করার সঙ্গে সঙ্গে পাঁই করে ঘুরে টান দিচ্ছে ট্রিগারে।

সীমান্তের যে কেউ ওর ফাস্ট ড্র আর লক্ষ্য স্থিরের দক্ষতা দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যাবে, কিন্তু ক্রুসের মধ্যে ভাবের কোনও খেলা নেই। এটাই যেন ওর একমাত্র কাজ। ও জেনে গেছে ফাস্ট ড্র আর নিপুণ লক্ষ্যভেদের ওপরই নির্ভর করছে ওর উদ্দেশ্য পরিপূরণ, আর কোনও পথ নেই।

অনুশীলন করার জন্যে প্রচুর সময় পেল ও, ইচ্ছের কোনও কমতি নেই।

প্রেইরিতে আঁধার নামল, তখনও অনুশীলন চালিয়ে যাচ্ছে ক্রুস। অবশেষে যখন বুঝল পুরো একটি ঘণ্টা অনুশীলন শেষ হয়েছে, রিভলভার রিলোড করে ব্ল্যাঙ্কেটের ওপর নামিয়ে রেখে বসল ওটার পাশে। কয়েক মিনিট বাদে শুয়ে পড়ল লম্বা হয়ে: পরক্ষণে আবার উঠে বসল, তাকাল উত্তর-পশ্চিম কোণে।

আলো দেখা যায় না ওদিকে?

রাতের অন্ধকারে তীক্ষ্ণ নজর চালাল সে। উঠে দাঁড়াল, ইতিউতি তাকাল, ঘোড়াটাকে দেখতে পেয়ে ওটার দিকে এগিয়ে গেল। ঘোড়ার পিঠে দাঁড়িয়ে ফের তাকাল আলোটা যেদিকে দেখা গিয়েছিল সেদিকে।

মাথা দুলিয়ে মাটিতে নামল এবার, দ্রুত ফিরে এল ব্ল্যাঙ্কেটের কাছে, ঝটপট জিনিসপত্র গুছিয়ে নিল, বাদ রইল কেবল রিভলভারটা। অন্ধকারেই যতটা সম্ভব পরখ করে নিল ওটা, তারপর গুঁজে রাখল কোমরের বেল্টে।

ঘোড়ার পিঠে স্যাডল চাপাল ক্রুস, ব্ল্যাঙ্কেট-রোল বাঁধল ওটার পেছনে, তারপর স্যাডলে চাপল। হালকা চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে সামনে বাড়ল সে, ওদিকের আবছা আলোটা স্থির হয়ে আসছে এখন। আরও কয়েক মিনিট পর দুটো আলো দেখতে পেল ক্রুস। দুটো দালান দেখা যাচ্ছে। একটা বেশ বড়সড়, আরেকটা দীর্ঘ অথচ নিচু একটা শেড।

ঘোড়ার গতি কমাল ক্রুস. দালানগুলো জরিপ করল। বড়টা দেখে মনে হচ্ছে ওটা স্টোর আর ট্যাভার্নের একটা মিশেল; লম্বা শেডটা বোধ হয় কামারশালা।

বড় দালানের কাছে এসে হিচরেইলের সামনে ঘোড়া থামাল ক্রুস। একটু অপেক্ষা করল। তারপর নামল স্যাডল থেকে। ঘোড়া হিচরেইলে বেঁধে ট্যাভার্ন-কাম-স্টোরের দরজার দিকে পা বাড়াল। দরজার নবে হাত রেখে ইতস্তত করল একটু, লম্বা একটা দম নিয়ে ঢুকে পড়ল ভেতরে।

স্টোর সেকশনে কাউন্টারের ওপাশে দাড়িঅলা এক-চোখা এক লোককে দেখা যাচ্ছে, চিনি মাপছে। ছোট বারে দাঁড়িয়ে আছে আরেকজন। একপাশে একটা টেবিলে তাস খেলে সময় কাটাচ্ছে দুজন লোক। র‍্যাঞ্চার হবে বোধ হয়।

দরজা বন্ধ করে কবাটে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল ক্রুস। এবার ওর দিকে তাকাল স্টোরকিপার। 'বাড়ি ছেড়ে বেশ দূরে এসে পড়েছ মনে হচ্ছে, বয়?' বলল সে।

তাস খেলা বাদ দিয়ে ওর দিকে একবার তাকাল লোক দুটো, তারপর আবার খেলায় মন দিল। বারের লোকটা ফিরে তাকানোর প্রয়োজন মনে করল না।

কাউন্টারের দিকে এগিয়ে গেল ক্রুস। 'বেকন কিনতে চাই আমি,' দোকানিকে বলল সে। 'আর কফি–যদি থাকে।'

'তোমার কাছে টাকা থাকলে আমার কাছেও জিনিস আছে।'

'কত?'

'কতটুকু জিনিস নেবে তার ওপর নির্ভর করছে সেটা।'

পকেট থেকে তিনটা রুপোর মুদ্রা বের করে কাউন্টারে রাখল ক্রুস শ্যাফটার। ওগুলো তুলে নিল দোকানি। তারপর চর্বি মেশানো আধ টুকরো বেকন আর আধ পাউন্ড কফির একটা প্যাকেট রাখল সে।

'এর জন্যে তিন ডলার নিলে?' জানতে চাইল ক্রুস।

'এর চেয়ে বেশি আর কী আশা কর?' ধমকে উঠল দোকানি। 'কয়েক টুকরো বেকন আর তিন চার পাউন্ড কফি?'

'এই বেকনে চর্বি রয়েছে।'

'তাতে কোনও ক্ষতি হয় না!' কাউন্টারের ওপর দড়াম করে বেকন আর কফির প্যাকেট রাখল দোকানি। 'নিলে নাও নয়তো কেটে পড়! এটা ওমাহা নয়, বুঝলে? অনেক পয়সা খরচ করে জিনিসপত্র আনতে হয় আমাকে!' হঠাৎ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ক্রুসের দিকে তাকাল লোকটা। 'আচ্ছা, তোমার বাবা না সল্ট রিভারে নৌকা চালাত?'

'বাবাকে চিনতে তুমি?'

'কয়েকবার ওর নৌকায় নদী পার হয়েছি আমি,' বলল সে, তারপর বিজ্ঞের ভঙ্গিতে আবার যোগ করল, 'আমার কাছ থেকেও অনেক বেশি ভাড়া আদায় করেছে সে।'

বেকন আর প্যাকেটের দিকে ইঙ্গিত করল ক্রুস। 'ঠিক আছে, আমি নেব ওগুলো।'

পুরনো খবর কাগজ দিয়ে বেকনের টুকরোটা পেঁচিয়ে দিল দোকানি। হঠাৎ বারে দাঁড়ানো লোকটার দিকে নজর গেল তার, কোমর বাঁকা করে এদিকে তাকিয়ে আছে লোকটা। একমাত্র চোখটা টিপল দোকানি। 'আমার পয়সায় এক দফা হুইস্কি চলবে নাকি?' জিজ্ঞেস করল ক্রুসকে।

মাথা নাড়ল ও। 'না।' বেকন আর কফি হাতে তুলে নিল সে। 'তবে ছোট একটা সাহায্য করতে পার কিনা দেখ–একটা প্রশ্নের জবাব দরকার আমার। প্রায় বছর খানেক আগে চারজন লোক এসেছিল এদিকে, তিনটে ঘোড়া নিয়ে।'

ক্রুসের ওপর স্থির হয়ে গেল দোকানির একমাত্র চোখটা। 'তাই?'

'আমি জানতে চাই, তুমি ওদের দেখেছ কিনা। ওদের একজনের গায়ে ইউনিয়ন ক্যাভালরির জ্যাকেট ছিল–আরেকজনের পরনে ছিল কনফেডারেটদের গ্রে প্যান্ট। দেখেছিলে নাকি?'

প্রায় খেঁকিয়ে উঠল দোকানি। 'কেন?'

'ওদের খুঁজছি আমি।'

তাস খেলায় ব্যস্ত দুই র‍্যাঞ্চারের দিকে চট করে তাকাল দোকানি। তারপর বারে দাঁড়ানো লোকটার দিকে, ক্রুসের দিকে তাকিয়ে আছে সে।

'এক বছর আগে কারা না কারা এসেছিল এখন তাদের খোঁজে এসেছ কেন?' চট করে জিজ্ঞেস করে বসল দোকানি। 'আমি কিন্তু ওদের দেখেছি কিনা বলি নি।'

কাউন্টারে জিনিসপত্র নামিয়ে রাখল ক্রুস। 'ওদের দেখেছ তুমি?'

'কেন খুঁজছ জানতে চাই আমি।'

'ওরা আমার বাবা-মাকে খুন করেছে!'

চমকে উঠল দোকানি। বারে দাঁড়ানো লোকটার দিকে ছিটকে গেল তার চোখ, তারপর শিস বাজাল সে। 'তোমার বাবাকে তাহলে খুন করা হয়েছে। আমি আরও ভাবছিলাম ব্যাপারটা কী! হঠাৎ কী কারণে পুড়ে ছাই হয়ে গেল কেবিনটা, নৌকাটাই বা গেল কোথায়?' চট করে ক্রুসের দিকে তাকাল সে। 'তোমার বাবাকে গুলি করতে দেখেছ ওদের?'

'হ্যাঁ।'

হুইস্কির খালি গ্লাস নামিয়ে রেখে ক্রুসের দিকে এগিয়ে এল বারের লোকটা। 'তোমার মায়ের কী হয়েছে?' ঘুরে তার দিকে তাকাল ক্রুস। 'দু-একবার দেখেছি–চমৎকার মহিলা।'

'বেঁচে নেই,' তীক্ষ্ণ স্বরে বলল ক্রুস।

স্টোর কাউন্টারের তিনজনের ছোট দলটার দিকে তাকিয়ে আছে এখন দুই র‍্যাঞ্চার। একচোখা দোকানি জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল। 'ওরা–ওরা তোমার মায়ের কোনও–মানে–ক্ষতি করে নি তো?'

সরাসরি লোকটার চোখের দিকে তাকাল ক্রুস, সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র অস্তিত্ব কেঁপে উঠল স্টোরকিপারের। এই ছেলেটার বয়স বড়জোর ষোল হবে, অথচ দেখ, কি শীতল দৃষ্টি তার চোখে–বাপরে!

'আগেই ওদের সন্দেহ হয়েছিল আমার,' অবশেষে বলল দোকানি।

'চোপ রাও, জেক!' হঠাৎ গর্জে উঠল তৃতীয় লোকটা।

দোকানির চেহারায় কুঞ্চন পড়ল। 'হাসকিন্স, শোন–'

কাউন্টারের ওপরে জোরসে ঘুসি বসাল লোকটা। 'তুমি যদি মুখ খোল আখেরে ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!'

তাস রেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল র‍্যাঞ্চারদের একজন, চট করে এককদম সামনে বাড়ল সে। 'তোমার কথাবার্তা আমার কাছে সুবিধের মনে হচ্ছে না, হাসকিন্স। বদমাশ খুনেগুলোর একটা তোমার চাচাত ভাই বলেই–'

'কী নাম তার?' তীক্ষ্ণ স্বরে জানতে চাইল ক্রুস।

'ওই একই,' জবাব দিল র‍্যাঞ্চার। 'হাসকিন্স।'

চোখ রাঙিয়ে তার দিকে তাকাল হাসকিন্স। 'এই কথা আমার মনে থাকবে।'

'তাতে আমার বয়েই গেল,' পাল্টা জবাব দিল লোকটা। 'বেন হাসকিন্সের মতো লোকের হয়ে যে সাফাই গায়, আত্মীয়ই হোক আর যাই হোক, তার সঙ্গে আমার সম্পর্ক না থাকাই ভালো!'

'আমারও একই মত,' যোগ করল অপর র‍্যাঞ্চার।

দোকানির দিকে তাকিয়ে আবেদনের সুরে হাসকিন্স বলল, 'তুমি কোন দলে?'

হাসকিন্সের পেছনে দাঁড়ানো দুই র‍্যাঞ্চারের দিকে তাকাল দোকানি, ঢোক গিলল। 'মিস্টার শ্যাফটার আর তার স্ত্রীকে চিনতাম আমি, বড় ভালো মানুষ ছিল ওরা।'

'কোথায় সে?' জানতে চাইল ক্রুস শ্যাফটার, 'বেন হাসকিন্স, সে কোথায়?'

মাথা নাড়ল প্রথম র‍্যাঞ্চার। 'জানি না। মাত্র একটা রাত এখানে ছিল ওরা। তখনই কেন যেন মনে হয়েছিল পালিয়ে বেড়াচ্ছে লোকগুলো।'

'মিথ্যা কথা!' খেঁকিয়ে উঠল হাসকিন্স।

সামনে এগিয়ে এল দ্বিতীয় র‍্যাঞ্চার। 'দাঁড়াও, একটা কথা মনে পড়ে গেছে আমার। রেলরোডের ব্যাপারে কী যেন বলাবলি করছিল ওরা–ঠিক বুঝতে পারি নি–হয় রেলরোডের চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসেছিল কিংবা ওখানে চাকরি নেয়ার কথা আলোচনা করছিল।'

'ঠিক বলেছ,' বলল প্রথম র‍্যাঞ্চার। 'রাইফেলঅলা একজন ছিল, সেই বলছিল বেশির ভাগ কথা।'

'ওই লোকটার নাম?' কঠিন স্বরে জানতে চাইল ক্রুস শ্যাফটার।

'বলে নি। কেউই আসলে ওদের নাম বলে নি, ওর চাচাত ভাই বাদে,' হাসকিন্সের দিকে ইঙ্গিত করল সে।

প্রচণ্ড জোরে হাসকিন্সের বাহু খামচে ধরল সে। 'ওদের নাম?' চেঁচিয়ে উঠল ক্রুস।

হ্যাঁচকা টানে ক্রুসের হাত আলগা করল হাসকিন্স। 'খবরদার গায়ে হাত দেবে না, ছোঁড়া!' বলেই ওর মুখের ওপর চটাশ করে একটা চড় মেরে বসল সে।

আচমকা আঘাতে পাক খেল ক্রুস, পিছিয়ে এল এক কদম। রেগে একেবারে কাঁই হয়ে গেছে হাসকিন্স। আবার ক্রুসের মাথায় ধাঁই করে একটা ঘুসি ঝাড়ল সে, একপাশে লাগল আঘাতটা, কাউন্টারে হুমড়ি খেয়ে পড়ল ক্রুস। ও পিছিয়ে আসতেই ফের ডান হাতে ঘুসি হাঁকাল হাসকিন্স। হাঁটু ভেঙে বসে পড়ল ক্রুস।

'আজ তোকে জন্মের শিক্ষা দিয়ে দেব, ব্যাটা নচ্ছার!' খেঁকিয়ে উঠল হাসকিন্স।

ক্রুসকে লাথি মারার জন্যে একটা পা তুলল সে। সঙ্গে সঙ্গে প্রথম র‍্যাঞ্চার চেঁচিয়ে উঠে ঝাঁপ দিল সামনে, কিন্তু ক্রুসকে বাঁচাতে পারল না সে। অবশ্য ওর ধাক্কায় তাল হারাল হাসকিন্স, ফলে তার লাথিটা পুরোপুরি লক্ষ্যভেদ করতে পারল না, মাথায় বুটের সামান্য ছোঁয়া লাগল শুধু, তাতেই চামড়া ফেটে রক্ত বেরিয়ে এল।

বন্ধুর পাশে এসে দাঁড়াল দ্বিতীয় র‍্যাঞ্চার, হাতে পিস্তল, হাসকিন্সের পিঠে ঠেসে ধরল ওটা। 'হয়েছে, হাসকিন্স!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

জমে গেল হাসকিন্স। হাত দুটো মাথার ওপর তুলল। 'পিঠে নিশ্চয়ই গুলি করবে না তুমি!' টিটকারির সুরে বলল সে।

'তুমি তোমার চাচাত ভাইয়ের মতোই বদ!' ধমকে উঠল পিস্তলধারী। 'তোমাকে মেরে ফেললে একটা পুণ্যের কাজ হত।' কিন্তু পিছিয়ে গেল সে, ইশারা করতেই সামনে এগিয়ে গেল তার বন্ধু, ক্রুসের ওপর ঝুঁকে এল। এখনও হাঁটুতে ভর দিয়ে বসে আছে ক্রুস। 'খুব বেশি লেগেছে, বাবা?'

ক্রুসকে সাহায্য করার জন্যে হাত বাড়িয়ে দিল সে। কিন্তু বাড়ানো হাতটা একপাশে ঠেলে সরিয়ে দিল ক্রুস, নিজেই উঠে দাঁড়াল। মাথায় দুর্বল বোধ করছে, কিন্তু আগের মতোই বরফ শীতল দৃষ্টি দুই চোখে।

যেন চোখের সামনে থেকে কোনও পর্দা সরাচ্ছে, হাত দিয়ে এমনি একটা ভঙ্গি করল ক্রুস, তারপর হাসকিন্সের দিকে তাকাল। 'ড্র কর!' ফিসফিস করে হিংস্র কণ্ঠে বলল ও।

বিস্ময়ে হাঁ হয়ে গেল হাসকিন্সের মুখ। 'কি?' ঢোক গিলল সে।

'ড্র কর!' আবার বলল ক্রুস।

হাসকিন্সের চোখে আতঙ্ক ফুটে উঠল, বিকৃত হয়ে গেল চেহারা–মুখের বাঁ দিক দিয়ে লালা ঝরতে আরম্ভ করল। 'আমাকে ভয় দেখানো হচ্ছে?'

ক্রুসের পাশে দাঁড়ানো র‍্যাঞ্চার চট করে ঘুরে ওর ডান হাত আঁকড়ে ধরল। 'বাড়াবাড়ি করতে যেয়ো না, সান!'

নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা করল ক্রস। কিন্তু শক্ত হয়ে চেপে বসেছে র‍্যাঞ্চারের হাত, পারল না।

'ছাড়ো আমাকে!' চিৎকার করে উঠল ক্রস। 'ছেড়ে দাও আমাকে, ওকে খুন করব আমি!'

ক্রসের গালে হঠাৎ চড় মেরে বসল লোকটা। 'দুঃখিত, আর কোনও উপায় ছিল না আমার, বয়। কী বলছ নিজেই জান না তুমি। অবশ্য তোমার দোষ দিই না।' হাসকিন্সের দিকে কড়া নজরে তাকাল সে। 'কিন্তু তোমার মতো একটা বাচ্চা ছেলেকে কিছুতেই অমন বোকামি করতে দেব না আমি।'

হাসকিন্সের পেছন থেকে এগিয়ে এল অপর র‍্যাঞ্চার। 'চার্লি ঠিকই বলেছে, বাপ। আমি হাসকিন্সের দলে নই, কিন্তু এ-ও ঠিক, তোমার বয়স একেবারে কম।'

'নিশ্চয়ই?' বিদ্রূপ করল হাসকিনস। 'নাক মুছে দূর হয়ে যাও!'

'চোপ রাও!' বলল পিস্তলধারী। ক্রসের দিকে তাকাল এবার, পিস্তল নাচিয়ে ইশারা করল। 'এই বেলা বিদেয় হও, বয়।'

এখনও ক্রসের বাহু ধরে রেখেছে আগের লোকটা, কোমল কণ্ঠে সে আবার বলল, 'তোমাকে আমাদের আর কিছু বলার নেই, বাবা। হাসকিন্সও বলবে না। কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যাবার আগেই তুমি বরং চলে যাও, তা না হলে শেষে সারাজীবন পস্তাবে।' ক্রসকে ছেড়ে দিল সে, তবে তৈরি থাকল ক্রস আবার বেচাল কিছু করতে গেলেই বাধা দেবে।

র‍্যাঞ্চারের চোখের দিকে তাকাল ক্রস, তার চোখে দৃঢ় প্রত্যয় দেখল, হঠাৎ মাথা দোলাল সে। 'বেশ!'

চট করে ঘুরে দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

ওর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল চারজন। ঘোড়ার খুরের শব্দে সংবিৎ ফিরে পেয়ে চেঁচিয়ে উঠল দোকানি। 'আরে, ছেলেটা দেখছি জিনিস ফেলেই চলে গেল?'

অশ্রাব্য গালাগাল শুরু করল হাসকিন্স।

তার দিকে ফিরল পিস্তলঅলা। 'আর যেন কোনওদিন তোমার চেহারা না দেখি আমি!' বলল সে।

'আত্মীয়স্বজনের পক্ষ নেয়া সবারই একটা দায়িত্ব।' খেঁকিয়ে উঠল হাসকিন্স।

'খুনীর সঙ্গে আবার আত্মীয়তা কীসের!' ধমকে উঠল অপরজন। 'ব্রেন্ডের কথা শুনেছ। আমাদের র‍্যাঞ্চে আর ঘোড়ার নাল তৈরির কাজ পাবে না তুমি। তোমার জিনিসপত্র নিয়ে এখন বিদেয় হলেই উপকৃত হই আমরা। এতই যখন দরদ, সেই চাচাত ভাইয়ের কাছে চলে যাও!'

দুই র‍্যাঞ্চারকে গাল দিয়ে দোকানির দিকে তাকাল হাসকিন্স।

হাওয়ার গতি টের পেয়েছে দোকানি, মাথা দোলাল সে। 'ওদের কথাই আমার কথা।'

'জাহান্নামে যাও!' বলল হাসকিন্স। 'সবাই জাহান্নামে যাও তোমরা!'

দরজার দিকে এগিয়ে গেল সে।

এদিকে বাইরে স্টোরের পঞ্চাশ ফুট দূরে এসে ঘোড়া থামাল ক্রস শ্যাফটার, দৌড়ে আবার ফিরে আসতে শুরু করল। দরজার চল্লিশ ফুটের মতো দূরে থাকতে কবাট খুলে গেল দোকানের, হাসকিন্সকে দেখা গেল। থমকে দাঁড়াল সে।

'হাসকিন্স!' চিৎকার করে ডাকল।

অগ্নিশিখা বিদীর্ণ করল অন্ধকার। হাসকিন্সের গুলির শব্দে খানখান হলো রাতের নীরবতা। এবার হাতে উঠে এল ক্রসের কোল্ট, সামনে বাড়াল ও হাতটা। আগুন আর বজ্র উগরাল ওর অস্ত্র। চিৎকার করে উঠল হাসকিন্স, টলমল করল এক মুহূর্ত, তারপর পড়ে গেল হুড়মুড় করে। কাঠের পাটাতনে ছুটন্ত পায়ের শব্দ উঠল। পিস্তল হাতে বেরিয়ে এল দুই র‍্যাঞ্চার। চল্লিশ ফুট দূরে বিভীষিকার মতো দাঁড়িয়ে ক্রস, দরজা গলে বেরিয়ে আসা আলো পড়ছে ওর গায়ে। এখনও তার হাতেই রয়েছে কোল্টটা।

'ও-ই আগে গুলি করেছে,' মৃদু কণ্ঠে বলল ক্রস।

পা দিয়ে হাসকিন্সকে খোঁচা দিল একজন। 'মারা গেছে!'

'ওরই দোষ,' আবার বলল ক্রস।

এক পা সামনে বাড়াল দ্বিতীয় র‍্যাঞ্চার। 'এই বয়সে মারাত্মক একটা কাজ করে বসেছ তুমি। তোমার জন্যে সত্যি দুঃখ লাগছে।'

'পথ দাও,' স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল ক্রস, অস্ত্র নাচিয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। 'এবার চলে যাচ্ছি আমি।' কারও আপত্তি আছে কিনা দেখতে একটু অপেক্ষা করল সে, তারপর কোল্টটা আবার গুঁজল কোমরে, ঘুরে অবিচল পদক্ষেপে হাঁটতে শুরু করল ঘোড়াটা যেখানে রেখে এসেছে সেদিকে।

স্যাডলে চেপে হারিয়ে গেল অন্ধকারে।

পাঁচ

ওমাহায় ট্রান্সকন্টিনেন্টাল রেলরোড নির্মাণ-কাজের তৎপরতা নজরে পড়লেও আগে গুরুত্ব দেয়নি ক্রস শ্যাফটার। রেলপথ বসাবার নানান সরঞ্জাম: টাই, রেল, রসদপত্র আর শ্রমিক বোঝাই ট্রেন এসেছে, আবার চলে গেছে ওমাহার আরও পশ্চিমে। সব দেখেছে কিন্তু স্পষ্ট বুঝতে পারে নি। আঠারশো পঁয়ষট্টি সালে ওমাহা থেকে চল্লিশ মাইল পশ্চিমে রেললাইন বসানো হয়, পরের বছর আরও দ্রুত হয় কাজের গতি। এখন নর্থ প্ল্যাটে একটা ক্যাম্প বসানো হয়েছে। আসছে শীতে কার্যক্রম স্থগিত ঘোষণার আগেই ওই পর্যন্ত এগিয়ে যাবার চিন্তা করছে কোম্পানি।

সল্ট রিভার গানফাইটে হাসকিন্সকে হত্যা করার বেশ কয়েক দিন পর। একটা বেঁটে টিবির ওপর এসে ঘোড়া থামাল ক্রস শ্যাফটার, চিন্তিত চেহারায় চেয়ে রইল চকচকে মসৃণ রেললাইনের দিকে, দিগন্তে হারিয়ে গেছে সমান্তরাল ইস্পাতের পাত।

পুবে, অনেকটা দূরে, আকাশের গায়ে একটা ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখতে পেল শ্যাফটার, ক্রমে এগিয়ে আসছে। কয়েক মিনিট পর বুঝতে পারল ক্রস ওটা ট্রেনের ধোঁয়া, পশ্চিমে যাচ্ছে। ঘোড়ার পেটে হাঁটু দিয়ে খোঁচা মারল শ্যাফটার। সামনে এগোল ওটা। ও রেললাইনের আধ মাইলটাক দূরে থাকতে ওকে পেছনে ফেলে চলে গেল ট্রেনটা। ওটার শব্দে আতঙ্কে লাফ দিয়ে উঠল ঘোড়াটা, অনেক কষ্টে বাগে আনল ওটাকে, ডানে ঘুরিয়ে নিয়ে এগোল আবার।

দুঘণ্টা পর ফের ধোঁয়ার কুণ্ডলী দেখা গেল পশ্চিমে। ওয়্যাগন, সার সার তাঁবু, সাজ-সরঞ্জাম আর অনেকগুলো ট্রেনের সমাবেশ দেখে ক্রস বুঝল এটাই রেলহেড-কন্সট্রাকশন ক্যাম্প। ক্রস ওখানে পৌঁছুতে পৌঁছুতে সন্ধ্যা হয়ে এল। দিনের মূল কাজ শেষ হয়ে গেছে, কিন্তু ক্যাম্পে ব্যস্ততার কমতি নেই, গমগম করছে চারদিক। সবচেয়ে বড় তাঁবুটার দিকে এগিয়ে গেল ক্রস শ্যাফটার। ক্যানভাসের নিচে লম্বা একটা টেবিল দেখতে পেল, শতাধিক লোক খাচ্ছে; আরও অন্তত শদুয়েক লোক অপেক্ষা করছে জায়গা খালি হবার। একটা লোক তাঁবুর দিকে এগিয়ে যাচ্ছে দেখে তার কাছে এগিয়ে গেল ক্রস। 'ইন-চার্জকে কোথায় পাব।' জানতে চাইল সে।

'কীসের ইন-চার্জ?'

হাত নেড়ে দেখাল ক্রস। 'এই রেলরোডের।'

বিড়বিড় করে উঠল লোকটা। 'প্রাইভেট কারে যদি না এসে থাকে তাহলে এখন ওমাহায় আছে সে। তবে কন্সট্রাকশনের বসকে যদি চাও, তার নাম মিস্টার ডেভিস। তার তাঁবুটা ওধারে।' ক্যাম্পের মাঝবরাবর একটা জায়গার দিকে ইঙ্গিত করল সে।

ঘোড়া নিয়ে আবার এগোল ক্রস। একটা তাঁবুর সামনে 'হ্যারি ডেভিস' লেখা নেমপ্লেট দেখে থামল। স্যাডল থেকে নেমে ওটার দরজার দিকে পা বাড়াল। একজন লোক ড্রাফটিং বোর্ডে কাজ করছে ভেতরে।

'মিস্টার ডেভিস?' জানতে চাইল ক্রস। 'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

বিরক্ত চেহারায় তাকাল লোকটা। 'আমি ব্যস্ত। কার্ল হার্টারের কাছে যাও।'

'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'পাশেরটায়!' বিরক্তির সঙ্গে ওকে বিদায় দিল হ্যারি ডেভিস।

দ্বিধান্বিত চেহারায় পাশের তাঁবুতে এসে ক্রস দেখল কেউ নেই ওটায়। তবে তার পাশের তাঁবুতে একজনকে দেখতে পেল, খালি গা; মুখ আর গা ধুচ্ছে।

'মিস্টার ডেভিস আমাকে মিস্টার হার্টারের কাছে আসতে বলল,' তাকে জানাল শ্যাফটার। 'কিন্তু তাকে তো দেখছি না।'

মাথায় পানি ঢালা শেষ করে সোজা হয়ে দাঁড়াল লোকটা, হাত বাড়িয়ে তোয়ালে নিল। মুখ মুছল, তারপর গা মুছতে মুছতে তাকাল ক্রসের দিকে। 'চাকরি চাই?'

'হয়তো। তবে যে কারণে-'

'হয়তো আবার কী?' বাধা দিল লোকটা, 'চাও অথবা চাও না, ব্যস! তা বয়স কত তোমার।'

'প্রায় ষোল, কিন্তু–'

'খুবই কম, তবে কিচেনে বোধ হয় লোক নিতে পারে। খেয়েদেয়ে আবার এস, ততক্ষণে কানিংহাম এসে যাবে।'

'কানিংহাম কে?'

'চিফ টাইমকিপার। লোকজন নেয়ার কাজটা সেই করে।'

'তাহলে মিস্টার হার্টারের কাজ কী?'

'বেশ কৌতূহলী ছেলে দেখছি?'

'না, তা নয়, তবে কৌতূহলের কারণেই এসেছি এখানে। একজনকে খুঁজছি।'

'তোমার বাবা?'

'না, অন্যলোক–নাম হাসকিন্স।'

'এ-নাম শুনি নি কখনও। তবে এখানে থাকলে কানিংহাম ঠিকই বলতে পারবে। সবাইকে চেনে ও। কাজের হিসাব রাখে তো।'

'তাহলে ওর সঙ্গেই আলাপ করব আমি।'

গা মোছা শেষ হয়ে গেছে লোকটার, তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ক্রসের দিকে তাকাল সে। 'ষোল বছর? দেখে আরও বেশি মনে হয়।' তারপর অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল সে। 'যাও, খাওয়া সেরে নাও।'

একটু দ্বিধায় ভুগল ক্রস, সরে এল তারপর। ঘোড়া নিয়ে ক্যাম্পের এক প্রান্তে এল, স্যাডল থেকে নেমে ব্ল্যাঙ্কেট রোল খুলল। কয়েক টুকরো শুকনো মাংস ছিল, সেগুলো চিবিয়ে চিবিয়ে খেল, শেষ হয়ে গেল ওর খাদ্য-ভাণ্ডার। পনের-বিশ মিনিট অপেক্ষা করল ক্রস, তারপর আবার ক্যাম্পে ফিরল। সেই তাঁবুতে এসে দেখল আগের লোকটা নেই, হয়তো খেতে গেছে; অন্য একজন একটা বড় কাগজে কি যেন হিসাব কষছে।

'মিস্টার কানিংহামকে খুঁজছিলাম,' বলল ক্রস, 'শুনলাম–'

'আমিই কানিংহাম,' কঠিন দৃষ্টিতে ক্রসের দিকে তাকাল লোকটা। 'সতের বছরের কম বয়স্ক কাউকে চাকরি দিই না আমি, প্রচুর খাটুনি এই কাজে, তবে তোমার স্বাস্থ্য তো চমৎকার, মনে হয়–'

'চাকরির জন্যে আসি নি আমি, মিস্টার কানিংহাম,' চট করে বলল ক্রস।

'তাহলে কেন এসেছ? এমনিতেই উটকো লোকের যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে আছি। নেব্রাস্কার সব মিসকিনকে খাওয়ানো তো আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়!'

'খেতে চাই নি তো আমি!' কাটা জবাব দিল ক্রস। 'মিস্টার-খানিক আগে

অন্য একজন ছিল এখানে, তার কাছে শুনলাম তুমি নাকি এখানকার সবাইকে চেন!'

'এটাই আমার চাকরি।'

'হাসকিন্স বলে কেউ আছে এখানে?'

ইতস্তত করল কানিংহাম, ভুরু কোঁচকাল, তারপর একটা খাতা তুলে নিল হাতে। পর পর কয়েকটা পাতা ওল্টাল, শেষে একটা পৃষ্ঠার ওপর ঠেকাল নিল তর্জনী দিয়ে। 'এই যে, হাসকিন-স্যাম হাসকিন-নামের শেষে কিন্তু 'এস' নেই-ওকেই খুঁজছ?'

'না। আমি যাকে খুঁজছি তার নামে হাসকিন্স-'এস' আছে। বেন হাসকিন্স।'

'তাহলে অন্য কেউ।'

'এখানে কতদিন চাকরি করছে এই লোকটা?'

গজগজ করে উঠল কানিংহাম। 'আচ্ছা, কী ব্যাপার বলো তো? তুমি কি বাবার খোঁজ করছ?'

'না। আমার বাবা নেই।'

'তাহলে হাসকিন্স কী হয় তোমার? মামা-চাচা-নাকি চাচাত বা খালাত ভাই-কোনও আত্মীয়?'

'তার সঙ্গে আমার কোনওই সম্পর্ক নেই।'

'তাহলে তাকে খুঁজছ কেন?'

'বলা যাবে না।'

মাথা নাড়ল কানিংহাম। 'এভাবে সুবিধা করতে পারবে না তুমি। এই ক্যাম্পে হাসকিন্স নামে কেউ নেই, এটা নিশ্চিত। তোমাকে আর সময় দিতে পারছি না। ডিঃ বাজলেই টাইমকিপারের কাজ শেষ হয় না।'

হঠাৎ ক্রস ওর দিকে তাকিয়ে আছে দেখে চুপ মেরে গেল সে। 'কী হলো?' জানতে চাইল।

'এইমাত্র বললে "এই ক্যাম্পে" হাসকিন্স নেই। তার মানে কি আরও ক্যাম্প আছে এদিকে?'

'অনেক!' চেঁচিয়ে জবাব দিল কানিংহাম। 'দুশোটার কথা জানি আমি। আমাদের এটা একটা ট্র্যাক লেয়িং ক্যাম্প। এখান থেকে শুরু করে শাইয়্যান পর্যন্ত গ্রেডিং ক্যাম্প, ব্রিজ বিল্ডিং ক্যাম্প, সারভেয়িং ক্যাম্প ইত্যাদির ছড়াছড়ি। এ এক এলাহী কারবার। শুনেছি দুহাজারেরও বেশি লোক চাকরি করছে ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানিতে। এছাড়া সাব-কন্ট্রাক্টররাও প্রচুর লোকের চাকরি দিয়েছে। আমাদের এই ক্যাম্পেই কমপক্ষে শ চারেক লোক আছে। বোঝো তাহলে! ওমাহা থেকে ইউটাহ পর্যন্ত কতগুলো ক্যাম্প থাকতে পারে হিসাব করে দেখ একবার। আমাদের ক্যাম্পে হাসকিন্স বলে কেউ না থাকলে, যে অন্য কোনও ক্যাম্পে থাকবে না তা নয়।'

লম্বা একটা দম নিল ক্রস শ্যাফটার। 'ধন্যবাদ, মিস্টার কানিংহাম।'

বিদায় নেবে বলে ঘুরে দাঁড়াতে গেল সে, কিন্তু বাধা দিল কানিংহাম। 'আরে দাঁড়াও!' আবার তার দিকে ফিরল ক্রস। 'যাচ্ছ কোথায়?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রস। 'অন্য ক্যাম্পে খুঁজতে হবে।'

প্রায় চেঁচিয়ে উঠল কানিংহাম। 'পাগল হলে নাকি! এ-কটা সভ্য জগতের অংশ হলেও আরও পশ্চিমে সিউদের রাজত্ব। এই মুহূর্তে ওমর-পাশে আছে নাটারা। শুরু থেকেই তারা আয়রন-হর্সের শত্রু। আমাদের শ্রমিকদের পাহারা দেয়ার জন্যে সেনাবাহিনীর সাহায্য নিতে হচ্ছে। বলতে গেলে রোজ যুদ্ধ হচ্ছে ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে। ওদিকে একা গেলে দুদিনও টিকবে না, কাঁচা খেয়ে ফেলবে তোমাকে।'

'আমি টিকে থাকব,' বলল ক্রস।

'ইন্ডিয়ানদের খপ্পরে না পড়া পর্যন্ত! তখন আর কিছু করার থাকবে না। তোমার বাসা কোথায়?'

'নেই।'

'কেউ নেই তোমার?'

'না!'

'তাহলে হাসকিন্স, যাকে খুঁজছ, সে কে?'

চুপ করে থাকল ক্রস। ক্লান্ত ভঙ্গিতে দীর্ঘশ্বাস ফেলল কানিংহাম। 'বেশ, আপত্তি থাকলে বলার দরকার নেই। আমি জোর খাটাব না। কিন্তু তোমাকে ক্যাম্পে-ক্যাম্পে ঘুরে বেড়াতে দেব না আমি।' একটু থামল সে। 'বেন হাসকিন্স, না? পরিচিত ঠেকছে কিন্তু নামটা। কে-জানে, সারাক্ষণ নাম নিয়ে নাড়াচাড়া করি, সেজন্যেই হয়তো-হাসকিন্স, হাসকি, হ্যারিসন, হ্যানলি, হ্যামার, হিকেনহ্যামার-সবগুলো নামই এখন শুনতে একরকম লাগে। আচ্ছা, বেন হাসকিন্স দেখতে কেমন?'

'ঠিক বলতে পারব না।'

এবার খেপে গেল কানিংহাম। 'যাকে খুঁজছ সে দেখতে কেমন জান না!'

'জানি-মানে, চারজন লোকের মধ্যে হাসকিন্স একজন; সবার চেহারা চিনি, কিন্তু কার কী নাম বলতে পারব না।' চোখ কুঁচকে ক্রসের দিকে তাকাল টাইমকিপার। 'ওদের একজনের গায়ে ইউনিয়ান ক্যাভালরির জ্যাকেট ছিল।'

'রেলরোড শ্রমিকদের চার ভাগের একভাগই আর্মিতে ছিল। আসলে সরাসরি যারা আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে তারা বাদে সবাই আর্মির লোক। এই ক্যাম্পেই একশো-জনের বেশি প্রাক্তন ইউনিয়ন সেনা পাবে তুমি।'

'আরেকজনের পরনে ছিল গ্রে-কনফেডারেট-প্যান্ট,' আবার বলল ক্রস।

'অন্তত পঞ্চাশজন সাবেক রেব আছে এখানে-যদিও মুখে স্বীকার যায় না কেউ। হুম, বলে যাও।'

'ওদের একজন লম্বায় ছ ফুটেরও বেশি, দু'শো পাউন্ড হবে ওজন; একটা রাইফেল আছে তার কাছে।'

'কি ধরনের রাইফেল?'

'লিপিটিং উইনচেস্টার। চারজনের প্রত্যেকের কাছেই রিভলভার ছিল। তবে ওদের ঘোড়া ছিল মোটে তিনটা।'

'এখানে শুধু কন্ট্রাক্টরদেরই নিজস্ব ঘোড়া আছে। ওঅর্ক-হর্সের মালিক কোম্পানি কিংবা কন্ট্রাক্টর। খুব বেশি শ্রমিকের নিজস্ব ঘোড়া আছে বলে মনে হয় না। এই জিনিসটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ।'

'এখান থেকে চলে যাবার পর ঘোড়া যোগাড় করে থাকতে পারে।'

'কী বললে? এখন তাহলে রেলরোডে চাকরি করছে না তারা?'

'জানি না,' বলল ক্রুস। 'গত গ্রীষ্মে হয় চাকরি ছেড়ে দিয়েছিল ওরা কিংবা চাকরি নেয়ার জন্যে আসছিল।'

'গত গ্রীষ্মে?'

'তখনই ওদের দেখেছিলাম।'

প্রথমে যার সঙ্গে কথা বলেছিল ক্রুস তাঁবুতে ঢুকল সে। তার কাছে আবেদন জানাল যেন কানিংহাম। 'শোন, সাইলাস, এই ছেলেটা একজন লোককে খুঁজছে যে কিনা রেলরোডে চাকরি করে কিংবা করত। তার নাম হাসকিন্স, আর কিছু বলতে পারছে না, এমন কী লোকটা দেখতে কেমন, তাও না।'

হাসল সাইলাস। 'আগেই ওর সঙ্গে কথা হয়েছে আমার।' ক্রুসের উদ্দেশে মাথা নাচাল সে। 'কী নাম তোমার, বয়?'

'ক্রুস শ্যাফটার।'

'শ্যাফটার?' পুনরাবৃত্তি করল সাইলাস। 'আমাদের এখানে কেউ আছে এ-নামে?' বলেই ঢোক গিলল সে, চট করে ঘুরল ক্রুসের দিকে। 'শ্যাফটার?'

'হ্যাঁ, শ্যাফটার। ক্রুস শ্যাফটার।'

'এ-নামে এখানে কেউ নেই,' বলল কানিংহাম।

'হ্যাঁ, নেই। তবে-' এবার ক্রুসের সঙ্গে কথা বলল সাইলাস-'একটু বাইরে যাবে? একটু আলাপ ছিল আমাদের।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সাইলাসের দিকে তাকাল ক্রুস, তারপর বেরিয়ে এল। ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপার জন্যে একটা পা রাখল রেকাবে, হঠাৎ কেন যেন জেদ চেপে গেল ওর। পা নামাল মাটিতে। দাঁড়িয়ে রইল ঘোড়ার পাশে, স্যাডলে আলগোছে একটা হাত ফেলে রেখেছে। খানিক পর তাঁবুর বাইরে এল সাইলাস, ডাকল ওকে।

আবার তাঁবুতে ঢুকল ক্রুস শ্যাফটার। এখন একেবারে বদলে গেছে ওদের আচরণ, দুজনেরই চেহারা গম্ভীর, অন্য দৃষ্টিতে দেখছে যেন ক্রুসকে। সতর্ক কণ্ঠে সাইলাস ওর কাছে জানতে চাইল, 'তুমি কি সল্ট রিভারের ওদিক থেকে আসছ? মানে, সপ্তাহ দুয়েক আগে গিয়েছিলে ওখানে?'

চিন্তিত চেহারায় সাইলাসের দিকে তাকাল ক্রুস, জবাব দিল না।

দৃষ্টি বিনিময় করল সাইলাস আর কানিংহাম। এবার কানিংহাম বলল, 'গতকালই ওমাহা থেকে এসেছে সাইলাস। এখানে একটা খবর শুনেছিল ও, সেটাই আমাকে বলল-বোধ হয় গুজব-'

'তোমার মত একটা ছেলে সম্পর্কে,' বাধা দিয়ে বলল সাইলাস, 'ছেলেটার নাম ক্রুস শ্যাফটার।'

'কি জানতে চাইছ তোমরা?' কাটা কাটা স্বরে জানতে চাইল ক্রুস। 'আমিই সেই ক্রুস শ্যাফটার কিনা? মানে খুনটা আমিই করেছি কিনা জিজ্ঞেস করছ?'

চট করে কানিংহামের দিকে তাকাল সাইলাস।

টানটান কণ্ঠে ক্রুস বলল, 'গুজব নয়, সত্যি কথাই শুনেছ তুমি!'

'তার মানে কথাটা ঠিক?' চেঁচিয়ে উঠল কানিংহাম। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রুসের দিকে ইঙ্গিত করল। 'তুমি?'

হঠাৎ আপাদমস্তক কেঁপে উঠল সাইলাসের। 'বেরোও! দূর হয়ে যাও এখান থেকে!' ক্রুসের দিকে এগিয়ে আসতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আবার।

কানিংহামের একটা আঙুল ক্রুসের উদ্দেশে নেচে উঠল। 'ওর কথা শুনেছ তুমি। এই ক্যাম্পে অল্প বয়সী কোনও খুনীকে চাই না আমরা। ইউনিয়ন প্যাসিফিকের ধারে কাছেও আর ঘেঁষবে না। ভাগ!'

তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল ক্রুস। ঘোড়ার কাছে এসে উঠে বসল স্যাডলে। তারপর ক্যাম্প পেছনে ফেলে এল। খানিকটা দূরে এসে থামল, পেছনে তাকিয়ে তাঁবুগুলো একবার দেখল, একটা দুটো করে বাতি জ্বলতে শুরু করেছে।

দীর্ঘ এক মুহূর্ত সেদিকে চেয়ে থাকল ক্রুস শ্যাফটার, তারপর পশ্চিমে দৃষ্টি ফেরাল। অবশেষে মাথা নাড়ল, পুব দিকে ঘোড়া চালাল সে।

ছয়

ওমাহা, রেলরোড হেডকোয়ার্টারের আউটার রুমে অপেক্ষার দ্বিতীয় দিনের শেষে ক্রুসকে ইশারায় ডাকল এক ক্লার্ক। ও এগিয়ে যেতে বলল, 'দেখে তো মনে হচ্ছে সারা মাস অপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়ে বসে আছ!'

'প্রয়োজনে তাই করব।'

'ঠিক। বেশ, মিস্টার টানার তিন মিনিট সময় দিতে রাজি হয়েছে।'

'এত কমে হবে না।'

'আমাকে যা বলতে বলা হয়েছে বললাম।' ইঙ্গিতে অফিস রুমের দরজা দেখাল ক্লার্ক। 'এখন তুমি যা ভালো বোঝ।'

অফিস কামরায় ঢুকল ক্রুস শ্যাফটার। মধ্যবয়সী এক লোক বসে ডেস্কে, তার সামনে রাজ্যের কাগজপত্র।

'তুমিই কাল সকাল থেকে আমার সঙ্গে দেখা করবে বলে বসে আছ?' মুখ তুলে তাকিয়ে জানতে চাইল লোকটা।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল ক্রুস। দ্রুত কাজের কথায় চলে এল। 'ঠিক এক বছর

আগে, জুন মাসে, চারজন লোক আমার বাবা-মাকে হত্যা করে। চেহারা দেখলে সবাইকে আমি চিনতে পারব। একজনের নাম বেন হাসকিন্স, এছাড়া আর কোনও তথ্য জানা নেই আমার-'

ডান হাত তুলে বাধা দিল লোকটা। 'আরে, দাঁড়াও! এমন হড়বড়িয়ে বললে কী করে হবে! হ্যাঁ, কী যেন বলছিলে, চারজন তোমার বাবা-মাকে হত্যা করেছে? কোথায়? কখন?'

'এক বছর আগে, গত জুনে,' আবার বলল ক্রস। 'সল্ট রিভারের কাছে। আমার বাবা একটা ফেরিনৌকা চালাত ওখানে।'

কুঁচকে উঠল ট্যানারের চোখজোড়া। 'আমি শুনেছি ঘটনাটা। সত্যি বলতে কি-' ডেস্ক হাতড়ে একটা কাগজ বের করল সে-'গত সপ্তাহে রেলহেড থেকে এসেছে আমার কাছে-ক্রস শ্যাফটার নামে এক ছেলে সম্পর্কে লেখা একটা চিঠি।' কাগজটায় নজর বোলাল সে, পরক্ষণে ক্রসের দিকে তাকাল আবার। 'এগুলো সত্যি?'

'ওখানে কী লেখা আছে আমি জানি না,' সোজাসাপ্টা বলল ক্রস। 'আমি শুধু জানি চারজন লোক আমার মা-বাবাকে হত্যা করেছে, ব্যস। তবে সল্ট রিভারে কাউকে হত্যা করার কথা যদি লিখে থাকে, সত্যি কথাই লিখেছে তাহলে। তাই লিখেছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যানার। 'ফ্রেড কানিংহাম লিখেছে চিঠিটা। হ্যাঁ-তুমি যে ওখানে গিয়েছিলে লিখেছে সেটা, তুমি এখানে আসতে পার, তাও।'

'তাহলে ধরে নিচ্ছি, অযথা তোমার সময় নষ্ট করছি আমি।'

'না-দাঁড়াও। তোমার সঙ্গে সেদিন দুর্ব্যবহার করার জন্যে দুঃখ জানিয়েছে কানিংহাম। সব কিছু না জেনেই নাকি বিদায় করে দিয়েছিল তোমাকে। পরে নিজেই খোঁজখবর করেছে সে। কানিংহাম লিখেছে সল্ট রিভারের ঘটনাটা সম্ভবত অন্যায় কিছু ছিল না। তবে, আমি বলছিলাম কি, ওই লোকগুলো তোমার বাবা মাকে হত্যা করেছে ঠিক, কিন্তু যাকে মেরেছ সে তো আসল হাসকিন্স নয়!' অধৈর্য একটা ভঙ্গি করল ট্যানার। 'যাক গে, কিছু মনে কোরো না। মোদ্দা কথা হলো, বেন হাসকিন্স বলে এক লোকের খোঁজ করছ তুমি তাই না?'

'হ্যাঁ।'

'তোমার বয়স যেন কত-ষোল?' কানিংহামের চিঠি দেখল ট্যানার। 'চারজন-চারটে খুনীর সঙ্গে কীভাবে পারবে তুমি?'

'ওটা আমার ব্যাপার, মিস্টার ট্যানার,' গোঁয়ারের মতো বলল ক্রস। 'আমার শুধু ওদের একটা খবর দরকার! ভেবেছিলাম তোমার সাহায্য পাব!'

'কী রকম?'

'মাত্র একজনের নাম জানি আমি। বাকি তিনজনের নাম জানা দরকার। কাজ শুরু করার মতো একটা সূত্র খুঁজছি আমি।'

চেয়ারে হেলান দিয়ে ডেস্কে তাল ঠুকতে শুরু করল ট্যানার, কপালে

বুঝল। অবশেষে মৃদু স্বরে সে বলল, 'রেললাইনের দু'মাসের কাজ নিয়েছি আমি। বাইরের অবস্থা না রকম জানি। সল্ট রিভারে অবশ্যি যাই নি যদিও, তবে বুঝতে তত ভুল হবার কথা না, ওদিকটাও বিরান এলাকাই হবে। ওমাহা থেকে এত দূরে সে শেরিফের পক্ষে খবরদারি সম্ভব নয়।'

'শেরিফের সাহায্য চাইছি না,' স্থির কণ্ঠে বলল ক্রস।

ডেস্কে তাল ঠুকেই চলছে ট্যানার। 'ওরা তোমাকেও গুলি করেছিল, একথা কিন্তু বল নি তুমি---হ্যাঁ, আমি জানি। সল্ট রিভারের দুর্ঘটনার খবর যখন প্রথম জানাজানি হয়, কে যেন বলেছিল, শহরের বাইরের এক কামার নাকি মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে তোমাকে নিজের বাড়িতে নিয়ে যায়।' ক্রসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল সে, কিন্তু হ্যাঁ-না কিছু বলল না ক্রস। 'আবার সেই ধরল ট্যানার। 'কম কথার মানুষ, অ্যাঁ? বেশ। আমি যদ্দুর জানি বলব তোমাকে। আশা করি ভুল হবে না কাজটা।'

মনে মনে উত্তেজিত হলো ক্রস। 'ওদের খবর জান?'

উঠে একটা ফাইল কেবিনেটের দিকে এগিয়ে গেল ট্যানার। ড্রয়ার খুলে মোটাসোটা একটা খাতা বের করল, ডেস্কে এনে খুলল। 'বেশি কিছু আশা করতে যেয়ো না। গতকালই এটা একবার উল্টেপাল্টে দেখেছি আমি। বোঝই তো, রেলরোডে এত লোক চাকরি করছে, সারাক্ষণ নতুন কেউ আসছে, আবার কেউ বিদায় নিচ্ছে, আবার নতুন লোক নেয়া হচ্ছে তাদের বদলে। তবু দেখা যাক। এই দেখ-' একটা নির্দিষ্ট পৃষ্ঠায় থামল সে, তর্জনী দিয়ে একটা বিশেষ তারিখের দিকে ইঙ্গিত করল। 'বেন হাসকিন্সের পাওনা মিটিয়ে দেয়া হয় লোকটা জুন-বত্রিশ ডলার। তার মানে, ঠিক ষোল দিন চাকরি করেছে সে। আর এই যে'-লাইন গোনা শুরু করল সে-'দুই, চার, ছয়-হুম-একই দিনে চাকরি ছেড়েছে আরও নয়জন।'

'নয়জন!' চিৎকার করে উঠল ক্রস।

'মোট দশজন। গত বছরের কথা এটা। তখন অনেক কম ছিল আমাদের শ্রমিকের সংখ্যা। এবছর হলে কমসেকম শখানেক নাম পাওয়া যেত। হাসকিন্সসহ দশজনের নাম রয়েছে এখানে, দেখ বের করতে পার কিনা।' ক্রস সামনে বাড়তেই আবার কথা বলে উঠল সে। 'দাঁড়াও।' চট করে দরজার কাছে চলে গেল, এক ঝটকায় কবাট খুলল, চিৎকার করে বলল, 'অ্যাশলারকে এদিকে আসতে বলো!'

দরজা খোলা রেখে ফিরে এল সে। 'হঠাৎ মনে পড়ে গেল কথাটা, গত জুনে ওমাহার দশ বার মাইলের মধ্যেই ছিলাম আমরা। তখন বোধ হয় এখান থেকেই ট্রেনে চেপে কাজের জায়গায় যেত সবাই। তোমার কাজে লাগার মতো খবর বোধ হয় দিতে পারবে।'

ছোটখাট এক লোক ঢুকল অফিসে। 'আমাকে ডেকেছিলে, মিস্টার ট্যানার?'

'হ্যাঁ। এখানে চাকরি করত এমন কজন লোক সম্পর্কে জানতে চাই।

দেখ।' এগিয়ে এল অ্যাশলার। 'গেল বছর দেসরা জুন মোট দশজন বিদায় নিয়েছিল, বেন হাসকিন্সসহ। লোকটার কথা মনে আছে?'

বিরক্তির সঙ্গে মুখ কোঁচকাল অ্যাশলার। 'জ্বি, স্যার, আছে। মহা গিরিঙ্গি ছিল ব্যাটা। ওকে তো ছাঁটাই করা হয়েছিল, স্যার।'

'দারুণ! ইয়ে, মোটেই অবাক হচ্ছি না আমি। এবার একটু ভেবেচিন্তে বলো, খুব জরুরি কিন্তু ব্যাপারটা, কারা বেন হাসকিন্সের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিল?'

একটু চিন্তা করে অ্যাশলার বলল, 'বলা কঠিন, স্যার। হাসকিন্সকে মনে আছে, কারণ ইয়ে, মানে, স্যার, একবার আমার গায়ে হাত তুলেছিল লোকটা। সত্যি বলতে কী ব্যাটা বিদেয় হওয়ায় খুবই খুশি হয়েছিলাম আমি।'

মাথা দোলাল ট্যানার, ঘটনাটা ব্যাখ্যা করল ক্রুসের কাছে। 'এখন আমাদের কমিশারির দায়িত্ব পালন করছে অ্যাশলার, কিন্তু গত বছর এরকম সময়, আমরা যখন ওমাহায়, তখন কোম্পানির বোর্ডিংহাউসের দায়িত্বে ছিল সে।'

হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল অ্যাশলার। 'এবার মনে পড়েছে, হাসকিন্সের সঙ্গে এক সাবেক কনফেডারেটের খুব খাতির ছিল, লোকটাকে রেবেল ডাকত সবাই।'

'হাসকিন্স ইউনিয়ন-ব্লু জ্যাকেট গায়ে দিত?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ক্রুস।

'হ্যাঁ, অবসর সময়ে।'

'কনফেডারেট–কি নাম তার?'

বিভ্রান্ত মনে হলো অ্যাশলারকে। সামনে ঝুঁকে নামগুলো দেখল। 'ওয়েবস্টার,' জোরে জোরে পড়ল সে, 'হাসকিন্স, কনওয়ে, ও'ব্রিশ, অরশ্যাক–একে মনে আছে, বোধ হয় পোলিশ ছিল, নামটা একটু অদ্ভুত–হুম, ক্যাসিডি, স্কট–স্কট–মম–নাহ্ স্কট না–প্রেস্কট, হ্যাঁ! এবার মনে পড়েছে। হাসকিন্সের সঙ্গে খুব খাতির ছিল লোকটার। মাইকেল প্রেস্কট।'

'ও-ই রেবেল?' গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল ট্যানার।

'না, না। প্রেস্কট খুব তাগড়া স্বাস্থ্যের, ছ ফুটেরও বেশি লম্বা।'

'মাইকেলওলা,' আপনমনে বলল ক্রুস, চোখজোড়া চকচক করছে। 'মাইকেল প্রেস্কট।'

'ওকে মিকি ডাকত সবাই,' জানাল অ্যাশলার। আবার ভুরু কোঁচকাল সে, হঠাৎ খাতার দিকে তাকাল। 'রেবেল লোকটা আইরিশ নয়…দাঁড়াও, ওয়েবস্টার হতে পারে–আমার ধারণা…কনওয়ে আইরিশ। অরশ্যাক তো নয়ই। ক্যাসিডি, প্রেস্কট, স্কট–এরা সবাই আইরিশ। এই যে এটা কনফেডারেট! আমি শিওর। গ্রাবার। এবার মনে পড়েছে, ফ্রাঙ্ক গ্রাবার।'

'হাসকিন্স,' বলল ক্রুস, 'প্রেস্কট আর গ্রাবার। আরেকজন?'

আবার নামগুলো পড়ল অ্যাশলার। 'বাদ রইল কেবল মাস আর টিফোর্ড। মাস ওলন্দাজ। ওর কথা মনে আছে, হাসকিন্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব করার মত মানুষ নয়। টিফোর্ডকে ঠিক ধরতে পারছি না।'

'সেও তো হাসকিন্সের বন্ধু হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল ট্যানার।

'তা বলতে পারব না। হাসকিন্সকে খুব একটা পছন্দ করত না কেউ। লোকটা, আগেই বলেছি, গিরিঙ্গি টাইপের ছিল।' একটু ইতস্তত করল সে। 'বাকি একজন–আচ্ছা, সে-ও একই দিনে চাকরি ছেড়েছিল তো?'

ক্রুসের দিকে তাকাল ট্যানার। মাথা নাড়ল ক্রুস। 'জানি না। ওদের সম্পর্কে এসবের কিছুই জানা ছিল না আমার।'

হতাশ দেখাল ট্যানারকে। 'আগের দিনও চলে গিয়ে থাকতে পারে লোকটা, কিংবা পরের দিন। আবার সপ্তাহখানেক পরেও হতে পারে।' বইয়ের পাতা উল্টাতে উল্টাতে হঠাৎ প্রায় কঁকিয়ে উঠল সে। 'দেখ, ষোলজন বিদায় নিয়েছে এ-দিন।' অ্যাশলারের দিকে তাকিয়ে মাথা দোলাল। 'ঠিক আছে, যথেষ্ট সাহায্য করেছ তুমি।'

'ধন্যবাদ, স্যার, নতুন কিছু মনে পড়লে জানাব সঙ্গে সঙ্গে।'

বেন হাসকিন্স…মাইকেল প্রেস্কট…ফ্রাঙ্ক গ্রাবার!

সাত

ওমাহায় ঘোড়া বিক্রি করার আগে এরিক টম্পসনদের সঙ্গে দেখা করতে গেল ক্রুস শ্যাফটার, পেল না ওদের। এক জার্মান পরিবার বসবাস করছে ফার্মটায়। নতুন মালিক কোনও খোঁজ দিতে পারল না।

'পশ্চিমে জায়গার খোঁজে যাবে, শুধু এটুকু বলেছিল,' জানাল জার্মান মালিক।

ঘোড়ার সঙ্গে জ্যাকেটটাও বিক্রি করল ক্রুস। একেবারে হাত-পা-ঝাড়া হয়ে পশ্চিমের ট্রেনে চাপল ও। গায়ের বোতাম লাগানো কোটটা কোমরের বেল্টে গোঁজা রিভলভার আড়াল করে রেখেছে।

লোকজনে গিজগিজ করছে পুরো ট্রেন। অধিকাংশ যাত্রীই রেলরোড শ্রমিক, মাত্র আয়ারল্যান্ড থেকে এসেছে, অনেক আছে এরকম। ইউনিয়ন প্যাসিফিক কোম্পানির পূর্বাঞ্চলে আইরিশ শ্রমিকরা সংখ্যাগরিষ্ঠ।

খুব হৈ চৈ করছে লোকগুলো। ওরা কর্মঠ কিন্তু প্রচুর মদ পান করে। মারপিটেও ওস্তাদ।

অন্য ধরনের যাত্রীও আছে: নরম হাত আর ঠাণ্ডা চোখের লোক–অন্যের পরিশ্রমের ফল ভোগ করে এরা; আছে নানা ধরনের মেয়ে। সবাই অবিরাম কথা বলে চলেছে। একা বসে আছে ক্রুস শ্যাফটার, নিরাসক্ত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে বাইরে। ট্র্যাকের পঞ্চাশ ফুট দূরে এক নিঃসঙ্গ ইণ্ডিয়ান তার পনির ওপর বসে বিদ্বেষ মেশানো দৃষ্টিতে দেখছে ট্রেনটাকে, তাকে দেখল না ক্রুস।

এগিয়ে চলল ট্রেন, মাঝে মাঝে ছোটখাট স্টেশনে থামছে। একবার নীল

ইউনিফর্ম পরা ক্যাভালরির একটা দলকে তোলার জন্যে থামল ওটা। অকস্মাৎ মারপিট শুরু করে দিল দুজন আইরিশ, কন্ডাক্টর এসে বিরত করল ওদের। পাঁচ ঘণ্টা একটানা চলার পর তিনবার বাঁশি বাজাল এঞ্জিন, ট্রেনের গতি কমতে শুরু করল। যার যার মালপত্র গোছানো আরম্ভ করল যাত্রীরা। মাত্র দুসপ্তাহ আগে এই কন্সট্রাকশন ক্যাম্প থেকে ঘুরে গেছে ক্রস। রেলহেড এখান থেকে আরও বার মাইল, কিন্তু ট্রেনে আর যাওয়া সম্ভব নয়। ঠেলাঠেলি করে নামা শুরু করল সবাই ট্রেন থামামাত্র, হুলুস্থুল ব্যাপার। প্ল্যাটফর্মেরও একই অবস্থা।

সব শেষে নামল ক্রস শ্যাফটার। ভিড় ঠেলে কানিংহাম আর সাইলাসের তাঁবুতে চলে এল সে। ভেতরে ঢুকতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল, দশ-এগার বছর বয়সের হালকা পাতলা একটা মেয়ে টাইমকিপারের কাগজপত্র ঘাঁটছে, আর কেউ নেই।

'বোধ হয় ভুল করেছি,' বিড়বিড় করল ক্রস।

সাগ্রহে ওর দিকে তাকাল মেয়েটা। 'বাবাকে খুঁজছ?'

'মিস্টার কানিংহাম তোমার বাবা?'

'না, না! আমার বাবার নাম সাইলাস। আমি শ্যারন। তোমার নাম?'

'ক্রস,' কথা শুরু করেও নিজেকে সামলে নিল শ্যাফটার। 'মিস্টার কানিংহাম এখন থাকে না এখানে?'

'কেন থাকবে না। বাবাও থাকে। বাবা এখনও ফেরে নি, আমি বাবার জন্যে বসে আছি।'

'ঠিক আছে, পরেই না হয় আসব আমি।'

'এত তাড়া কিসের। এখুনি এসে যাবে মিস্টার কানিংহাম।' মাথা হেলিয়ে একদিকে ইঙ্গিত করল শ্যারন। 'তোমার বাবা কী কাজ করে এখানে?'

'কিছু না। মানে এখানে নেই।'

'এখানে কে আছে তাহলে। একা একা এসেছ, বোলো না আবার! ও কথা বিশ্বাস করব, অতটা ছোট নেই আর আমি।' চেহারা গম্ভীর করে ফেলল মেয়েটা, যেন বড় হয়েছে বোঝানর চেষ্টা করছে। 'বলো দেখি, আমার বয়স কত?'

'কী জানি-দশ?'

চেঁচিয়ে আপত্তি জানাল স্যারন সাইলাস। 'দশ! কী যে বল না। আমার বয়স বার, মানে, আর সাত-আট মাস বাকি আছে আরকী! তুমি কিন্তু বেশি বড় নও, ক্রস।'

'আমি অনেক বড়,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল ক্রস।

'তোমার বয়স কত?'

এমন সময় তাঁবুতে ঢুকল কানিংহাম, ক্রসকে দেখে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল। 'তুমি ফিরেছ?'

'হ্যাঁ, মিস্টার কানিংহাম।'

আড়চোখে শ্যারনের দিকে তাকিয়ে ভুরু কোঁচকাল কানিংহাম। 'শ্যারন, মামণি, একটু বাইরে যাবে-?'

উঠে দাঁড়াল মেয়েটা। 'আমি জানি কখন আমাকে বেরিয়ে যেতে হয়!' বলে গটগট করে বেরিয়ে গেল সে।

'সাইলাস পরিবার নিয়ে এসেছে,' জানাল কানিংহাম, আবার ভুরু কোঁচকাল সে। 'ওমাহায় গিয়েছিলে?'

'হ্যাঁ, মিস্টার টানারের কাছে তোমার চিঠির খবর শুনলাম।'

'আমি যা যা লিখেছি বলেছে নাকি সব? মানে, তোমার বাবা-মায়ের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম আমি-'

দ্রুত বাধা দিল ক্রস। 'আমার একটা চাকরি দরকার, মিস্টার কানিংহাম।'

বিস্মিত হলো কানিংহাম। 'তোমার মুখে একথা শোনার আশা করি নি। মত পাল্টেছ মনে হয়?'

'রেলরোডে একটা চাকরি চাই আমার,' আবার বলল ক্রস।

'চাকরির অভাব হবে না। তোমার বয়স তো ষোল-সতরই বলা যায়।'

'যে কোনও কাজই হোক, কিছু আসে যায় না, পারব আমি।'

'মজুরির দিকটা তো দেখতে হবে। ট্র্যাক-লেয়ারদের মজুরি দৈনিক দুই ডলার। স্পাইকারদের-নাহ্, ওটা আইরিশদের কাজ, সারাদিনই স্লেজহ্যামার চালাতে পারে ওরা। যাই হোক, বেতনের খাতায় তোমার নাম লিখিয়ে দিচ্ছি আমি, সন্ধ্যায় ক্লিভারের সঙ্গে কথা বলব। গ্রেডারদের চার্জে আছে সে। ঘোড়ার কাজ জান, বোধ হয়?'

'ফার্মেই বড় হয়েছি আমি।'

'চমৎকার। তাহলে ঘোড়ার দেখাশোনা করতে পারবে তুমি। আশা করি কোনও ঝামেলা ছাড়াই কাজ চালিয়ে নিতে পারবে। মজুরি একই-দৈনিক দুই ডলার। সকাল সাতটা থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত কাজ। মাসখানেকের মধ্যেই অবশ্য সন্ধ্যার আগেই হারিকেন জ্বালাতে হবে।'

বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল। তাঁবুতে এল সাইলাস। ক্রসকে দেখে বিস্মিত হলো না সে, নির্লিপ্ত চেহারায় মাথা দোলাল। 'হ্যালো, ক্রস, কী খবর?'

'ভালো।'

'এইমাত্র ওকে চাকরিতে নিয়ে নিলাম,' বলল কানিংহাম।

'বেশ।'

'আধঘণ্টার মধ্যেই সাপার তৈরি হয়ে যাবে, ক্রস,' বলল কানিংহাম। 'খেয়ে দেয়ে এস আবার, একটা তাঁবুতে তোমার থাকার ব্যবস্থা করে দেব।'

মাথা দুলিয়ে বেড়িয়ে এল ক্রস।

সাইলাসের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল কানিংহাম। মাথা নাড়ল সাইলাস। 'আমি আসার সময় শ্যারনের সঙ্গে দেখা, ও-ই বলল ক্রস নামে একটা ছেলের সঙ্গে নাকি পরিচয় হয়েছে ওর।' ভুরু কোঁচকাল সে। 'ওমাহা থেকে কি জেনে এসেছে কে জানে!'

'জিজ্ঞেস করি নি আমি,' বলল কানিংহাম।

'চাকরির জন্যে এসেছে, অন্তুত মনে হচ্ছে আমার।'

'এখানে হাসকিন্স বলে কেউ নেই, খোঁজ নিয়েছি আমি। আমাদের হাসকিন্সের সঙ্গে এই ছেলের কোনও বিরোধ নেই।'

'তা না থাকতে পারে। আমি অবশ্য নামের ওপর খুব একটা জোর দিচ্ছি না। যারা ওর বাবা-মাকে মেরেছে, নিঃসন্দেহে এরই মধ্যে নাম পাল্টে ফেলেছে তারা। এখন হয়তো ওদের কারও নাম স্মিথ, কারও জোন্স-'

'কিংবা কানিংহাম!'

'বাজে বোকো না!' তাঁবুর দরজার দিকে তাকাল সাইলাস। 'শ্যারন যেন ছেলেটার থেকে দূরে থাকে সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে।'

আট

নভেম্বর আসতেই তুষারে ভিজে নরম হতে লাগল মাটি, তবু বিশ তারিখ পর্যন্ত চলল কাজ। শেষে তুষারে ট্র্যাক-লেয়িং ক্যাম্প অচল হয়ে পড়ায় কাজ বন্ধ করতে হলো। অনেক শ্রমিক পুবে চলে গেল, নতুন কাজের খোঁজে; বেশির ভাগ গেল ওমাহায়; আশপাশের গ্রামে গেল কেউ কেউ; নগণ্য কয়েকজন গেল পশ্চিমে।

নর্থ প্ল্যাটের বিশ মাইলের মধ্যে রেললাইন নেই, তবে এখানে একটা কন্সট্রাকশন ক্যাম্প বসিয়েছে কোম্পানি; নানান জায়গা থেকে রেলটাই আমদানি করা হয়েছে; বিপুল পরিমাণ রসদপত্র, তাঁবু, শেড ইত্যাদি জায়গায় মজুত করা হয়েছে। শ্রমিকদের জন্যে তৈরি হয়েছে একটা নড়বড়ে বোর্ডিংহাউস। লোকজনে গিজগিজ করছে ওটা—অবশ্য তাদের সবাই রেলরোড শ্রমিক নয়।

তুষারের তাণ্ডব শুরুর সঙ্গে সঙ্গে রেলহেডের স্যালুনগুলো উধাও হয়ে গেছে, নর্থ প্ল্যাটে গজিয়ে উঠেছে আবার। কাঠের দালানে স্থান করে নিয়েছে কয়েকটা; কেউ আবার তাঁবুর ক্যানভাসের দেয়াল বাঁচাতে মানুষ-সমান উঁচু বোর্ড দাঁড় করিয়ে নিয়েছে। শীতকালেও মোটামুটি কাজ চলল এখানে। তবে ইউনিয়ন প্যাসিফিক আর্থ-রাজনৈতিক ঝামেলায় পড়ে গেল, আর্থিক কেলেঙ্কারির ঘটনায় কেঁপে উঠল ওয়াশিংটন, কংগ্রেস সদস্যদের নামে ঘুষ নেয়ার অভিযোগ উঠল। আরেকটা সমস্যা হলো পশ্চিম উপকূল থেকে দ্রুত এগিয়ে আসা প্রতিদ্বন্দ্বী সেন্ট্রাল প্যাসিফিক রেলওয়ে; ওটা পর্বতমালা পার হলেই খতম হয়ে যাবে 'ইউ.পি.'।

সাধারণ শ্রমিকরা এসবের ধার না ধারলেও উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ল নেতাগোছের শ্রমিকরা, অবশ্য সমস্যা সম্পর্কে পরিষ্কার ধারণা পেল না নর্থ প্ল্যাটের কেউই। এসবের কিছুই জানে না ক্রস শ্যাফটার। নর্থ প্ল্যাটেই রয়েছে ও। এটুকু জানে পশ্চিমের উন্নয়নের জন্যে রেলরোড নির্মাণ অপরিহার্য এবং পশ্চিমের সবাই হাজির হবে এখানে।

হাসকিন্স…প্রেস্কট…গ্রাবার…আর বাকি লোকটা…আগে ইউ.পি.তে চাকরি করে গেছে, টাকা ফুরিয়ে গেলে হয়তো আবার আসবে। কাজ করার ইচ্ছা না থাকলেও জুয়াড়ি, স্যালুনকিপার, নানান ধরনের আউট-ল সবাই হাজির হচ্ছে রেলরোডের আশপাশে। খুনীরাও। আগে কিংবা পরে সদলে আসবেই হাসকিন্স।

আগে কিংবা পরে, ওদের নাগাল পাবে ক্রস।

পুরো শীত অপেক্ষায় কাটিয়ে দিল ও। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটল বোর্ডিং হাউসের চুলোর পাশে, বারবার খোঁজ নিল স্যালুন আর স্টোরগুলোয়। হাতের টাকা যখন ফুরিয়ে গেল ফেডার্সনের স্যালুনে চাকরি নিল সে। কৃষ্ণাঙ্গ স্যালুন-কিপার সানন্দে কাজ দিল ওকে।

এখানেই কেভিন উইলিসের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হলো ক্রসের। একহারা গড়নের মানুষ উইলিস, চোখজোড়া ছোট ছোট। বয়স পঁচিশ থেকে তিরিশের মধ্যে। পরনে পুরনো ওভারকোট, পরতে পরতে জীর্ণ হয়ে গেছে ট্রাউজার্স আর জ্যাকেট। কোমরে ঝোলানো হোলস্টারের রিভলভারের ডগাটা রহাইড-থং দিয়ে উরুর সঙ্গে বেঁধে রেখেছে। একটা রিপিটিং উইনচেস্টার রাইফেলও ছিল তার, কিন্তু এখানে আসার দশ মিনিটের মধ্যে ফেডার্সনের বারটেন্ডারের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে সে ওটা, তারপর ইউনিয়ন প্যাসিফিকের কাছে অর্ধেক দামে বিক্রি করেছে তার ঘোড়া—এখানে ইউ.পি.-ই একমাত্র ঘোড়াক্রেতা; প্রচুর ঘোড়া আছে কোম্পানির, তাছাড়া বাইরের কারও কাছে খড় কিংবা দানাপানি বিক্রি করে না তারা।

ঘোড়া বিক্রি করার পর ফেডার্সনের স্যালুনে এল কেভিন উইলিস, একটা ড্রিঙ্ক নিয়ে গ্লাস হাতে আধঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে রইল বারে। অবশেষে বারের ওপাশে এসে দাঁড়াল ফেডার্সন।

'পশ্চিমে তুষারপাতের কী অবস্থা?' জানতে চাইল সে।

'এরকমই!' সংক্ষেপে জবাব দিল উইলিস।

'অনেক দূর থেকে আসছ?' আবার জানতে চাইল ফেডার্সন।

হুইস্কি শেষ করে গ্লাসটা বারে নামিয়ে রাখল উইলিস। 'আমার নাম,' বলল সে, 'কেভিন উইলিস। কয়েকদিন নর্থ প্ল্যাটে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

হাসল ফেডার্সন। 'প্রশ্নের জবাব দিতে চাও না?'

কাঁধ ঝাঁকাল উইলিস। 'মাঝে মাঝে পোকার খেলতে আপত্তি নেই আমার, যদি খেলার মতো খেলা হয়।'

'একেবারে কম কথার মানুষ, অ্যাঁ? ঠিক আছে, মিস্টার উইলিস, এখানে কোনও অসুবিধা হবে না তোমার।'

কিন্তু দুদিন পরই কেভিন উইলিসের জন্যে একটা ছোট অসুবিধা দেখা দিল। দৈনিক দু গ্লাসের বেশি ড্রিঙ্ক করার অভ্যাস ওর নেই, তাস খেলার সময় মোটেই খায় না। কিন্তু অন্যদের তো মানা করা যায় না। নর্থ প্ল্যাটে এখন হুইস্কির বন্যা বইছে, সবার হাতে অখণ্ড অবসর।

একটা টেবিলে পোকার খেলছিল কেভিন উইলিস. এক আইরিশ বেল হুমকি গিয়ে যোগ দিল খেলায় এবং শুরু থেকেই হারতে শুরু করল। যতবার হারছে ততবার ড্রিঙ্কের ফরমাশ দিচ্ছে সে. শেষে পুরো একটা গ্লাস টেবিলে উল্টে দিল সে। সঙ্গে সঙ্গে জেতা সব টাকা গুছিয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল উইলিস।

'আর খেলব না আমি,' বলল সে।

খেপে বোম হয়ে গেল মাতাল ট্র্যাক লেয়ার। 'খেলব না মানে! জেতার পর কেটে পড়তে চাও। অবশ্য তোমার মতো সন্তাদরের জুয়াড়ির কাছ থেকে আর কি-বা আশা করা যায়!'

ঠোঁট বেঁকে গেল উইলিসের, টেবিল ছেড়ে সরে এল সে। নিজের চেয়ারটা এক ধাক্কায় ফেলে উঠে দাঁড়াল আইরিশ। 'দাঁড়াও! ব্যাটা জোচ্চর!' চিৎকার ছাড়ল সে। উবু হয়ে তুলে নিল চেয়ারটা। 'জবাব না দিয়ে যাচ্ছ কোথায়?'

বলেই চেয়ারটা উইলিসের মাথা বরাবর ছুঁড়ে মারল সে। কিন্তু লাগল না। উইলিসের অন্তত ছয় ফুট দূর দিয়ে উড়ে গিয়ে একটা টেবিলের উপর পড়ল চেয়ারটা। সালুনের একজন নিয়মিত জুয়াড়ি চোট পেল।

লহমায় পাঁই করে ঘুরল উইলিস। দু কদম পিছিয়ে এল দ্রুত, নিমেষে কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই ডান হাতে ধাঁই করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল আইরিশের চোয়ালে। বিনা বাক্যব্যয়ে জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়ল লোকটা। তার বন্ধুদের ইঙ্গিত করল উইলিস। 'বিছানায় নিয়ে শুইয়ে দাও ওকে!'

এবার দীর্ঘদেহী জুয়াড়ির দিকে তাকাল সে। পিস্তল বের করে ফেলেছে লোকটা। 'ব্যাটাকে বাঁচিয়ে দিলে তুমি!' ঝাঁঝাল কণ্ঠে বলল সে।

কামরার একপাশে একটা ঝাড়ু হাতে কেভিন উইলিসের দিকে তাকিয়ে রইল ক্রুস শ্যাফটার, চিন্তিত চেহারা। স্যালুন থেকে বেরিয়ে গেল উইলিস।

ক্রুসের পাশে এসে দাঁড়াল ফেডার্সন। 'আজ থেকে বার বছর পরের তোমাকে দেখলে!'

নির্লিপ্ত চেহারায় তাকাল ওর দিকে ক্রুস, বুঝতে পেরে সে আবার বলল, 'তোমার সম্পর্কে সব জানি, ক্রুস!' হাসল সে। 'সেরাতে ঘরের দরজা বন্ধ করতে মনে ছিল না তোমার। রিভলভার হাতে তোমাকে অনুশীলন করতে দেখেছি। ভালোই। তবে একটা হোলস্টার কেনা উচিত তোমার। উইলিসের মতো বেঁধে রাখবে। সত্যিকারের গানফাইটার তাই করে!'

জবাব না দিয়ে ফের ঝাড়ু দিতে শুরু করল ক্রুস। মিনিটখানেক ওকে জরিপ করল ফেডার্সন, তারপর মাথা নাড়ল আপনমনে।

পরদিন প্রথমবারের মতো কেভিন উইলিসের সঙ্গে আলাপ হলো ক্রুসের। একটা টেবিলে বসে সলিটেয়ার খেলছিল উইলিস। সকালের কাজ শেষ করে তার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল ক্রুস। মাথা তুলে তাকাল উইলিস। 'বসো, ক্রুস।'

একটু ইতস্তত করে উইলিসের সামনের টেবিলে বসল ক্রুস শ্যাফটার।

'কী ব্যাপার?' জানতে চাইল গানফাইটার।

'একটা কথা ছিল তোমার সঙ্গে, মিস্টার উইলিস।'

'বল।'

'ইয়ে-' আবার ইতস্তত করল ক্রুস, তারপর সব দ্বিধা ঝেড়ে ফেলে জানতে চাইল, 'তুমি কি আসলেই গানফাইটার?'

তাস ওল্টাল উইলিস, তারপর ক্রুসের দিকে তাকিয়ে বলল, 'কেউ পাঠিয়েছে তোমাকে?'

'না!' চট করে জবাব দিল ক্রুস। 'বিশেষ প্রয়োজনে জানতে চাইছি।'

'এভাবে প্রশ্ন করতে হয় না,' বলল উইলিস, 'তবু জবাব দিচ্ছি। না, আমি গানফাইটার নই।' এক মুহূর্ত চুপ থাকল সে। 'পিস্তল চালাতে জানি না, একথা বলব না, জানি-ব্যবহার করিও।' আবার থামল সে, তারপর আস্তে করে বলল, 'সল্ট রিভারের ঘটনাটা আমি জানি, ক্রুস।'

কুণ্ঠিত চেহারা করে ক্রুস বলল, 'ভেবেছিলাম তোমার কাছ থেকে কিছু শেখা যাবে। গানফাইটিং নিয়ে কারও সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয় নি কিনা!'

স্বাভাবিকের চেয়ে আরও খানিকটা ছোট হয়ে গেল উইলিসের চোখজোড়া, এক মুহূর্ত, তাসের দিকে মন দিল আবার। বেশ কয়েকবার তাস ওল্টাল। চেয়ার ঠেলে উঠে দাঁড়াল ক্রুস। এবার শান্ত কণ্ঠে উইলিস বলল, 'ঘণ্টাখানেক পর তোমার রিভলভার নিয়ে এস আমার কামরায়।'

কোম্পানির বোর্ডিংহাউসে একটা কামরা ভাড়া নিয়েছে কেভিন উইলিস। এক ঘণ্টা পর কামরার দরজায় টোকা দিল ক্রুস শ্যাফটার। দরজা খুলল উইলিস। 'এস।' বলল সে। শুধু শার্ট পরে আছে উইলিস, কিন্তু পিস্তল কাছছাড়া করে নি, যথারীতি উরুর সঙ্গে বাঁধা। ভেতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ক্রুস। কোটের বোতাম খুলে কোমরের বেল্ট থেকে কোল্টটা বের করে আনল।

'হোলস্টার নেই?' জানতে চাইল উইলিস।

'এটা যখন কিনি তখন হোলস্টার কেনার সাধ্য ছিল না আমার।'

রিভলভারটা নিয়ে সিলিন্ডার খুলল উইলিস, চেম্বার খালি নিশ্চিত হয়ে কক করল। বিস্ময়ের সঙ্গে ক্রুসের দিকে তাকাল এবার। 'ফাইল করেছ?' আলগোছে ট্রিগার স্পর্শ করল সে, হ্যামার যথাস্থানে আঘাত হানলে মাথা দোলাল সন্তুষ্টির সঙ্গে।

'ঠিকই আছে,' ক্রুসকে ওটা ফিরিয়ে দিয়ে বলল উইলিস। 'ড্র কর তো দেখি।'

বেল্টে রিভলভারটা গুঁজল ক্রুস, তারপর দুপাশে ছেড়ে দিল হাতদুটো।

'এবার!' বলল উইলিস।

চোখের পলকে রিভলভার উঠে এল ক্রুসের থাবায়, হ্যামার কক করল ও, টান দিল ট্রিগার। উইলিসের কোঁচকান চোখ কিঞ্চিৎ বিস্ফারিত হলো। 'আরেকবার।'

ফের ড্র করল ক্রুস শ্যাফটার। আরও কয়েকবার। এবার কটে গিয়ে বসল উইলিস।

'অনেক প্র্যাকটিস করেছ বুঝতে পারছি,' বলল সে।

'রোজ-কমপক্ষে একঘণ্টা-কখনও আরও বেশি।'

'কেন, ক্রুস?'

মাথা নাড়ল ক্রুস। 'এছাড়া উপায় নেই।'

'তোমার বয়স কত?'

'মাসখানেক পর সতের পুরবে।'

'এবং এরই মধ্যে একজনকে মেরেছ!'

আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্রুস। 'ভেবেছিলাম তুমি বুঝবে ব্যাপারটা।'

'দাঁড়াও, ক্রুস। তোমার সঙ্গে কথা আছে। উপদেশ দেব না আমি, সে যোগ্যতা আমার নেইও। জীবনে প্রচুর মৃত্যু আর রক্তপাত দেখেছি আমি। তোমার চেয়ে অনেক ছোট থাকতে পিস্তল চালানো শিখেছিলাম আমি। মিসৌরির ক্লে কাউন্টিতে বড় হয়েছি। আজ থেকে বার বছর আগে, পঞ্চান্ন সনে ক্যান্সাস জে-হকার্সরা আমার বাবা মাকে হত্যা করে। যুদ্ধের সময় কোয়ান্ট্রিল বাহিনীতে ছিলাম, তোমার চেয়ে ছোট ছেলেরাও ছিল ওখানে।' ম্লান হাসি ফুটে উঠল তার ঠোঁটে। 'আমাকে সবাই এখন গানফাইটার হিসাবে জানে। শোন, তাহলে, প্যান্টের বেল্টে রিভলভার গুঁজে ঘুরে বেড়ায় এমন গানফাইটার আর দেখি নি আমি। এখন, এই মুহূর্তে, অনায়াসে আমাকে হত্যা করতে পারবে তুমি। হোলস্টার থেকে পিস্তল বের করার ফুরসতই পাব না আমি।'

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উইলিসের দিকে তাকাল ক্রুস। 'সত্যি বলছ?'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল উইলিস। 'গুলি ছোঁড়ার অনুশীলন কতটা করেছ জানি না, তবু বলব এই মুহূর্তে ক্লোজ রেঞ্জে তোমার মোকাবিলা করার সাধ্য কারও হবে না!'

নয়

মধ্য মার্চে নর্থ প্ল্যাটে ওয়্যাগনের আগমন শুরু হলো আবার, অবশ্য এখনও দু ফুট গভীর তুষারে ঢেকে আছে চারদিক। টাই, রেল, স্পাইক এবং মানুষ আর ঘোড়ার খাবার নিয়ে এল ওয়্যাগন; আরও এল স্ক্র্যাপার, হ্যান্ডকার, গানপাউডার, সিমেন্ট আর ইস্পাত-সেতু নির্মাণের জন্যে।

হিউ সাইলাস এল প্রথম দলের সঙ্গে। দু-একবার তার সঙ্গে দেখা হলো ক্রুসের, কিন্তু ওকে না চেনার ভান করল সাইলাস, অবশ্য খুচরো আলাপের সময়ও তার নেই। এটা ১৮৬৭ সাল, এ-বছরে ইউ.পি.-র মূল উদ্দেশ্য সেকশনগুলোয় রোড বেড নির্মাণ আর ট্র্যাক বসানো। কিন্তু এ কাজের জন্যে এক জায়গায় এক সঙ্গে বেশি লোক নিয়োগ সম্ভব নয়। একেকবারে মাত্র একটা টাই, রেল আর স্পাইক বসানো যায়, তারপর আরেকটা। সময়ের ব্যাপারটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে দশ, বিশ আর পঞ্চাশ মাইলের সেকশনগুলোয় আলাদা করে নির্মাণ কাজ চালানো হবে, পরে ওগুলো সংযুক্ত করা হবে। সাইলাসের বর্তমান দায়িত্ব নর্থ প্ল্যাটের নির্মাণ কাজ শেষ করে আরও একশো মাইল অগ্রসর হওয়া। তারপর আরও তিনটা আলাদা আলাদা সেকশনে ট্র্যাক বসানোর দায়িত্ব পাবে সে। এঞ্জিনিয়ার হিসাবে তার দায়িত্ব যেমন বেড়েছে, তেমনি পদোন্নতিও হয়েছে। অল্প ক'দিন নর্থ প্ল্যাটে থাকল সাইলাস, তারপর সারভেয়ার আর এঞ্জিনিয়ারদের একটা পাইওনিয়ার টিমের সঙ্গে চলে গেল সামনে। এর ক'দিন পরে এল কানিংহাম। বিভিন্ন সেকশনে পাঠানোর জন্যে শ্রমিক যোগাড়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল সে।

ওর সামনে হাজির হলে উষ্ণ অভ্যর্থনা পেল ক্রুস শ্যাফটার। 'শীতকালে তোমার কথা ভাবছিলাম আমি, ক্রুস। তুমি তো বোধ হয় এবার আঠার বছর পার করে দিয়েছ!' ক্রুসের বয়স সতের, জানে সে, কিন্তু ওকে মোটা মজুরি পাইয়ে দিতে ছিষট্টি সালে ওর বয়স বাড়িয়ে ধরেছিল কানিংহাম, এখন সেটাকেই সত্যি ধরে বসে আছে। 'কয়েক ইঞ্চি লম্বাও হয়েছ দেখছি, স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো হয়েছে। আমাদের অবশ্য স্বাস্থ্যবান লোকের অভাব নেই। এখন দরকার পিস্তলে চালু হাত।' একটু ইতস্তত করল সে, তারপর আবার বলল, 'কিন্তু শ্বেতাঙ্গ দুষ্কৃতকারী, টাকার জন্যে যারা আপন দাদীকেও মারতে পারে, তারা শীতকালে ইন্ডিয়ানদের কাছে প্রচুর অস্ত্র বিক্রি করেছে। এবার গ্রীষ্মে যা গোলমাল হবে তার তুলনায় গতবারের ঝামেলাকে মনে হবে ছেলেখেলা। আমরা বিশ্বস্ত সূত্রে জানতে পেরেছি ওগালালা সিউ ইন্ডিয়ানদের হাতে নাকি এখন চারশো রিপিটিং উইনচেস্টার জমেছে, অন্যান্য অস্ত্র তো রয়েইছে। মাসখানেকের মধ্যেই ওগালালার ওদিকে কাজ শুরু হবে আমাদের। হারামিগুলোর জন্যে এবার প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হবে আমাদের। আমাদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর সদস্যরা থাকবে বটে, তবু নিজস্ব জনাকয়েক ভালো লোক পাঠাতে চাইছি যারা অস্ত্র চালানোর কায়দা কৌশল জানে।'

'ইন্ডিয়ানদের কাছে অস্ত্র বিক্রি করছে কারা?' জানতে চাইল ক্রুস, 'জেনেছ কীভাবে?'

'ইন্ডিয়ানদের মাঝে আমাদের বন্ধু আছে, তাছাড়া স্কাউট আর মিলিটারি রিপোর্টও পেয়েছি।' চট করে ক্রুসের দিকে তাকাল কানিংহাম। 'কী, ক্রুস, কী ভাবছ?'

'পুরো শীতকাল নর্থ প্ল্যাটে ছিলাম আমি,' জবাব দিল ক্রুস, 'একবারও হাসকিন্স প্রেস্কট কিংবা গ্রাবারের নাম আমার কানে আসে নি।'

চেঁচিয়ে উঠল কানিংহাম। 'আমি তো ভেবেছিলাম এদ্দিনে ওসব ভুলে গেছ তুমি!' মাথা নাড়ল সে। 'তোমাকে স্কাউট হিসাবে পাঠানোর কথা ভাবছিলাম, কিন্তু তুমি দেখছি এখনও প্রতিশোধ নেয়ার কথাই চিন্তা করছ-'

'আমি যাব!'

একটু ইতস্তত করে কাঁধ ঝাঁকাল কানিংহাম। 'ঠিক আছে, ক্রস। তোমাকে একটা সুযোগ দিচ্ছি আমি। ধর–' একটুকরো কাগজে কী যেন লিখল সে– 'এটা নিয়ে সাপ্লাই ডিপোতে গেলেই একটা রাইফেল আর ব্ল্যাঙ্কেট দেবে, ওগুলো নিয়ে তারপর আস্তাবল থেকে একটা ঘোড়া বেছে নিও।'

আধ ঘণ্টা পর কেবিন উইলিসের দরজায় টোকা দিল ক্রস। কোনও সাড়া নেই। কয়েক ইঞ্চি ফাঁক হয়ে আছে কবাট, লক্ষ করল সে। উঁকি দিতেই দেখতে পেল উইলিসের জিনিসপত্র উধাও হয়েছে।

সালুনে এসে ফেডার্সনের অফিসে তার সঙ্গে দেখা করল ক্রস। 'রেলরোডের কাজ পেয়েছি আমি।'

শ্বাস ফেলল ফেডার্সন। 'যা ভেবেছি! ঠিক আছে, গুড লাক, ক্রস।'

মাথা দোলাল ক্রস। 'কেভিনকে দেখেছ?'

'ও চলে গেছে।'

'কখন গেল?' চড়া গলায় জিজ্ঞেস করল ক্রস।

'সকালে। কেন, তোমাকে বলে নি?'

মাথা নাড়ল ক্রস। 'কোথায় যাচ্ছে বলে নি?'

'তোমার মতোই কম কথার মানুষ সে।' কাঁধ ঝাঁকাল ফেডার্সন। 'ওগালালা কিংবা জুলসবার্গ গেছে সম্ভবত। মাস কয়েকের মধ্যেই ওদিকে যাবার কথা চিন্তা করছি।' হাসল সে। 'রেললাইনের সঙ্গেই বাঁধা আমাদের কপাল।'

দিনের শেষে এক শ্রমিক এসে বলল কানিংহাম ডাকছে ক্রসকে। টাইমকিপারের অফিসে এল ক্রস শ্যাফটার। 'জিনিসপত্র পেয়েছ?' ক্রস মাথা ঝাঁকালে কানিংহাম আবার বলল, 'ভালো। সকালে পশ্চিমে যাচ্ছে একটা ওয়্যাগন ট্রেন। এঞ্জিনিয়ার পরিবার-পরিজন আর চার ওয়্যাগন মালপত্র পাঠানো হচ্ছে। এই মুহূর্তে ধারে কাছে কোনও সৈন্য নেই, তাই কয়েকজন স্কাউট পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছি। মাত্র তিন দিনের পথ। তবু আমাদের সতর্ক থাকা দরকার। সকালে রওনা দিতে হবে তোমাকে, তবু এখনই বরং–দাঁড়াও, দেখি–মেরি জ্যাক, উঁহু না, জ্যাক মেরি। ওর কাছে রিপোর্ট কর, চার্জে থাকছে সে।'

আস্তাবলের পাশের করালে জ্যাক মেরিকে পেল ক্রস। শেরম্যানের অধীনে সার্জেন্ট ছিল লোকটা। 'আর লোক পেল না!' ওর দিকে তাকিয়ে বলল সে। 'তুমি তো দুগ্ধপোষ্য শিশু!'

'আমার কাজ ঠিকই পারব,' কাটা জবাব দিল ক্রস।

'ঠিক হ্যায়,' ধূর্ত হেসে বলল জ্যাক মেরি। 'অল্প বয়সে সবারই তেজ একটু বেশি থাকে। খুব ভালো। আটলান্টার যুদ্ধের পর অনেকদিন কাউকে ঝাড়ি দেয়া হয় নি। তোমার মতো ফাজিলগুলো এতদিনে হয় পটল তুলেছে কিংবা সার্জেন্টের মুখের ওপর কথা বলার সাহস হারিয়ে ফেলেছে।' ক্রসের পিঠে চাপড় দিল সে। 'রাতটা এখানেই কাটাও। খুব ভোরে রওনা দেব আমরা।'

অন্ধকার নামার পর ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে করালে চলে এল ক্রস, কিন্তু গভীর রাত পর্যন্ত ঘুমোতে পারল না। আস্তাবল আর করালে অবিরাম শব্দ করছে ঘোড়াগুলো। প্রস্তুত করা হচ্ছে ওয়্যাগনগুলো, ক্যাচ-ক্যাচ শব্দ উঠছে। চেঁচামেচি আর খিস্তি করছে টিমস্টাররা।

অন্ধকার থাকতে থাকতে ব্ল্যাঙ্কেট ভাঁজ করে নিল ক্রস, স্যাডল চাপাল ঘোড়ার পিঠে। ইতিমধ্যে বেশ ক'টা আগুন জ্বালানো হয়েছে। সেগুলোর একটার দিকে এগিয়ে গেল, একটা কফির মগ নিল।

ওয়্যাগনগুলোর পাশ ঘেঁষে দৌড়ে এল জ্যাক মেরি। 'জলদি কর। এখুনি বেরিয়ে পড়তে হবে!' চিৎকার করে বলল সে।

করালের আশপাশে শোরগোল উঠল। চলতে শুরু করল ওয়্যাগন ট্রেন। আধ ঘণ্টার মধ্যে শেষ ওয়্যাগনটাও ছেড়ে এল নর্থ প্ল্যাট। সামনের দিকে ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে ক্রস, ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল সে। প্রায় বারটা ওয়্যাগনের ট্রেন, কয়েকটা ওয়্যাগন যন্ত্রপাতি আর রসদ বইছে, ইউ.পি. টিমস্টাররা চালাচ্ছে ওগুলো; পেছনে আসছে প্যাসেঞ্জার-ওয়্যাগন–মহিলা আর শিশুরা যাচ্ছে ওগুলোয়, পরিবার প্রধানের সঙ্গে মিলিত হতে যাচ্ছে তারা। কোম্পানি ওয়্যাগন ড্রাইভার টিমস্টার আর ক্রস ছাড়াও আরও পাঁচজন সশস্ত্র রাইডার রয়েছে বহরে, বলাবাহুল্য ওয়্যাগন ট্রেনের ফাইটিং এস্কর্ট ওরা।

ট্রেনের বেশ কয়েক গজ সামনে বিশাল একটা বে-র পিঠে চলছে জ্যাক মেরি। নর্থ প্ল্যাট ছাড়ার আধ ঘণ্টা পর এক পাশে সরে ঘোড়া থামাল সে, বাকিরা ওর সঙ্গে যোগ না দেয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে লাগল। তার চারপাশে সবাই সমবেত হলে সে বলল, 'আমি এই ট্রেনের কমান্ডে রয়েছি। আমি চাই সবকিছু আমি আউটফিটের কায়দায় চলবে। বৈরী এলাকায় রয়েছি আমরা এবং এরকম জায়গায় টিকে থাকার এটাই একমাত্র উপায়।' একজন রাইডারকে ইশারা করল জ্যাক। 'তুমি পয়েন্ট রাইডারের দায়িত্ব পালন করবে। ওয়্যাগন ট্রেন থেকে আধ মাইল সামনে থেকে এগোবে, প্রত্যেকটা মুহূর্ত খোলা রাখবে চোখ কান। তুমি–' আরেকজনের উদ্দেশে বলল সে–'আউটফিট আর ওর মাঝামাঝি থাকবে।' এভাবে একজন ডানপাশে আর একজনকে পেছনে অবস্থান নেয়ার নির্দেশ দিয়ে ক্রসের কাছে এল সে, মুখ ভেংচে বলল, 'তোমার জন্যে রইল বাম দিকটা, ওদিকে বিপদের আশঙ্কা নেই বললেই চলে। তবু চোখ দুটো খোলা রেখ!'

হালকা চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে ওয়্যাগন-ট্রেন থেকে আধ মাইল দূরে সরে এল ক্রস। খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোচ্ছে ওয়্যাগন-ট্রেন, শত্রুকে অনেক দূরে থাকতেই দেখতে পাবার কথা। সহজ ভঙ্গিতে ওয়্যাগন ট্রেনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এগোতে থাকল সে। মাঝ সকালে নর্থ প্ল্যাটগামী একটা খালি ওয়্যাগন ট্রেন পাশ কাটাল ওরা। পশ্চিম দিক থেকে দুজন রাইডার এল, জ্যাকের সঙ্গে আলাপ করে চলে গেল আবার।

শেষ বিকেলে, সূর্যাস্তের আধ ঘণ্টাটাক আগে ওয়্যাগনের একটা বৃত্ত তৈরি করল জ্যাক মেরি। সেদিকে এগিয়ে গেল ক্রুস। দেখা হয়ে গেল জ্যাকের সঙ্গে। ওকে দেখেই খেঁকিয়ে উঠল সে, 'জায়গা ছেড়ে এসেছ কেন?'

'আজ তো আর এগোচ্ছি না আমরা,' বলল ক্রুস।

'কিন্তু গার্ডদের তো ডাকি নি আমি!' ধমকের সুরে বলল জ্যাক। 'বিরতির সময় পাহারা দেয়া আরও বেশি জরুরী!'

'সারাদিন কিছু খাই নি, নিশ্চয়ই জানা আছে তোমার।'

আবার গজগজ করল জ্যাক। 'ঠিক আছে, খেয়েদেয়ে নিজের জায়গায় ফিরে যাও।'

'সারারাত ওখানেই থাকতে হবে?'

'চার ঘণ্টা পর পালা বদল হবে। আচ্ছা, থাক, প্রথম পালায় অন্য একজন টিমস্টারকে পাঠাচ্ছি। ঠিক চার ঘণ্টা পর ওকে রেহাই দিতে যাবে তুমি, কেমন?'

দশ

ওয়্যাগনের বৃত্তের মাঝে জিন খসিয়ে ঘোড়াটা ছেড়ে দিল ক্রুস। এক ধিক আগুন জ্বালানো হয়েছে, রান্না চলছে সেগুলোয়। একটা আগুনের পাশে রান্নায় ব্যস্ত কজন টিমস্টারকে দেখে বসতে যাবে, হঠাৎ কে যেন ডেকে উঠল, 'আরে, ক্রুস!'

চমকে উঠে ঘুরে দাঁড়াল ও। দৌড়ে আসছে এক কিশোরী। আরও কাছে আসার পর চিনতে পারল। শ্যারন সাইলাস।

'কী খবর?' বিব্রত স্বরে বলল ক্রুস।

পুরনো 'বন্ধু'র দেখা পেয়ে মহাখুশি শ্যারন। 'সকালেই দেখেছিলাম তোমাকে, রওনা দেয়ার সময়।' দক্ষিণ দিকে ইঙ্গিত করল মেয়েটা। 'বাবার কাছে যাচ্ছি আমরা,' আবার বলল সে। 'শীতকালে ওমাহায় ছিলাম আমরা, স্কুলে গেছি।' ক্রুসের হাত ধরল শ্যারন। 'আচ্ছা, ইন্ডিয়ানরা কি সত্যিই লড়াই লাগাবে?'

'শুনছি তো,' সাবধানে বলল ক্রুস।

'আজ সবাই বলাবলি করছিল ওগলালার দিকে নাকি এক বিশাল ওঅরপার্টি ঘাপটি মেরে আছে। আমাদের আক্রমণ করবে না তো ওরা? মা অবশ্য বলেছে এত বড় ওয়্যাগন ট্রেনে হামলা করার সাহস ওদের হবে না।'

'কী জানি,' বলল ক্রুস। 'আমি অবশ্য ইন্ডিয়ানদের কোনও চিহ্ন দেখি নি এখনও।'

হতাশ দেখাল যেন মেয়েটাকে। 'ইশ্, আমি না আজ পর্যন্ত কোনও ইন্ডিয়ান দেখি নি, মানে বুনো ইন্ডিয়ান আরকী! ওমাহায় যাদের দেখেছি, ওরা একেবারে নরম।'

আনুমানিক ত্রিশ বছর বয়সের এক মহিলা এগিয়ে এল ওদের কাছে। 'শ্যারন,' ডাকল সে, 'এস, খাবার দেয়া হয়েছে।'

মিসেস সাইলাসের দিকে তাকাল ক্রুস, চমকে উঠে ঢোক গিলল সে। সহসা যেন আপন মায়ের চেহারা দেখতে পেল মহিলার মাঝে। আজ থেকে দুবছর আগে মিসেস সাইলাসের মতো ছিল মায়ের বয়স, গড়নও প্রায় একরকমই।

'মা!' চড়া গলায় বলল শ্যারন, 'ওর নাম ক্রুস, আমার পুরনো বন্ধু!'

হাসি মুখে হাত বাড়িয়ে দিল মিসেস সাইলাস। 'হাউডি ক্রুস?'

সসংকোচে বাড়ানো হাতটা ধরল ক্রুস, পরক্ষণে ছেড়ে দিল আবার। 'আমার নাম ক্রুস শ্যাফটার।'

'শ্যাফটার?' পলকের জন্যে গম্ভীর হয়ে গেছে মহিলা, তারপরই আবার হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটে। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে খুশি হলাম, ক্রুস। এস না, সাপার করবে আমাদের সঙ্গে?'

'চল না, ক্রুস!' আবেদন জানাল শ্যারন। 'সাপারের সময় মেহমান থাকলে খুব ভালো লাগবে!'

হাত ধরে টানাটানি শুরু করে দিল মেয়েটা। এড়ানোর উপায় নেই, হার মানতে বাধ্য হলো ক্রুস শ্যাফটার।

শ্যারনদের ক্যাম্পফায়ারের ধারে আরেকজন মহিলাকে দেখতে পেল ও: মোটাসোটা গড়ন, ছোট ছোট দুটো বাচ্চা রয়েছে তার–বড়টির বয়স সাত কি আট ছোটটির মাত্র দুই। প্লেটে বীন বাড়তে শুরু করে দিয়েছে সে ইতিমধ্যে।

দুই পরিবারের সঙ্গে সাপার সারল ক্রুস। শ্যারনের কথা থামার লক্ষণ নেই। কিছুক্ষণ নিজের কথা বলছে, আবার প্রশ্ন করছে ক্রুসকে। ক্রুস জবাব না দিলেও পরোয়া করছে না, চলে যাচ্ছে ভিন্ন প্রসঙ্গে।

ঝটপট খাবার পর্ব চুকিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্রুস। 'যাই, ঘোড়াগুলো একটু দেখতে হবে,' বলল ও।

'কাজ শেষ হলেই চলে আসবে আবার,' বলল শ্যারন।

আধো অন্ধকারে স্যাডল আর ব্ল্যাঙ্কেটের কাছে ফিরে এল ক্রুস। ওগুলো নিয়ে একটা ট্রান্সপোর্ট ওয়্যাগনের ছায়ায় এসে বিছানা পাততে শুরু করল। পাশে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল হঠাৎ।

মুখ তুলে তাকাতেই মিসেস সাইলাসকে দেখতে পেল ও। 'শ্যারনের চোখের আড়ালে তোমাকে দুটো কথা বলতে চাই,' শান্ত কণ্ঠে বলল মহিলা।

ঝট করে সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রুস।

'শ্যারনের বয়স কম তো তাই সবতাতেই মুগ্ধ হয়ে যায়,' বলে চলল মহিলা। 'সবকিছুই এখন ওর কাছে রোমাঞ্চকর–অসাধারণ। পশ্চিমের জীবন আর মানুষের প্রতি ওর অসীম কৌতূহল।'

সংক্ষেপে সায় দিল ক্রুস। 'ইয়েস, মিসেস সাইলাস।'

'তোমার পরিচয় আমি জানি, ক্রুস, শ্যারনের বাবার কাছে শুনেছি।' হঠাৎ

থেমে গেল মিসেস সাইলাস। 'আ-আমি কি বলতে চাইছি বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই?'

জবাব দিল না ক্রুস। এ জাতীয় পরিস্থিতি ওর জন্যে নতুন নয়।

মিসেস সাইলাস আবার বলল। 'তোমার সঙ্গে আমি রূঢ় হতে চাই না, ক্রুস।'

'ওকে আটকে রাখলেই তো ঝামেলা মিটে যায়!' কর্কশ কণ্ঠে বলল ক্রুস। 'আমার কাছে আসতে না দিলেই হবে–এত কথার কোনও দরকার নেই!' মিসেস সাইলাসের কাছ থেকে সরে এসে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল ক্রুস।

'আমি দুঃখিত, ক্রুস,' বলল মিসেস সাইলাস। চলে গেল সে।

ব্ল্যাঙ্কেট নিয়ে ওয়্যাগন-বৃত্তের বাইরে চলে এল ক্রুস।

ঘুমোল না। ক্রমশ নীরবতা নেমে এল ক্যাম্পে। চুপচাপ শুয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল ক্রুস। কয়েক ঘণ্টা পর বুটের আওয়াজ পেল, তারপর জ্যাক মেরির কণ্ঠস্বর। চট করে তার দিকে এগিয়ে গেল ও।

গজগজ করে উঠল ওয়্যাগন-ট্রেনের সর্দার। 'গিয়েছিলে কোথায়? আমি এদিকে গরু খোঁজা খুঁজছি তোমাকে।'

'এখানেই ছিলাম।'

'সেন্ট্রিকে রেহাই দাও গিয়ে, যাও!'

অন্যান্য ঘোড়ার সঙ্গে নিজের ঘোড়াটা রয়েছে দেখল ক্রুস। ওটার পিঠে জিন চাপিয়ে উঠে বসল, তারপর খোলা প্রান্তরের ওপর দিয়ে এগোল। সেন্ট্রির দেখা পেতে দেরি হলো না। ওয়্যাগন-ট্রেনের বড়জোর দুশ গজ দূরে রয়েছে লোকটা।

'একা একা সময় কাটানো মুশকিল!' হাই তুলে ক্রুসকে বলল সে।

জবাব দিল না ক্রুস, এগিয়ে গেল। ওর দিকে তাকিয়ে রইল সেন্ট্রি। 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আরও দূরে চলে যাও, আমি তো তোমাকে আসতে দেখেই ফিরে আসছিলাম!'

নিঃসন্দেহে ডাহা মিথ্যা কথা। নিরাপত্তার খাতিরে ক্যাম্পের কাছাকাছি অবস্থান নিয়েছিল লোকটা।

ঠিক আধমাইল দূরে এল ক্রুস, স্যাডল থেকে নেমে ঘোড়াটাকে ছোট এক টুকরো দড়ি দিয়ে ঝোপের সঙ্গে বেঁধে রাখল। ওর পালার পুরো চারঘণ্টা পায়চারি করে কাটিয়ে দিল সে। পরের লোকটা এসে ওকে নিস্তার দিলে ক্যাম্পের কয়েকশো গজ দূরে আবার ঘোড়া বেঁধে রেখে ওটার কাছাকাছি মাটিতে শুয়ে পড়ল।

সকালের খানিক পর ক্যাম্পে ফিরল ক্রুস। এক টিমস্টারের আগুনের পাশে বসে কফি আর বীন খেল।

জ্যাক মেরি এগিয়ে এল। 'ওঅর পার্টির গুজব বিশ্বাস করি নি আমি,' বলল সে। 'তবু আমাদের সঙ্গে যেহেতু মহিলা আর বাচ্চা আছে, সাবধানে থাকতে হবে। চোখ কান খোলা রেখ সবাই। হামলা যদি হয় আজই হবে। কারণ

আগামীকাল ওগালালার অনেক কাছে চলে যাব আমরা।'

ওয়্যাগন ট্রেন আবার চলতে শুরু করার ঠিক দুঘণ্টা পর শুরু হলো আক্রমণ। সমতল প্রান্তর হঠাৎ করে এবড়োখেবড়ো চেহারা নিয়েছে। ট্রেনের আধমাইল সামনে, পয়েন্ট-রাইডার একটা রিজের ওপাশে গেল রেকি করতে, তারপর আর তার দেখা মিলল না।

এবার দ্বিতীয় জন এগোল সেদিকে। আচমকা ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, দ্রুত ওয়্যাগন-ট্রেনের দিকে ছুটে আসতে শুরু করল। গর্জে উঠল তার রাইফেল। তারপরই রিজের চূড়ায় উদয় হলো একদল ইন্ডিয়ান, রণ-হুঙ্কার তাদের কণ্ঠে; গুলি ছুঁড়ছে অবিরাম। ছোটার ওপরই হোঁচট খেল স্কাউটের ঘোড়া, ছিটকে পড়ল লোকটা, উঠে দাঁড়াল, চেষ্টা করল দৌড়ানোর, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের বুলেটের আঘাত তাকে থামিয়ে দিল।

এগার

ওয়্যাগন-ট্রেনের বৃত্ত বানিয়ে প্রতিরক্ষা ব্যূহ তৈরির সময় নেই। বাকি স্কাউটরা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ট্রেনের কাছে ফেরার চেষ্টা করছে। যে যেখানে ছিল সেখানেই ওয়্যাগন থামিয়ে রাইফেল হাতে তুলে নিল টিমস্টাররা, লাফ দিয়ে নেমে পড়ল আসন ছেড়ে। ঠিক একই সময় হাজির হলো ওঅর-পার্টি।

ইন্ডিয়ানরা পরিকল্পিত হামলা না করার কারণেই সম্ভবত প্রথম দফা হামলায় পুরোপুরি নিশ্চিহ্ন হলো না ট্রেনটা। ওয়্যাগন ট্রেনের ওপর চড়াও হলো দলটা, দুই ভাগ হয়ে ডান আর বাম পাশ দিয়ে ঝড়ের বেগে এগোল, সামনে যা দেখছে সেটা লক্ষ্য করেই গুলি চালাচ্ছে, তীর ছুঁড়ছে। দক্ষ বন্দুকবাজ নয় ওরা, কিন্তু অগুনতি গুলি ছোঁড়ায় কাকতালীয়ভাবে বেশ কয়েকটা গুলি লক্ষ্যভেদ করল। আঘাত লাগল ঘোড়ার শরীরে, সঙ্গে সঙ্গে মারা পড়ল কয়েকটা। আতঙ্কে পালাল আরও কিছু। উল্টে গেল দুটো ওয়্যাগন।

সশস্ত্র টিমস্টাররা ইন্ডিয়ানদের উদ্দেশে গুলি চালাল, মারা পড়ল বেশ কয়েকজন। সুযোগ পেলেই ঘোড়া থেকে লাফিয়ে নেমে ওয়্যাগনগুলোর দিকে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে শত্রুরা। কিন্তু গুলির বাধার মুখে অধিকাংশ বাধ্য হয়ে নিরস্ত হচ্ছে। কয়েকজন অবশ্য তাদের উদ্দেশ্য অর্জনে সক্ষম হলো।

এক স্কাউটকে চরকির মতো পাক খেতে দেখল ক্রুস শ্যাফটার। পরক্ষণে রিভলভার বের করে গুলি চালাল ও। ইন্ডিয়ানরা ওর চেয়ে ওয়্যাগনের বেশি কাছে ছিল, তারপরও পাগলের মতো ঘোড়া হাঁকিয়ে ওঅর-পার্টি ওয়্যাগন ট্রেনের সামনের অংশ পাশ কাটানোর আগেই পেছনে পৌঁছে গেল সে। ছুটন্ত ঘোড়ার পিঠ থেকে ডিগবাজি খেয়ে মাটিতে নেমে পড়ল ক্রুস, পরক্ষণে সোজা

হয়ে দাঁড়িয়ে দৌড়ে সামনে বাড়ল কয়েক কদম, পেছনের দ্বিতীয় ওয়্যাগনের নীচে আশ্রয় নিল।

ওর একেবারে কাছে এসে পড়ল ইন্ডিয়ানরা, দ্রুত গুলি চালাল ক্রস। লুটিয়ে পড়ল এক ইন্ডিয়ান। আরেকজনের ঘোড়ার মাথা বরাবর গুলি ছুঁড়ল ও। মাটিতে পড়ে গেল সওয়ারী, উঠে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল সে, এবার তাকেও ফেলে দিল ক্রস। লক্ষ্য ভেদ করতে ব্যর্থ হচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। স্যাডলবিহীন ঘোড়া হাঁকাচ্ছে ওরা, এক হাতে কেশর আঁকড়ে রেখেছে ঘোড়ার, একপাশে ঝুলে পড়ে আড়াল করছে নিজেকে। একপাশ থেকে হঠাৎ হঠাৎ শুধু হাত কিংবা পা দেখা যাচ্ছে; তারওপর ঘোড়ার খুরের ঘায়ে ধুলোর মেঘ উঠছে, নিশানা স্থির করা যাচ্ছে না কিছুতেই।

ঘোড়াই এখন সবচেয়ে ভালো লক্ষ্যবস্তু। কিন্তু ওগুলোকে মারাও বিপজ্জনক। কারণ মাটিতে পড়েই ইন্ডিয়ানরা কেবল সামনে বাড়ে, ওয়্যাগনের কাছে পৌঁছার চেষ্টায়।

প্রচুর অস্ত্র রয়েছে ইন্ডিয়ানদের কাছে। বেশিরভাগই রাইফেল, অল্প কয়েকজনের কাছে তীর-ধনুক আর বর্শা। কিন্তু রাইফেল দক্ষতার চেয়ে সংখ্যার ওপরই বেশি নির্ভর করেছিল ওরা, তাই নিমেষে ধ্বংসের হাত থেকে কোনওমতে বেঁচে গেল ওয়্যাগন ট্রেন।

ইন্ডিয়ানদের দুটো সারি ওয়্যাগন ট্রেনের দুপাশ দিয়ে চলে গেল। তারপর ফের হামলা চালানোর উদ্দেশ্যে মিলিত হলো। এই সুযোগে রাইফেল রিলোড আর যার যার অবস্থান সংহত করার প্রয়াস পেল ওয়্যাগন-ট্রেনের যাত্রীরা। ওয়্যাগনের পাশ ঘেঁষে দৌড়ে এল জ্যাক মেরি। 'এদিকে!' চিৎকার করে বলল সে। 'সবাই এদিকে চলে এস! আমার সঙ্গে!'

আশপাশ থেকে সব টিমস্টার দৌড়ে আসতে শুরু করল। ওয়্যাগনের অন্য সদস্য-নারী, শিশু-তারাও। কিন্তু সবাই নয়। রাতে ক্রসের সঙ্গে সাপারে যে দুটো বাচ্চা ছিল তাদের বড়টি কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে, ওর মা কিংবা ছোট বাচ্চাটিকে দেখা গেল না। মহিলারা কাঁদছে, বাচ্চারা হতভম্ব। ক্রমাগত খিস্তি করছে পুরুষরা।

সমবেত যাত্রীদের ওপর একবার নজর বোলাল জ্যাক মেরি, ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার চেহারা। 'আর সবাই কই?' ফ্যাসফেঁসে কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে।

'সবাই-ই এখানে,' গম্ভীর স্বরে জবাব দিল টিমস্টারদের একজন, 'যারা বেঁচে আছে।'

যেন জোরসে চড় কষে দিয়েছে কেউ, টলে উঠল জ্যাক। 'ওদের বোধ হয় ঠেকানো যাবে না? কমপক্ষে শখানেক ইন্ডিয়ান আছে ওই দলে-বেশিও হতে পারে!'

'শাদাও আছে দুজন,' বলল আরেক টিমস্টার।

'শাদা!'

'রেনিগেড!' থুতু ফেলে বলল একজন।

খাবলা মেরে তার হাত ধরল ক্রস শ্যাফটার। 'কী রকম দেখতে লোকগুলো?'

'চেহারা দেখেছি নাকি! একটাকে অবশ্য অস্ত্রের জন্যে ফেলতে পারি নি।' বাঁকা হয়ে গেল লোকটার মুখ। 'বদমাশ! খুনীর দল!'

'ওই আবার এল!' চেঁচিয়ে উঠল জ্যাক। 'শুয়ে পড় সবাই!' কথা শেষ করার আগে নিজেই শুয়ে পড়ল সে।

আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল এক মহিলা। মিসেস সাইলাস, তাকে আঁকড়ে ধরে আছে শ্যারন। 'শুয়ে পড়, মা, শোও!' কেঁদে উঠল মেয়েটা। 'গুলি লাগবে তো!' মাকে মাটিতে শোয়ানোর ব্যর্থ চেষ্টা করতে লাগল শ্যারন। ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে মিসেস সাইলাস। সাড়া নেই। হাঁটু গাড়া অবস্থায় ছিল ক্রস, ঝাঁপ দিল সামনে, মিসেস সাইলাসের হাঁটুর পেছনে ধাক্কা দিল। আবার চেঁচিয়ে উঠল মহিলা, পড়ে গেল হাঁটু ভেঙে।

'ফায়ার!' চিৎকার করে নির্দেশ দিল জ্যাক মেরি। 'জন্মের শিক্ষা দিয়ে দাও শালাদের!'

এখনও দুতিনশো গজ দূরে রয়েছে ইন্ডিয়ানরা, জলোচ্ছ্বাসের মতো ধেয়ে আসছে। গুলি করছে অবিরাম, মাটিতে বিঁধছে ওগুলো, কিংবা ওয়্যাগনের চাকায়; ওয়্যাগনের ক্যানভাসের ঢাকনা ফুটো হয়ে যাচ্ছে।

হাঁচড়ে পাঁচড়ে সামনে এগোল ক্রস শ্যাফটার। শ্যারন সাইলাসকে ধরল। 'আমার পেছনে যাও!' গলা চড়িয়ে বলল সে। কিন্তু শোরগোলের মধ্যে শুনতে পেল না শ্যারন। মায়ের কাছ থেকে তাকে ছিনিয়ে আনার চেষ্টা করল ক্রস, কিন্তু জোঁকের মতো মাকে ধরে থাকল শ্যারন। তারপর, আচমকা আতঙ্কের চোটে দাঁড়িয়ে গেল মিসেস সাইলাস, দৌড় দেয়ার জন্যে। তাকে বাধা দিতে হাত বাড়াল ক্রস। ঠিক একই সময় কেঁপে উঠল মহিলার সারা শরীর। দাঁত কিড়মিড় করে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়াল ক্রস, দ্রুত দু-পা সামনে এগোল, শ্যারনের সামনে এসে বসে পড়ল সে। এক হাঁটু উঁচু করে বসেছে ক্রস, নেভী কোল্টটা উঁচু করল ও, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে টান দিল না ট্রিগারে।

এগিয়ে আসছে ইন্ডিয়ানরা···আর একশো ফুট···পঞ্চাশ। ক্রস প্রথম ট্রিগার টানার আগেই গুলির শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ল একটা ঘোড়া। আবার গুলি করল ক্রস···আবার। আরেকটা ঘোড়া প্রাণ হারাল। ফের গুলি করল সে। অন্য একজনের গুলিতে আছড়ে পড়ল আরেকটা ঘোড়া। ওটার সঙ্গে ধাক্কা খেল পেছনের তিনটা ঘোড়া, পড়ে গেল ওগুলোও। এক ইন্ডিয়ান উঠে সামনে আসার চেষ্টা করল। একটা বুলেট আঘাত করল তাকে, কেঁপে উঠল সে, কিন্তু থামল না। ক্রসের দশ ফুট দূরে থাকতে সযত্নে লক্ষ্য স্থির করল ও, ফেলে দিল লোকটাকে।

হ্যাঁচকা টান পড়ল ওর কোটের হাতায়, বাম বাহুর পেশীতে যেন উত্তপ্ত ইস্পাতের ছ্যাঁকা দিল কেউ। হঠাৎ বুনো ইন্ডিয়ানদের মধ্যে একটা চেহারা দেখতে পেল ক্রস-বিকৃত, হিংস্র-কিন্তু পরিচিত।

সেই কনফেডারেট! দুবছর আগে বাবা-মাকে হত্যা করার সময় এর পরনেই গ্রে-পান্টস ছিল। ওকে যখন চিনতে পারল ক্রস, ততক্ষণে অনেকখানি দূরে চলে গেছে সে। তবু তড়াক করে উঠে দাঁড়াল ক্রস, টেনে দিল ট্রিগার।

খালি চেম্বারে আঘাত করল হ্যামার।

ক্রসকে ঘোড়ার খুরের নীচে পিষে মারার চেষ্টা করল এক ইন্ডিয়ান। এক টিমস্টার ফায়ার করলে তার ঘোড়া প্রায় উড়ে ক্রসের ওপর এসে পড়ল ইন্ডিয়ান। ধুপ করে বসে পড়ে গড়ান দিল ক্রস। পরক্ষণে কারও পড়ে যাওয়া একটা রাইফেল পেল হাতের কাছে। চেম্বারে কার্তুজ পাঠাল সে, তারপর ইন্ডিয়ানদের লক্ষ্য করে গুলি করল। দুবার।

এরপর নাগালের বাইরে চলে গেল ওঅর-পার্টি।

আহত এক ইন্ডিয়ান গুড়ি মেরে এগিয়ে আসার চেষ্টা করছিল, তাকে গুলি করল এক টিমস্টার।

'হায় খোদা!' চিৎকার করে উঠল জ্যাক মেরি। 'ইন্ডিয়ানগুলো দেখছি রেবেলদের চেয়েও সাংঘাতিক! থামে না—খালি সামনে বাড়ে!'

'দেখ!' চেঁচিয়ে বলল কে যেন।

ঘুরে পশ্চিম দিকে তাকাল ক্রস। শেষ ওয়্যাগনটা বেশ আগেই অতিক্রম করে গেছে ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু আবার একত্রিত হচ্ছে না। বরং দল ভেঙে দ্রুত উত্তর দিকে চলে যাচ্ছে। একটু পরেই কারণটা বোঝা গেল। পশ্চিমের একটা টিলার ওপাশ থেকে এক ডিটাচমেন্ট ক্যাভালরি হাজির হলো, ধাওয়া করল ওঅর-পার্টিকে।

সেনাদলের লোকবল কম। কিন্তু ওয়্যাগন-ট্রেনের ওপর পর পর দুদফা হামলা চালিয়ে বেশ কয়েকজন যোদ্ধাকে হারিয়েছে ইন্ডিয়ানরা, এখন তাদের পক্ষে সুশিক্ষিত সৈন্যদের মোকাবিলা করা সম্ভব নয়।

ওয়্যাগন-ট্রেনের কারা জীবিত আছে দ্রুত তার হিসাব নেয়া হলো। টিমস্টারদের অন্তত অর্ধেক প্রাণ হারিয়েছে। যারা বেঁচে আছে তাদের প্রায় সবাই চোট পেয়েছে, কেউ সামান্য; কেউ মারাত্মক। জ্যাক মেরির মুখ রক্তে ভেসে যাচ্ছে, শার্টটাও ভিজে গেছে তার, মাথায় আঘাত পেয়েছে সে। তবে সবচেয়ে করুণ ব্যাপার হলো নিরীহ মহিলা আর শিশুদের মৃত্যু। মাত্র একজন মহিলা রক্ষা পেয়েছে।

মিসেস সাইলাস আর শ্যারন পড়ে আছে মাটিতে। সন্দেহ নেই মারা গেছে মিসেস সাইলাস। লাশ জড়িয়ে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে শ্যারন। হামাগুড়ি দিয়ে ক্রস শ্যাফটারের দিকে আসতে শুরু করল এবার মেয়েটা। 'মা বেঁচে নেই! আমার মা মারা গেছে!' বারবার একই কথা বলছে সে।

সামান্য চোট পেয়েছে শ্যারন। ঘুরে দাঁড়ানোর আগে ক্ষতস্থানটা এক পলক দেখল ক্রস শ্যাফটার, বুঝল যে কেউ ওটার যত্ন নিতে পারবে। তারপর ওয়্যাগনের পাশ ঘেঁষে ইন্ডিয়ানদের লাশ দেখছে ওর চোখজোড়া। হঠাৎ একজনের পেছনে হাত তুলে একটা ইন্ডিয়ান পনি দেখতে পেল ক্রস, চুপচাপ

দাঁড়িয়ে আছে। ক্রস ওটার দিকে এগিয়ে যেতেই ভয় পেয়ে খানিকটা পেছনে চলে গেল জানোয়ারটা।

ওটার দিকে হাত বাড়িয়ে ফিসফিস করে কথা বলতে আরম্ভ করল ক্রস, তারপর আচমকা ওটার গলায় বাঁধা দড়িটা ধরতে সামনে বাড়ল। ধরল দড়িটা, আবার সরে যাবার চেষ্টা করল পনি, কিন্তু টাইট হয়ে নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল ক্রস। অবশেষে ঘোড়াটা হার মানলে উঠে বসল ওটার পিঠে।

'অ্যাই!' চিৎকার করল জ্যাক মেরি। 'কোথায় যাওয়া হচ্ছে?'

'ইন্ডিয়ানদের পিছু নিতে।'

'পাগল নাকি! কোথাও যেতে হবে না তোমাকে!'

ঘোড়া ঘুরিয়ে জ্যাক মেরির কাছে এল ক্রস শ্যাফটার। 'আমি ওদের পিছু নিচ্ছি,' বলল ও, 'বাধা দেয়ার চেষ্টা কোরো না!'

'যাও, তবে তারপর তোমার চাকরি খাব আমি!' গর্জে উঠল জ্যাক মেরি।

সাবেক সার্জেন্টের দিকে বিরক্তির সঙ্গে তাকাল একবার ক্রস, তারপর আবার ঘুরিয়ে নিল ইন্ডিয়ান পনিটা। মনে মনে আশঙ্কা করছে, গুলি করে বসতে পারে জ্যাক মেরি, তাই প্রয়োজনের মুহূর্তে লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি থাকল সে। কিন্তু কোনও গুলি তেড়ে এল না।

দুপায়ের গোড়ালি দিয়ে ক্রমাগত পনির পেটে আঘাত করতে লাগল ক্রস শ্যাফটার। অবিশ্বাস্য দ্রুত গতিতে এগোল জানোয়ারটা। ওয়্যাগন-ট্রেন থেকে আধমাইল দূরে আসার পর সামনের দিক থেকে বিউগলের আওয়াজ শুনতে পেল ক্রস। বড়সড় একটা বৃত্তচাপের আকারে ঘোড়া ঘুরিয়ে একটা রিজের চূড়ায় এসে থামল সে।

সামনে, বেশ খানিকটা দূরে ধুলোর মেঘ দেখা যায়, পালাচ্ছে ইন্ডিয়ানরা। মাইল খানেক দূরে পিছু ধাওয়া বাদ দিয়ে ফিরতি পথ ধরার প্রস্তুতি নিচ্ছে ক্যাভালরির দলটা। ছত্রভঙ্গ ইন্ডিয়ানদের পিছু নিতে হলে আরও বড় দলের প্রয়োজন।

রিজের চূড়াটাকে ক্যাভালরির দল আর নিজের মাঝখানে রেখে এগোল ক্রস। আধ ঘণ্টার মতো ছুটল সে, তারপর রিজ অতিক্রম করল। চোখের আড়ালে চলে গেছে ইন্ডিয়ানরা, কিন্তু ট্রেইল করতে বেগ পেতে হলো না। ট্রেইল অনুসরণ করে এগিয়ে চলল ক্রস। বার কয়েক থেমে বিশ্রাম দিল ঘোড়াটাকে।

দুপুরের কিছুক্ষণ পর ঘোড়া থামাল ক্রস। এখানে যাত্রা বিরতি করেছিল ইন্ডিয়ানরা। আলামত দেখে বোঝা যায় ঘোড়াগুলোকে ঘাস খাওয়ানো হয়েছে। আরও খানিকটা যাবার পর ক্রস দেখল দুভাগ হয়ে দুদিকে চলে গেছে ইন্ডিয়ানরা। একদল গেছে পশ্চিমে, আরেক দল গেছে সোজা উত্তর দিকে।

ঘোড়ার পিঠ থেকে নেমে ট্র্যাক পরখ করল ক্রস। ইন্ডিয়ানরা সাধারণত নালবিহীন ঘোড়া হাঁকিয়ে থাকে, অবশ্য বলা যায় না কনফেডারেট আর অন্য সাদা লোকটাও হয়তো পনিই হাঁকাচ্ছে; তবু—

না। পশ্চিম দিকে চলে যাওয়া ট্রেইলে নাল পরানো খুরের ছাপ রয়েছে।

আবার ঘোড়ায় চেপে ট্রেইল শুরু করল ক্রুস।

ঘণ্টা দুই পরে দেখা গেল আবার দুদলে ভাগ হয়েছে ধাবমান ইন্ডিয়ানরা। তবে নাল পরানো ঘোড়া দুটো পশ্চিম দিকেই গেছে। মাত্র বার জনের মতো ইন্ডিয়ান রয়েছে ওই দলে। এগোতে থাকল ক্রুস। ওরা আবার দুভাগ হবে বলে ধারণা করছে। কিন্তু অচিরেই হতাশ হতে হলো তাকে। আরেকটা ট্রেইলের সঙ্গে মিশে গেছে আগের ট্রেইলটা, টাটকা খুরের ছাপ দেখতে পেল ক্রুস। একদল নতুন ইন্ডিয়ানদের সঙ্গে যোগ দিয়েছে ওরা।

একটা অগভীর ঝর্না পার হয়েছে নতুন ট্রেইলটা, তারপর ঝর্নার ধার ঘেঁষে তিনচার মাইল এগিয়েছে। হঠাৎ ঘোড়া থামাল ক্রুস, কান খাড়া করতেই বেশ খানিকটা দূরে কুকুরের ডাক শুনতে পেল।

সামনে একটা ইন্ডিয়ান গ্রাম আছে।

ঘোড়া থেকে নেমে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই শখানেক গজ দূরে ডান দিকে চলে যাওয়া একটা গলিপথ দেখতে পেল ক্রুস। ঘোড়া নিয়ে খাদে ঢুকল সে। একটা গাছের সঙ্গে পনিটাকে বেঁধে বসে পড়ল মাটিতে।

খাদে ঢোকার সময়ই আঁধার নামছিল, অন্ধকার আরও গাঢ় হয়ে আসার অপেক্ষায় ঘণ্টাখানেক লুকিয়ে রইল ক্রুস। তারপর উঠে ফের পনির পিঠে চাপল। ঝর্নার তীর ঘেঁষে মাইল খানেক এগোনোর পর ধোঁয়ার গন্ধ নাকে লাগতেই আবার ঘোড়া থামিয়ে নেমে পড়ল।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে একশো গজের মতো এগোল। ঝর্নাটা যেখানে ডানে বাঁক নিয়েছে সেখানে পৌঁছেই সামনে ইন্ডিয়ান-ক্যাম্পটা দেখতে পেল ক্রুস, বেশি হলে তিনশো গজ দূরে।

চুপচাপ দাঁড়িয়ে গ্রামটা জরিপ করল ক্রুস। চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটার মতো তাঁবু রয়েছে ওখানে–তার মানে শ দুয়েক লোক আছে। রিভলভারটা পরখ করে লোড করে নিল, তারপর ঝোপের সঙ্গে ঘোড়াটাকে বাঁধল ক্রুস। এবার উবু হয়ে এগোল গ্রামের দিকে। কোথায় যেন ডেকেই চলেছে কুকুর, পাত্তা দিল না ও।

ক্যাম্প থেকে একশো গজের মতো দূরে থাকতে বসার ভঙ্গিতে এগোল ক্রুস। বেশ কটা আগুন জ্বলছে ইন্ডিয়ান-ক্যাম্পে, তবে মাঝামাঝি জায়গায় বড় একটা আগুন জ্বালানো হয়েছে। ওটার দিকে কড়া নজর রাখল সে।

একটা তাঁবুর কাছে এসে হাঁটু গেড়ে বসল ক্রুস। কান খাড়া রেখে খুব আস্তে, গুড়ি মেরে এগিয়ে গিয়ে বাফেলো-স্কিন স্পর্শ করল। ভেতরে সাড়া শব্দ নেই।

সাবধানে তাঁবুটার চারদিকে একটা চক্কর দিল ক্রুস, তারপর আবার বড় আগুনটার দিকে তাকাল। ইন্ডিয়ানদের প্রায় সবাই ওখানে রয়েছে বলে মনে হচ্ছে। কী যেন আলোচনা করছে। জোর গলায় ভাষণ দিচ্ছে একজন, মাঝে মাঝে তার সমর্থনে চেঁচিয়ে উঠছে বাকিরা। ক্রুস আর আগুনের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটুকুতে বারবার আসা-যাওয়া করছে ইন্ডিয়ানরা।

একবারে কাছেই একটা কুকুর ডেকে উঠল। পরক্ষণে দাঁত খিঁচিয়ে তেড়ে এল ওর দিকে। নিমেষে রিভলভার বের করল ক্রুস, জানোয়ারটা লাফিয়ে পড়ামাত্র ঠকাস করে ওটার নাক বরাবর বাড়ি লাগাল। যন্ত্রণায় ককিয়ে উঠল জানোয়ারটা, পালাল লেজ গুটিয়ে।

মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিল ক্রুস, স্থির। কিন্তু খোঁজ নিতে এল না কেউ। কুকুর মারা এখানে অস্বাভাবিক কিছু নয়।

সাবধানে আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে বসল ক্রুস। বড় আগুন ছেড়ে সরে আসতে শুরু করেছে জনতা। সরে যাবার চেষ্টা করেও থেমে গেল ক্রুস।

কয়েকজন ইন্ডিয়ান এগিয়ে আসছে এদিকে। একজনের মাথায় হ্যাট।

নিচু হয়ে অন্ধকারে কড়া নজর চালাল ক্রুস।

এক ইন্ডিয়ান দল থেকে আলাদা হয়ে একটা তাঁবুতে ঢুকে পড়ল, তারপর আরেকজন। হ্যাটঅলা এগিয়ে আসছে এখনও। আরও দুজন ইন্ডিয়ান তাঁবুতে ঢুকল। বাকি থাকল মাত্র দুজন। আরেকটু এগোল তারা–শেষ তাঁবুটার আগের তাঁবুতে ঢুকল।

আর দেরি করল না ক্রুস। হামা দিয়ে পিছু হটল, তারপর ঘুরে দ্বিতীয় তাঁবুর দিকে এগোল। ওটার কাছে গিয়ে আবার শুয়ে পড়ল মাটির ওপর।

ভেতর থেকে কথোপকথনের শব্দ পাওয়া গেল।

একটা কণ্ঠস্বর পরিচিত ঠেকল ক্রুসের। 'ওরা ঘাবড়ে গেছে,' বলল লোকটা, 'আর লড়াই করতে পারবে না।'

'অন্তত যতক্ষণ না দলে ভারি হচ্ছে!'

'ওয়্যাগন-ট্রেনটাকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয়ার মতো প্রচুর লোক ছিল, অথচ হাবার দল কিচ্ছু করতে পারল না। এখন আবার বন্দুকগুলোকে দুষছে, গুলি নাকি ঠিক মতো লাগানো যায় না!'

'আমাদের হাতে থাকলে তো জায়গামতোই যায়!'

আবার চেঁচিয়ে উঠল প্রথম জন। 'কালই এখান থেকে তল্পিতল্পা গুটাব আমরা।'

'কাল? সহজে যেতে দেবে না ওরা।'

'আমাদের ঠেকানোর ওরা কে! আমাদের বাঁচার ব্যবস্থা করতে হবে না! এদের কাছে তো আর অস্ত্র বিক্রি করা যাবে না, অন্য জায়গা দেখতে হবে।'

আবার হাঁটুতে ভর দিয়ে দাঁড়াল ক্রুস। তাঁবুর সামনের দিকে এগোল, অল্প খানিক দূরে থামল।

এবার নিচু স্বরে ডাকল, 'গ্রাবার!'

বিস্ময়সূচক শব্দ শোনা গেল তাঁবুতে, তারপর নীরবতা।

'গ্রাবার?' পুনরাবৃত্তি করল ক্রুস। 'হাসকিন্স।'

'কে?' চেঁচিয়ে জানতে চাইল তাঁবুর একজন।

একটু অপেক্ষা করে ক্রুস আবার বলল, 'গ্রাবার। হাস–' থেমে গেল ও।

গ্রাবারের মাথা আর কাঁধ দেখা যাচ্ছে তাঁবুর দরজায়: তার ঠিক পেছনে, আবছা অন্ধকারে, দেখা যাচ্ছে আরেকজনকে।

সোজা হয়ে দাঁড়াল ক্রুস। 'সল্ট রিভারের কথা মনে আছে, গ্রাবার?'

আতঙ্কে উঠল গ্রাবার। রাইফেল তাক করার প্রয়াস পেল।

গুলি করল ক্রুস। কর্কশ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল গ্রাবার, পতন শুরু হলো তার। গ্রাবারের শরীরের নীচে চাপা পড়া থেকে রেহাই পেতে সরে যাবার চেষ্টা করল ক্রুস, কিন্তু পারল না। ওর গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গ্রাবার। তাল হারাল ক্রুস শ্যাফটার।

তাঁবুর ভেতরে গর্জে উঠল একটা রাইফেল, ক্রুসের দিকে ছুটে এল অগ্নিশিখা। হাঁটু মুড়ে বসে রিভলভার ধরা হাতটা তাঁবুতে ঢুকিয়ে পরপর তিনবার ট্রিগার টানল ক্রুস।

আর দেরি করার সাহস হলো না ওর। গুলির শব্দ শুরু হওয়ামাত্র তার স্বরে চিৎকার জুড়ে দিয়েছে রাজ্যের সব কুকুর। তেড়ে আসছে। চিৎকার করছে ইন্ডিয়ানরাও, অকস্মাৎ ছুটোছুটি শুরু হয়ে গেছে চারপাশে।

পাঁই করে ঘুরে তাঁবুগুলোর পেছনের অন্ধকারের দিকে ঝেড়ে দৌড় দিল ক্রুস। পিছু নিল কুকুর বাহিনী, ভ্রুক্ষেপ করল না। মাথা নিচু করে দ্রুত এগোল পনির দিকে। একটা কুকুর দাঁত খিঁচিয়ে কামড় বসাতে গেল, এক লাথি মেরে ওটাকে দূরে সরিয়ে দিল ক্রুস। ওর গোড়ালিতে কামড়াতে চাইল আবার জানোয়ারটা। এবার গুলি করল ক্রুস।

গুলির শব্দ সঙ্কেতের কাজ করল। পেছন থেকে পাল্টা বন্দুকের শব্দ ভেসে এল। চারপাশে মাটি আর গাছের পাতায় বিঁধছে বুলেট।

ছুট দিল ক্রুস।

সামনে ইন্ডিয়ান পনিটার ডাক শোনা গেল। ঘোড়ার দিকে দৌড়ে গেল ক্রুস, হ্যাঁচকা টানে বাঁধন খুলে লাফিয়ে উঠে বসল ওটার পিঠে।

কাছের একটা গাছের কাণ্ডে থ্যাচ করে বিঁধল একটা বুলেট। লক্ষ্যহীন গুলি। ঝর্না বরাবর ঘোড়া ছোটাল ক্রুস, হাঁটু দিয়ে ক্রমাগত আঘাত হানছে ঘোড়ার পেটে। দ্রুত ছুটতে লাগল পনিটা।

ধাওয়া করা হলো ওকে, কিন্তু ঘোড়া যোগাড় করতে গিয়ে ইন্ডিয়ানদের যেটুকু সময় নষ্ট হলো ততক্ষণে ধরা ছোঁয়ার বাইরে চলে এল ক্রুস। ঝর্না পার হলো ও, তারপর ছুটল আবার।

দশ মিনিট পর একবার থামল ক্রুস। আধ মাইলের মধ্যে কেউ নেই। অন্ধকারে এগিয়ে চলল ওর ঘোড়া।

বার

ওগালালায় বেশিদিন থাকল না কন্সট্রাকশন হেডকোয়ার্টার, জুলসবার্গে স্থানান্তরিত হলো। কিন্তু অচিরেই আর পাঁচটা সাধারণ রেলস্টেশনের চেহারা হলো জুলসবার্গেরও। দ্রুত পশ্চিমে এগোল রেললাইন। গ্রীষ্মের শেষ নাগাদ জুলসবার্গের একশো চল্লিশ মাইল দূরে নেব্রাস্কা সীমান্তের তিরিশ মাইল ভেতরে, শাইয়্যানে স্থানান্তরিত হলো হেডকোয়ার্টার। শীতের আগেই শাইয়্যান পর্যন্ত নির্মাণ কাজ শেষ হবার আশা করছে সবাই। গ্রেডিং ক্রুরা এরই মধ্যে শাইয়্যানের আরও পশ্চিমে কাজ শুরু করে দিয়েছে।

সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে রোগা দুর্বল ইন্ডিয়ান পনির পিঠে শাইয়্যান সিটিতে হাজির হলো ক্রুস শ্যাফটার; রোগা হয়ে গেছে সে নিজেও; পরনের কাপড়চোপড়ের কাহিল অবস্থা। আজ প্রায় দুদিন উপোস সে। ক্লান্ত চেহারায় স্যাডল আঁকড়ে ধরে গ্রেড করা এমব্যাঙ্কমেন্টের সমান্তরাল লম্বা রাস্তা ধরে এগোল ক্রুস। শিগগিরই রেললাইন বসবে এখানে। ইতিমধ্যে রাস্তার দুপাশে দশ বারটা টেন্ট-স্যালুন চালু হয়ে গেছে; নাচগানসহ সব রকম বিনোদনের ব্যবস্থা করার জন্যে তিন চারটা বিশাল তাঁবু খাটানো হয়েছে। অনেক মেয়ে নিয়ে আসা হয়েছে দূর থেকে। শাইয়্যানে এখন পানির চেয়ে হুইস্কির যোগান বেশি।

একটা স্যালুনের সামনে হিচর‍্যাকে পনিটাকে দাঁড় করিয়ে পকেট হাতড়াল ক্রুস। সব মিলিয়ে মাত্র পঁচাত্তর সেন্ট পাওয়া গেল। খুচরো পয়সা মুঠিতে নিয়ে রেস্তরাঁয় ঢুকল ক্রুস। হাতে লেখা একটা নোটিস চোখে পড়ল ওর: 'খাবার-১ ডলার।' দ্রুত কয়েকবার চোখের পাতা নড়ল। মাথা নাড়ল সে। বেরিয়ে আসবে বলে পিছু হটল। হঠাৎ ওর পেছন থেকে মৃদু কণ্ঠে কথা বলে উঠল কে যেন। 'ক্রুস শ্যাফটার!'

কেভিন উইলিস। ওর পরনে লেভিস আর গায়ে ফ্লানেল শার্ট। মাথায় কালো স্টেটসন। পায়ে বুট। যথারীতি কোমরে ঝুলছে হোলস্টার, পিস্তলের ডগা উরুর সঙ্গে বাঁধা।

'তোমাকে আরও আগেই আশা করেছিলাম আমি, দেরি হলো কেন?'

'একটু এদিক ওদিক ঘুরেছি।'

'সিউদের সঙ্গে?' কৃশ হাসল উইলিস। 'ওগালালার পুবে থাকতে তুমি যে ওদের ধাওয়া করেছিলে সে খবর শুনি আমি।'

হাত দোলাল ক্রুস, ঝনঝনিয়ে উঠল হাতের খুচরো পয়সা। 'পুরো গ্রীষ্মকালটা আমার জলে গেছে।'

ক্রুসের হাতের ওপর চোখ রেখে এবার কেভিন উইলিস বলল, 'খেতে এসেছিলাম আমি, চল খাবে আমার সঙ্গে।'

'আমার খিদে নেই।'
'বাজি ধরে বলতে পারি কাল থেকে কিছু খাও নি তুমি।'
'ঠিক আছে,' বলল ক্রুস। 'হ্যাঁ, দুদিন খাওয়া হয় নি আমার।' হাতের মুঠি খুলল ও। 'কিন্তু এখানে জিনিসের দাম খুব চড়া, সস্তা একটা দোকান খুঁজতে হবে।'
'আরে দূর, ওই নোটিসের দিকে নজরই দিয়ো না। সে-তো ট্যুরিস্টদের জন্যে লাগানো হয়েছে ওটা। অন্যান্য দিন পঞ্চাশ সেন্টে যা চাও তাই পাবে।'
লম্বা একটা কাঠের টেবিলের দিকে ইশারা করে এগিয়ে গেল উইলিস, তাকে অনুসরণ করল ক্রুস।
'পঞ্চাশ সেন্টের ডিনার, দুটো,' ওয়েটারের দিকে কড়া দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল উইলিস।
'ইয়েস, স্যার, মিস্টার উইলিস!'
ওয়েটার চলে যেতে উইলিস শান্ত কণ্ঠে বলল, 'চাকরি লাগবে নাকি, ক্রুস?'
'একেবারে না জানিয়ে চলে গেছি, মনে হয় না রেলরোড আবার আমাকে চাকরি দেবে।'
'ইন্ডিয়ান হামলার কথা বলছ, তারপর বোধ হয় এদিকে আর আসা হয় নি তোমার?'
'না,' বলল ক্রুস।
'এক কাজ কর তাহলে, কানিংহামের সঙ্গে দেখা কর গে।'
'এখানেই আছে সে?'
'আর কোথায় থাকবে? অবশ্য এখন আর টাইমকিপার নয় সে, প্রমোশন পাওয়ার পর মেইনটেনান্সের দায়িত্ব পেয়েছে। আমার বস।'
'তুমি রেলরোডের চাকরি নিয়েছ?' সবিস্ময়ে জানতে চাইল ক্রুস।
হাসল উইলিস। 'শুরুর গোড়া থেকেই ওদের চাকরিতে আছি আমি। গত শীতে চাকরির প্রয়োজনেই নর্থ প্ল্যাটে গিয়েছিলাম।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'তাস খেলাটা আমার কাজেরই অংশ-লোকজনের কথাবার্তা শোনা যায় সহজে। গত শীতেই খবর আর প্রেস্কট সম্পর্কে জানতে পেরেছিলাম আমি।'
সামনের দিকে তাকিয়ে আছে উইলিস, ক্রুস যে ওর দিকে তাকিয়ে আছে টেরই পাচ্ছে না যেন। কথা বলে চলল সে। 'নর্থ প্ল্যাটে যাবার দুমাস আগে ওদের ট্রেইল হারিয়ে ফেলি আমি।'
'অন্য লোকটা তাহলে প্রেস্কট ছিল।'
অবশেষে ক্রুসের দিকে তাকাল উইলিস। 'ওদের খোঁজ পেয়েছিলে তুমি? যা সন্দেহ করেছিলাম, তোমার ওয়্যাগন ট্রেন ছেড়ে যাবার এটাই কারণ। জ্যাক মেরি তার রিপোর্টে বলেছিল হামলাকারী সিউদের মধ্যে নাকি দুজন শাদাও ছিল।'
মাথা দোলাল ক্রুস। 'ওদের ট্রেইল করে একটা ইন্ডিয়ান ক্যাম্পে

গিয়েছিলাম আমি। হ্যাঁ-আমি হ্যাকারের পাওনা মিটিয়ে দিয়েছি, কিন্তু প্রেস্কটের ব্যাপারে নিশ্চিত নই।'
'হুম। গত জুলাইতে জুলসবার্গে দেখা গিয়েছে তাকে, কিন্তু আমি সেখানে পৌঁছার আগেই আবার উধাও হয়ে যায়।'
'এখন কোথায় আছে সে?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ক্রুস।
'যেখানে হাতবদলের সুযোগ আছে,' বলল উইলিস। 'অবশ্য ইন্ডিয়ানদের কাছে এখন আর মদ বিক্রি করছে না সে।'
'রেলরোডের আশপাশেই পাওয়া যাবে তাহলে।'
'বোধ হয়। কিন্তু কোথায়? এখন থেকে ওমাহা পর্যন্ত রেললাইনের দৈর্ঘ্য পাঁচশো সত্তর মাইল। আবার ফোর্ট লারামির দিকেও গ্রেডিংয়ের কাজ চলছে।'
'শাইয়্যানে অবশ্যই আসবে সে!' বলল ক্রুস।
'যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। শাইয়্যান আমাদের শীতকালীন হেডকোয়ার্টার হবে, তার-' রাস্তার দিকে ইঙ্গিত করল উইলিস-'এ জায়গাটাও নর্থ প্ল্যাট আর জুলসবার্গের মতো নরকের চেহারা নেবে।' মাথা নাড়ল সে। 'শাইয়্যানটা আমার জন্যে বিরাট বোঝা হয়ে দাঁড়াচ্ছে!'
অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাল ক্রুস।
ম্লান হাসল উইলিস। 'আমার কাজই হচ্ছে ঝামেলা সামাল দেয়া।'
একটা ট্রের ওপর বড় আকারের দুটো বীফ স্টেক, আধখানা পাউরুটির দুপ্লেট খাবার আর দু'মগ কফি নিয়ে এল ওয়েটার। 'দুধ ছাড়া কফি,' বলল সে। 'দুধ পাওয়া যাচ্ছে না ঠিক মতো।'
'দুধ ছাড়া কফিই আমার পছন্দ,' বলল উইলিস। 'ক্রুসেরও বোধ হয় ইদানীং দুধ নামক পদার্থটা খাওয়া হয় নি।'
'কফিও না,' সংক্ষেপে বলল ক্রুস।
আবার কড়া দৃষ্টিতে ওয়েটারের দিকে তাকাল উইলিস, টেবিলের ওপর আধ ডলার রাখল সে। 'এই যে, আমার টাকা, ল্যাক।'
'নিশ্চয়ই, ধন্যবাদ, স্যার!'
ক্রুসও টেবিলের ওপর পঞ্চাশ সেন্ট রাখল, সেটা তুলে নিয়ে বিদেয় হলো ওয়েটার। তারপর শান্ত কণ্ঠে ক্রুস বলল। 'প্রেস্কটের খোঁজ আমাকে পেতেই হবে-কেন, জান?'
'নিশ্চয়ই,' নরম কণ্ঠে বলল উইলিস, 'ক্রুস।'
তাঁবুতে ঢুকল এক লোক, এদিক ওদিক তাকিয়ে উইলিসের ওপর দৃষ্টি ফেরাল, দ্রুত এগিয়ে এল ওদের টেবিলে। 'মিস্টার উইলিস, কানিংহাম এখুনি যেতে বলেছে তোমাকে।'
'জরুরি?'
'তাই তো বলল।'
অভুক্ত স্টেক সামনে ঠেলে দিল উইলিস। 'একটু অপেক্ষা কর, ক্রুস। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসছি আমি।'

উঠে তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেল উইলিস। খাবারের দিকে মন দিল ব্রুস শ্যাফটার। ওয়েটার এগিয়ে এল। 'মিস্টার উইলিস গেল কোথায়?'

'কানিংহাম ডেকে পাঠিয়েছে,' বলল ব্রুস।

'ওর স্টিক তো ঠাণ্ডা হয়ে যাচ্ছে! ওটা বরং খেয়ে নাও তুমি। মিস্টার উইলিস ফিরে এলে না হয় আরেকটা বানিয়ে দেব।'

'না!'

'নইলে যে ফেলে দিতে হবে!'

উঠে দাঁড়াল ব্রুস।

'ছেলেমানুষি কোরো না!' ধমকের স্বরে বলল ওয়েটার। 'খাও!'

একটা কথাও না বলে বেরিয়ে এল ব্রুস। দাঁড়িয়ে রইল তাঁবুর সামনে।

দশ মিনিট পর ফিরে এল কেভিন উইলিস। রাস্তা বরাবর সামনে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই যে দুটো তাঁবুর মাঝখানে এক কাঠের দালান দেখছ, ওটাই কানিংহামের অফিস। তোমার জন্যে কাজ নিয়ে বসে আছে সে।'

'তুমি সুপারিশ করেছ?'

'নাহ্। আমি শুধু বলেছি তুমি এখানে আছ।' উইলিসের ঠোঁট বেঁকে গেল। 'বড় বেশি খুঁতখুঁতে স্বভাব তোমার। কোম্পানি তোমাকে চাকরি দিতে বাধ্য। যাও, কানিংহামের সঙ্গে দেখা করে এস।'

কানিংহামের ফ্রন্ট অফিসে এখন তিনজন ক্লার্ক কাজ করছে। তবে পুরো একটা কামরা দখল করে আছে সে। ব্রুস ঢুকতেই মাথা দুলিয়ে স্বাগত জানাল। 'হ্যালো, ব্রুস,' শান্ত কণ্ঠে বলল সে। 'আবার চাকরিতে যোগ দিতে তৈরি তো?'

'চাকরিটা যদি এখনও বহাল থাকে, মিস্টার কানিংহাম।'

'তোমাকে তো ছাঁটাই করা হয় নি! ছমাসের বেতন জমে আছে!'

'কারও দয়া চাই না আমি!'

'দয়া! ইন্ডিয়ানদের কাছে অস্ত্র সরবরাহকারী দলের একজনকে খতম করেছ তুমি, আর এটাকে বলছ দয়া? ওগালালা আর নর্থ প্ল্যাটের মাঝখানের সেই লড়াইটার কথা কী বলবে? এমন একটা লড়াইয়ের পর কোম্পানি তোমার চাকরি খাবে, কী করে ভাবলে?' মাথা নাড়ল সে। 'আমাদের কোম্পানি তোমার কাছে কৃতজ্ঞ।'

স্থির দৃষ্টিতে কানিংহামের দিকে তাকাল ব্রুস, আস্তে করে শ্বাস ফেলল। 'অন্তর থেকেই কথাটা বলছ মনে হচ্ছে, মিস্টার কানিংহাম।'

'অবশ্যই! যাও, কেভিন উইলিসকে খুঁজে বের কর, ও তোমাকে সঙ্গী হিসেবে চায়।'

'কিন্তু চাকরি?'

'এটাই তোমার চাকরি। উইলিসের একজন সহকারী দরকার।'

কোম্পানি কমিশারিতে কেভিন উইলিসকে পেল ব্রুস, একটা রিপিটিং রাইফেল

পরখ করছিল, ওটা ব্রুসের হাতে তুলে দিল সে। 'দরকার হতে পারে।'

'কোথায় যাচ্ছি আমরা?'

'ফাইভ মাইল ক্যাম্প।'

'ইন্ডিয়ান?'

'তেমন কিছু নয়।' ব্রুসের দিকে তাকিয়ে হাসল উইলিস। 'পোকার খেলেছ কখনও, ব্রুস?'

'নাহ্। তবে গত শীতে অনেককে খেলতে দেখেছি।'

'এবার আরও দেখবে।' হাত খেলিয়ে এমন একটা ভঙ্গি করল উইলিস, ব্রুস বুঝতে পারল পুরো শাইয়্যান টেরিটোরির কথা বলছে সে। 'আর কিছু করতে হবে না তোমাকে—খালি দেখবে।'

'কেন, আমার পোকার খেলার বয়স হয় নি?'

অস্পষ্ট একটা শব্দ করল উইলিস। 'দশ বছরে পা দেয়ার আগেই বাবা আমাকে পোকার খেলা শেখায়। এর জন্য বয়স লাগে না। তবে পোকার আবার দুরকম। আজ বুঝবে।'

শাইয়্যান ছাড়ার পর পোকার সম্পর্কে তার মন্তব্যের ব্যাখ্যা দিল কেভিন উইলিস। 'অনেকে মনে করে পোকার খেলা ভাগ্যের ব্যাপার, কেউ আবার মনে করে দক্ষতাই আসল। আমি অবশ্য বাঁটার পর হাতে আসা কার্ড খেলায় দক্ষতার কথা বোঝাচ্ছি না। হাত সাফাইয়ের দক্ষতার কথা বলছি। দুজন লোক নাকি ওই কায়দায় ফাইভ মাইল ক্যাম্প পরিষ্কার করে দিচ্ছে।' মাথা নাড়ল সে। 'গ্রেডারদের জুয়া খেলা থেকে সরিয়ে রাখা সম্ভব নয়, ঠিক, কিন্তু ওরা যাতে ফতুর না হয় সেদিকটা দেখা দরকার।'

'শাইয়্যানের আড্ডাগুলো কি ফতুর করে না ওদের?'

'বেশির ভাগই করে। তবে পোকার নগদ টাকার খেলা, হাতে টাকা থাকলে যে কেউ শহরে এসে খেলতে পারে। কিন্তু ক্যাম্পে আগাম-মজুরি দিয়ে খেলে ওরা। ফলে পে-ডেতে বাড়িতে পাঠানোর মতো আর টাকা থাকে না কারও হাতে।'

সাপারের দিকে ফাইভ মাইল ক্যাম্পে পৌঁছুল ওরা। সামনের দিকের একটা তাঁবুতে খেলা শুরু হয়ে গেছে ইতিমধ্যে। একটা ব্ল্যাংকেট মাটিতে বিছিয়ে সাতজন খেলছে: পাঁচজন গ্রেডার, সন্দেহ নেই; বাকি দুজনের পরনে কর্কশ পোশাক। একজনের গায়ে শুধু শার্ট, ওর হাতে কোনও কড়া দেখা যাচ্ছে না, মানে শ্রমিক নয়; শেষ লোকটার হাতও ছোট ছোট এবং কোমল, ঢলঢলে একটা কোট তার গায়ে।

কেভিন উইলিস আর ব্রুস শ্যাফটার খানিকটা দূরে ঘোড়া থেকে নেমে পায়ে হেঁটে এগিয়ে গেল ওদের দিকে।

'ওদের একজনকে চিনি,' বলল উইলিস, 'ওর নাম ওয়েলডন, ওমাহা থেকে শাইয়্যান অবধি রেল রোডের কাজ করেছিল।'

খেলা দেখতে লাগল ওরা। সুযোগ বুঝে কেউঅলার পেছনে চলে এল উইলিস, কাঁধের ওপর দিয়ে ওর দিকে তাকাল লোকটা।

'আমি তোমার [illegible] বিশ্বাস করি,' বলল সে, '[illegible] তোমার [illegible], সেটা তোমার পছন্দ না।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে [illegible] এক [illegible] উইলিস। [illegible] ওয়েলডন। [illegible] এক আইরিশ, [illegible] দিল হাতের তাস। 'আমি [illegible] হয়ে গেছি।' ওয়েলডনের দিকে তাকাল সে, [illegible] টাকাটা তুলে ধরে রেখো?

[illegible] ওয়েলডন, [illegible] বলল। [illegible] এক [illegible] সে, '[illegible],' বলল [illegible], '[illegible] মজুরি [illegible] গেছে!'

'তাড়াতাড়ি কর তুলো!' অনুনয় করল আইরিশ।

'না,' সরাসরি নাকচ করে দিল ওয়েলডন।

তাস নিয়ে উঠে দাঁড়াল আইরিশ। 'জাহান্নামে যাও!' ওয়েলডন [illegible] হাত বাড়ানোর আগেই থেমে গেল সে, [illegible] দাঁতের মত [illegible] ইঞ্চি [illegible] ছুরির ডগা।

'তুমি খেলায় আগ্রহী আছ?' জানতে চাইল উইলিস।

'এটা প্রাইভেট-গেম,' জবাব দিল [illegible]।

'ঠিক কিন্তু,' আপত্তি জানাল ওয়েলডন, '[illegible] তিন [illegible]। কেভিন উইলিস।'

'আমার টাকাটা রাখলাম,' বলল উইলিস। আইরিশম্যানের ছেড়ে দেয়া জায়গায় বসল সে।

বড় নজরে ওর দিকে তাকাল ওয়েলডন। 'কিন্তু তুমি কোম্পানির লোক!' অভিযোগ করল সে।

'এখানে সবাই-ই কোম্পানির,' পাল্টা জবাব দিল উইলিস, 'তুমি আর তোমার লোক বাদে।'

'ঠিক ও!' চেঁচিয়ে বলল এক প্লেয়ার।

সম্মতি জানিয়ে বলল দুই জুয়াড়ি। কাঁধ ঝাঁকাল ওয়েলডন। 'আগে দেখি কত টাকা আছে তোমার।'

মুঠো ভর্তি কয়েন বের করল উইলিস, বেশিরভাগ স্বর্ণমুদ্রা, কিন্তু কয়েকটা নোটও যোগ করল ওগুলোর সঙ্গে। 'চলবে?'

তাস নিয়ে শাফল শুরু করল ওয়েলডন। কিন্তু দাঁতের আগেই তাকে বাধা দিল কেভিন উইলিস। 'আমি কাটব।'

চটাস করে তাসগুলো নামিয়ে রাখল ওয়েলডন। 'কাটো!'

শুধু কাটা নয়, ওয়েলডনকে ফিরিয়ে দেয়ার আগে শাফলও করল উইলিস।

মাসে মাত্র পঞ্চাশ ডলার মজুরি পায় এখানকার শ্রমিকরা, সেদিক দিয়ে ভাবলে খেলাটাকে উঁচু স্টেকেরই বলা যায়। একজন প্লেয়ার এক ডলার 'কল' দিয়ে খেলা শুরু করল। আরেকজন এক ডলার বাড়াল। কোটঅলার পালা এল।

'খেলা জমবে মনে হচ্ছে,' বলল সে। 'দুডলার বাড়াচ্ছি আমি।'

[illegible] নিল একজন [illegible] সবাই [illegible]। একটা তাস নিল [illegible] একজন, [illegible] তারপর [illegible] দিল হাতের তাস। [illegible] তাস নিল। শেষ [illegible] কোটঅলার পালা। [illegible] তাস [illegible] ওয়েলডন।

ইয়ান?

হাতের তাস পরখ করল ইয়ান। 'দুই।'

ওকে দুটো তাস দিল ওয়েলডন। হাতের তাস নামিয়ে রাখল ইয়ান, ছুঁয়ে দেখল না, আগ্রহ নিয়ে [illegible] পাশে। চোখ রাখছিল ক্রুস, চমকে উঠল সে। ইয়ানের হাত টেবিলের পাশে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় [illegible] ওপর ঘুরে গেল একবার, একটা বাড়তি তাস যেন জাদু মন্ত্র-বলে তার হাতে জায়গা করে নিল। সব তাস একসঙ্গে তুলে নিল সে, আস্তে ধীরে খেলতে শুরু করল।

খেলোয়াড় [illegible] প্রথম প্লেয়ার তার তাস পরখ করে পাঁচ ডলার [illegible] দিল। তার পাশের লোকটা ছেড়ে দিল এবার। উইলিসের পালা এবার, পাঁচ ডলার ডাকল সে।

অবশেষে ইয়ান। 'বেশ,' বলল সে, 'আমার হাতেই সবচেয়ে ভালো তাস আছে মনে হচ্ছে।'

'ফেলে দেয়া তাস থেকে একটা তাস চুরি করেছ তুমি!' নিচু স্বরে বলল ক্রুস।

চমকে তাকাল ইয়ান। 'মানে?'

'নিজের চোখে দেখেছি আমি,' বলল কেভিন উইলিস। 'তোমার হাতে এই মুহূর্তে ছয়টা তাস আছে।'

গর্জন ছাড়ল এক আইরিশ। 'দেখি তোমার...!'

ইয়ানের হাতের দিকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে, কিন্তু বাউলি কেটে সরে গিয়ে উঠে দাঁড়াল জুয়াড়ি, অগ্নিদৃষ্টিতে ক্রুসের দিকে তাকাল। 'ইঁচড়ে পাকা ছেলে, তোমাকে আচ্ছা শিক্ষা দেব!'

ক্রুসের দিকে এক পা এগোল সে।

নড়ল না ক্রুস, জুয়াড়ির হাতের দিকে তাকিয়ে আছে। লোকটার বামহাতে তাস, ডান হাত মুক্ত। ইয়ানকে খালি চোখে নিরস্ত্রই মনে হয়।

'সাবধান, ক্রুস!' হঠাৎ সতর্কবাণী উচ্চারণ করল উইলিস, 'ওর কাছে স্প্রিং-গান আছে!'

সামনে বাড়ল ইয়ানের ডান হাত, ক্রুস শাফটারের দিকে। কোটের হাতার ভেতর থেকে লাফ দিয়ে বেরিয়ে এল একটা ডেরিঞ্জার, স্থান করে নিল হাতের তালুতে। ক্রুসের কাছে এধরনের ঘটনা নতুন অভিজ্ঞতা। কেভিন উইলিসের সাবধানবাণী শুনতে পেলেও সে ভেবেছিল লোকটা ড্র করবে, অথচ দেখল, খালি হাত সামনে বাড়াল ইয়ান—পরক্ষণে সশস্ত্র হয়ে গেল সে।

গর্জে উঠল ডেরিঞ্জার, পয়েন্ট ফোর ওয়ান বুলেট ছুটো করে দিল ক্রুসের

কাঁধ, গুলির ধাক্কায় প্রায় আধপাক ঘুরে গেল সে। আপনাআপনি কোমরের বেল্টে গোঁজা রিভলভারের দিকে হাত চলে গেল, কিন্তু বুঝতে পারল পড়ে যাচ্ছে সে। এই সময় গুলির শব্দ শুনতে পেল, দুবার, পড়ে গেল সে।

এক লাফে ব্র্যাকেট টপকে ক্রুসের পাশে এসে হাঁটু গেড়ে বসল কেভিন উইলিস।

'চোট পেয়েছ তুমি,' বলল সে। 'আগেই স্প্রিঙ-গান সম্পর্কে সাবধান করা উচিত ছিল তোমাকে!' ক্রুসের শার্ট একটানে ছিঁড়ে ফেলল সে, তারপর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। 'মারাত্মক কিছু নয়,' বলল।

দুই জোচ্চোরই মাটিতে পড়ে আছে। ইয়ান মারা গেছে, ওয়েলডন মৃত্যুপথযাত্রী। এক আইরিশ ওয়েলডনের শার্টের পকেট ছিঁড়ে এক তাড়া আই.ও.ইউ. বের করল।

'এগুলো আর ভাঙাতে হবে না ব্যাটাকে!' চেঁচিয়ে বলল সে। তারপর কুটিকুটি করে ছিঁড়ে হাওয়ায় উড়িয়ে দিল কাগজের টুকরোগুলো।

তের

কোম্পানিরই একটা ওয়্যাগনে করে ক্রুসকে শাইয়্যানে আনল কেভিন উইলিস। টেন্ট হসপিটালে কোম্পানির নিজস্ব ডাক্তার যখন ওকে পরীক্ষা করল ততক্ষণে প্রচুর রক্ত হারিয়েছে সে। মাঝ রাতের দিকে প্রলাপ বকতে শুরু করল সে। পরদিন সকালে অবশ্য জ্বর কমল। বিকেলের দিকে মেল-নার্স ক্রুসের কটের পাশে এসে জিজ্ঞেস করল, 'একজন দেখা করতে চায়, আসতে বলব?'

কেভিন উইলিস ওকে দেখতে এসেছে মনে করে মাথা দুলিয়ে সায় দিল ক্রুস। কিন্তু খানিক পর হালকা পায়ের আওয়াজ কটের দিকে এগিয়ে আসছে বুঝতে পেরে মুখ বিকৃত হয়ে গেল ওর।

শ্যারন সাইলাস।

'ওহ্, ক্রুস!' চড়া গলায় বলে উঠল মেয়েটা। 'অনেক আগেই তোমার আহত হবার খবর পেয়েছি আমি, কিন্তু এতক্ষণ ওরা আসতে দেয় নি আমাকে!'

প্রায় লাফ দিয়ে বিছানার কিনারে উঠে বসল শ্যারন, দুহাতে ক্রুসের মাথা ধরে উঁচু করে চুমু খেল আলতো করে। নিজেকে মুক্ত করার চেষ্টা চালাল ক্রুস, ফলে আবার রক্তক্ষরণ শুরু হলো ক্ষতস্থানে। ভাগ্য ভালো শ্যারনের পেছন পেছন এসেছিল মেল-নার্স, জোর করে শ্যারনকে ছাড়িয়ে নিল সে।

'দেখ, মেয়ে!' ধমকের সুরে বলল লোকটা, 'কাজটা মোটেই ভালো করো নি তুমি!'

'কেন?' জানতে চাইল শ্যারন, 'সেবার আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে ও, তারপর এতদিন পর আবার দেখা হলো!'

'ওর শরীর এখন খুব দুর্বল, উত্তেজিত করা ঠিক হবে না,' রাগের সঙ্গে বলল নার্স। 'তুমি এমন কিছু করবে বুঝলে আসতেই দিতাম না। এখন দয়া করে চলে যাও।'

'না, যাব না!' ঘোষণা করল শ্যারন। 'জোর করে বের করবে নাকি?'

'তাই করতে হবে,' শ্যারনের বাহু ধরতে গেল লোকটা, ফুট করে তার পায়ে লাথি মেরে বসল মেয়েটা।

'বাবাকে বলে দেব আমি!' চিৎকার করল শ্যারন, 'তোমাকে ছাঁটাই করে দেবে তখন। ওকে বল তো, ক্রুস, আমার বাবার নামটা!'

'তুমি জেনারেল জর্জের মেয়ে হলেও পরোয়া করি না,' গম্ভীর কণ্ঠে বলল নার্স। 'এই ছেলেটার দায়িত্ব আমার ওপর, তোমাকে যেতেই হচ্ছে।'

'ও যা বলে কর,' বলল ক্রুস।

হাল ছেড়ে দিল শ্যারন। 'ঠিক আছে, যেতে হয়, যাব। তবে বাবাকে জিজ্ঞেস করে দেখব তোমাকে আমাদের কোয়ার্টারে নিতে অসুবিধা আছে কিনা। ওখানে আমি নিজেই তোমার দেখাশোনা করতে পারব।'

'দরকার নেই,' চট করে বলল ক্রুস। 'আমি এখানেই থাকছি।'

'দেখা যাবে,' বলল শ্যারন, ক্রুসের উদ্দেশে বাতাসে একটা চুমু ভাসিয়ে দিয়ে গটগট করে বের হয়ে গেল সে।

এক ঘণ্টা পর ক্রুসের বিছানার পাশে এসে দাঁড়াল হিউ সাইলাস, শ্যারনের মতো উৎফুল্ল দেখাচ্ছে না তাকে। 'তোমার এ অবস্থা দেখে খারাপ লাগছে,' বলল সাইলাস। 'তবে শুনলাম ঘটনার জন্যে আসলে তুমিই দায়ী।' অধৈর্যসূচক একটা ভাব করল সে। 'ওখানে শ্রমিকদের ঠকানো হচ্ছিল, ঠিক, কিন্তু কেভিন উইলিসের সঙ্গে ছিলে তুমি, তোমার মতো ওকেও খুব একটা পছন্দ নয় আমার। লোকটা গানফাইটার—আর—'

'মিস্টার সাইলাস,' ক্লান্ত শোনাল ক্রুসের কণ্ঠস্বর, 'আমাকে একটু একা থাকতে দাও!'

ভুরু কোঁচকাল সাইলাস। 'তোমার ব্যাপারে মেয়েটা আমাকে খুব জ্বালাচ্ছে, এ-অবস্থায় তোমাকে একা থাকতে দিই কী করে? তোমাকে আমাদের কোয়ার্টারে নেয়ার বায়না ধরেছে সে।'

'আমি এখানে থাকব। ওকে তো বলেইছি!'

'ও বলছে ইন্ডিয়ানরা আমার স্ত্রীকে হত্যা করার সময় তুমি ওকে বাঁচিয়েছিলে, হতে পারে সত্যি কথাই বলছে ও।' একটু হেসে সাইলাস ফের বলল। 'যদি সত্যি হয়, তোমাকে একটা ধন্যবাদ জানানো আমার কর্তব্য। তবে আসল কথা হলো তুমি একজন পেশাদার গানফাইটার। আমি চাই না আমার মেয়ে একজন খুনীর সঙ্গে মেলামেশা করুক!'

'আগেও বলেছি,' গলা চড়াল ক্রুস, 'ওকে আমার কাছ থেকে সরিয়ে রাখলেই আর ঝামেলা হবে না!'

সাইলাসের চোখে ম্লান ছায়া পড়ল। 'তাই করতে হবে।' ঘুরে বেরিয়ে গেল সে।

পরে কানিংহামের সঙ্গে আলাপ করল সাইলাস। 'কাল ক্যালিফোর্নিয়ার একটা স্টেজ আসছে, শ্যারনকে তাতে তুলে দেব। স্যাকরামেন্টোয় ওর খালা আছে, গতমাসে শ্যারনকে ওর কাছে পাঠিয়ে দিতে লিখেছিল আমাকে।'

'শ্যারনকে যে ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠাচ্ছ, ও জানে?' শান্ত কণ্ঠে জানতে চাইল কানিংহাম।

'আজ রাতেই বলব,' সাইলাসের কপালে কুঞ্চন দেখা দিল। 'মেয়েটা রাজি হবে না, তবু যেতে হবে।' ইতস্তত করল সে। 'মাত্র তের বছর বয়স মেয়েটার—বুঝি এত অল্প বয়সে ...কিন্তু—'

'ক্রস শ্যাফটারের প্রেমে পড়েছে ও?'

'ছেলেটার প্রতি ওর আগ্রহ অস্বাভাবিক। ছেলেটা একটা অপদার্থ, অনেক বোঝানোর চেষ্টা করেছি ওকে। কিন্তু আমি যত যাই বলি উল্টে ক্রসের পক্ষে সাফাই গায় সে। এখন আবার বলছে ক্রস নাকি ওর মাকেও বাঁচানোর চেষ্টা করেছিল!'

'ওয়্যাগন ট্রেনের সার্জেন্ট-ইন-কমান্ডের রিপোর্ট তুমি দেখেছ!'

অধৈর্য ভঙ্গি করল সাইলাস। 'ওর মতো একটা বাচ্চা ছেলে—তাও মাত্র একজন—শ্যাফটার যদি সত্যি অতগুলো ইন্ডিয়ান মেরে থাকে তাহলে বলতে হয় আমাদের সৈন্যগুলো কোনও কাজের নয়, তারা কাউকে মারতে পারে নি।' তিক্ত চেহারায় কানিংহামের দিকে তাকাল সে। 'তুমিও দেখি সারাক্ষণ ওর পক্ষে কথা বল!'

'হ্যাঁ,' শান্ত কণ্ঠে বলল কানিংহাম। 'বোধ হয় তাই। ক্রস শ্যাফটারের আসল কাহিনী এখনও জানা সম্ভব হয় নি বলেই আমার ধারণা। এবং নিজ থেকে কখনও বলবেও না সে। চোখের সামনে যখন পাষণ্ডগুলো বাবা-মাকে হত্যা করে মাত্র পনের বছর বয়স ছিল ছেলেটার।'

'শ্যারনও নিজের চোখে মাকে খুন হতে দেখেছে!'

'ঠিক। কিন্তু দুটো ঘটনার তুলনা করা ঠিক হবে না। শ্যারনদের ব্যাপারটা ছিল ইন্ডিয়ানদের হামলা—একটা লড়াই—'

'ম্যাসাকার!'

'পাল্টা লড়ার ক্ষমতা ছিল ওদের, এটা একটা পার্থক্য। কিন্তু ক্রস...'

রাগে চেঁচিয়ে উঠল সাইলাস, পাঁই করে ঘুরে কানিংহামের অফিস থেকে বেরিয়ে গেল সে। এক মুহূর্ত গম্ভীর চেহারায় তার গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইল কানিংহাম, তারপর উঠে ক্রসকে দেখার জন্যে হাসপাতালের উদ্দেশে পা বাড়াল।

বিছানায় বসে নেভী কোল্টের ট্রিগার টানার অনুশীলন করছে ক্রস, দেখতে পেল সে।

চোদ্দ

আঠারোশো সাতষট্টি-আটষট্টির শীতে একবারের জন্যেও বন্ধ হলো না ট্রেনের আসা যাওয়া। শাইয়্যানেই থাকল হেডকোয়ার্টার; আর্থিক সমস্যা প্রায় মিটে গেছে ইউনিয়ন প্যাসিফিকের, তাই ওয়াইওমিং টেরিটোরিতে কাজ শুরুর প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা।

ট্রেন বোঝাই রেল, ফ্ল্যাটকার বোঝাই টাই আর যন্ত্রপাতি আসছে; নকশ মোতাবেক তৈরি বিশাল গার্ডার এনে জোড়া লাগিয়ে আয়রন ওয়ার্কের সাথে ঝালাই করে রাখা হলো, আগামী বসন্ত আর গ্রীষ্মে ক্রিক আর নদীর ওপর সে বসানোর জন্যে যথাস্থানে পাঠানো হবে। রেলরোড বরাবর ট্র্যাক বরাবর বিশা খাদ্যভাণ্ডার গড়ে তোলা হয়েছে। তুষার ভেজা মাটিতে ট্র্যাক বসানো হচ্ছে ন তবু শাইয়্যানের ব্যস্ততা একটুও কমল না। পে-রোলে অনেক শ্রমিকের ন রইল। সন্ধ্যাগুলো দীর্ঘ হয়ে দাঁড়িয়েছে, স্যালুন আর হুইস্কিডগুলো তাই রমর ব্যবসা করছে।

ডিসেম্বরের শেষ দিকে একটা স্যালুনে ঢুকল কানিংহাম। আয়রন-স্টি স্টোভের পাশে একা বসে রয়েছে ক্রস শ্যাফটার। 'এই যে, ক্রস, তুমি এখানে' বলে শিপস্কিন-লাইণ্ড ওভারকোটের বোতাম খুলতে শুরু করল সে। 'তোম নামে একটা চিঠি, গতকাল এসেছে আমার হাতে।'

খামটা হাতে নিয়ে দেখল ক্রস, বের করল চিঠিটা। শ্যারন সাইল লিখেছে:

'প্রিয় ক্রস,

জান বোধ হয় এখন আমি ক্যালিফোর্নিয়ায়। জুলিয়া খালার বাড়িতে বেড়াতে এসেছি, এখানে একটা র‍্যাঞ্চ আছে ওর। কমলা, আঙুরসহ নানা জাতের ফলের চাষ হয়। এটা ডিসেম্বর মাস, কিন্তু ওয়াইওমিংয়ে জুলাইতে যেমন গরম পড়ে ঠিক তেমন গরম পড়ছে। আমার খালা অসম্ভব ভালো। বেশ ভালোই লাগছে আমার এখানে। কিন্তু বারবার বাবার কথা মনে পড়ে, তোমার কথাও ভাবি। ওখানে তুমিই ছিলে আমার সত্যিকারের বন্ধু, একমাত্র বন্ধু, মনে হয়...'

আর পড়ল না ক্রস, উঠে দাঁড়াল, চুলোর মুখ খুলে আগুনে ছেড়ে দিল চিঠিটা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ওকে জরিপ করল কানিংহাম। 'কোনও খারাপ খবর?'

'না! ওটা—না, কিছু না!'

আবার কোটের বোতাম লাগাতে আরম্ভ করল কানিংহাম। 'ঠিক আছে,

আবার কাজ শুরু করবে বলে মনে হচ্ছে, না!' বেরিয়ে গেল সে।

চেয়ারে হেলান দিয়ে বসল ক্রস, চেয়ে রইল লাশ হয়ে ওঠা চুলোর দিকে।

পনের

আরও পশ্চিমে এগোল রেললাইন, সেই সঙ্গে জায়গা বদলাল তাঁবুগুলোও। লারামি-রলিন্স-রক স্প্রিংস। অবশেষে বেন্টন। নর্থ প্লাটি, জুলসবার্গ আর শাইয়্যানের মত জমজমাট হয়ে উঠল বেন্টনও। ওমাহা আর বেন্টনের দূরত্ব আটশো মাইল। এটাই ইউ.পি.'র সর্বশেষ বৃহৎ তাঁবু শহর। শাইয়্যানের তুলনায় বেন্টনে স্যালুনের সংখ্যা দ্বিগুণে দাঁড়াল, জুয়াড়ি আর মেয়ের সংখ্যাও তাই; এবং মৃত্যুও পাল্লা দিয়ে বাড়ল তার সঙ্গে।

বেন্টনের কথা ক্রস শ্যাফটার ভুলতে পারবে না।

জুন মাসের এক বিকেলে ওকে খুঁজে বের করল কেভিন উইলিস। 'আজ বেতনের টাকা হালাল করা যাবে,' বলল সে, 'হুইস্কিঅলা একটা দল গ্রেডিং ক্যাম্পে পসরা নিয়ে বসেছে, তিন চারটা ক্যাম্পে বলতে গেলে কাজকর্ম বন্ধই হয়ে গেছে।'

বেন্টনের পাঁচ মাইল দূরে পথের ধারেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে দশ বারটা রোড স্ক্র্যাপার। হার্নেস পরানো ঘোড়াগুলো খর্বাকৃতি বাফেলো-গ্রাস খাচ্ছে আপনমনে। একটা মাত্র স্ক্র্যাপারে কাজ চলছে। একজন শ্রমিক ধরে রেখেছে সেটা, আরেকজন ঘোড়াগুলো চালাচ্ছে। একটা ডালপালা ছড়ানো কটনউডের নীচে দল বেঁধে বসে আছে জনা বার শ্রমিক। খালি একটা হুইস্কির জাগ গড়াগড়ি খাচ্ছে কাছেই; পালাক্রমে হাত বদল হচ্ছে আরেকটা।

চারজন আবার গান গাইছে হেঁড়ে গলায়।

কেভিন উইলিস আর ক্রস শ্যাফটার এসে এ অবস্থাতেই পেল ওদের।

'হাউডি, বয়েজ,' বলল উইলিস।

'রাস্তা মাপ!' পাল্টা জবাব দিল একজন।

'এস, গলা ভেজাবে!' দাওয়াত দিল আরেকজন।

মাথা নাড়ল উইলিস। 'এটা কি ড্রিঙ্কের সময়?'

'ড্রিঙ্কের জন্যে আবার সময় লাগে নাকি!' বলল এক গ্রেডার।

ঘোড়া থেকে নামল উইলিস। 'কিন্তু কাজের সময় হুইস্কি চলে না,' বলল ও, ঠোঁটে মৃদু হাসি, শ্রমিকদের দিকে এগিয়ে গেল সে।

রিভলভার বের করে আলগোছে গাছটার দিকে তাক করে রাখল ক্রস শ্যাফটার। হাসিমুখেই এগিয়ে গেল উইলিস। জাগটা যার হাতে ছিল তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, 'ওটা দাও আমাকে।'

হাসি দেখে হোক কিংবা ভদ্রতার খাতিরেই হোক, উইলিসের হাতে

জাগটা দিল লোকটা। সঙ্গে সঙ্গে আছাড় দিয়ে ওটা চুরমার করে দিল উইলিস।

সমস্বরে কর্কশ গর্জে উঠল সবাই। উঠে দাঁড়াল গ্রেডারদের দল, কেভিন উইলিসকে শেষ করে ফেলবে যেন।

কটনউডের একটা ডাল লক্ষ্য করে ট্রিগার টানল ক্রস শ্যাফটার। থমকে দাঁড়াল লোকগুলো।

'হুইস্কি কোথায় পেয়েছ?' জানতে চাইল উইলিস।

গুলির শব্দে আগেই ভয় পেয়েছে, এবার উইলিসের উরুর সঙ্গে বাঁধা পিস্তল দেখে অস্বস্তির সঙ্গে মুখ চাওয়াচাওয়ি করল গ্রেডাররা। তারপর সামনে পা বাড়াল একজন। 'তোমাকে বলতে হবে নাকি!' খেঁকিয়ে উঠল সে। লোকটা বেপরোয়া অথবা অতিরিক্ত মদ খেয়ে টাল।

'হ্যাঁ, হবে!' পাল্টা জবাব দিল উইলিস। 'এখনও খাবার পানি কেনার টাকাই কামাতে পারে নি এদের কেউ। কাজের সময় ড্রিঙ্কের ওপর নিষেধাজ্ঞার কথা নিশ্চয়ই জানা আছে তোমাদের!'

'তুমি কে আমাদের ওপর মাতব্বরি ফলাতে এসেছ?' জানতে চাইল বেপরোয়া কিংবা মাতাল গ্রেডার।

'ও কেভিন উইলিস!' চিৎকার করে জানাল একজন গ্রেডার।

'কেভিন উইলিস কি জেনরেল গ্রান্ট পরোয়া করি না আমি! ব্যাটা আমার হুইস্কি জাগ ভেঙেছে, আমার সঙ্গে বোঝাপড়া করতে হবে!' বিশাল মুঠি পাকিয়ে উইলিসের দিকে তেড়ে এল সে।

আরও বিস্তৃত হল উইলিসের হাসি। 'বেশ, মারপিট করতে চাইছ যখন...' আচমকা সামনে এগিয়ে গেল সে, বেমক্কা এক ঘুসিতে কুপোকাত করল গ্রেডারকে।

পতিত লোকটার দিকে তাকাল উইলিস, পা দিয়ে খোঁচা দিল তাকে। নিথর পড়ে থাকল গ্রেডার।

এবার বোধোদয় হলো বাকি গ্রেডারদের: এক ঘুসিতেই ওদের এক মস্তানকে যে ফেলে দিতে পারে তাকে সমীহ করতেই হয়।

'টুয়েন্টি মাইলের ওদিকে কয়েকজন লোক ওয়াগন বোঝাই হুইস্কি নিয়ে এসেছে, ওরাই বিক্রি করেছে আমাদের কাছে,' জানাল একজন।

মাথা দোলাল উইলিস। 'এখন থেকে শুধু পে-ডেতে ড্রিঙ্ক করতে পারবে। এবার যাও, কাজ শুরু কর, ঘামের সঙ্গে মদ ঝরে যাবে।'

ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে উঠে বসল উইলিস। ওরা পঞ্চাশ গজ দূরে আসার আগেই ঘোড়া রাউন্ডআপ শুরু করল গ্রেডাররা।

পাঁচ মাইল আসার পর আরেকটা দলের দেখা পেল ক্রস আর উইলিস। এরাও কাজ বাদ দিয়ে মদ টানছে। কিন্তু দুজনে স্যাডল থেকে নামার আগেই একদল অশ্বারোহী এগিয়ে এল। সবার সামনে হিউ সাইলাস।

'এই যে, উইলিস!' খানিকটা দূরে থাকতেই চিৎকার করে বলল সে।

'তোমারই অপেক্ষা করছিলাম আমরা। টুয়েন্টি মাইলে গোলমাল বেধেছে।' আরেকটু এগিয়ে আসার পর ক্রুসের দিকে নজর গেল তার।

ক্রুস বলল, 'হাউডি, মিস্টার সাইলাস?'

ভুরু কোঁচকাল সাইলাস। 'ওহ্, তুমি! ভালো। উপযুক্ত কাজই পেয়েছ তুমি।' কেভিন উইলিসের দিকে তাকাল সে। 'ওয়াগন বোঝাই হুইস্কি নিয়ে এসেছে একদল লোক। ওদের বিদায় করার চেষ্টা চালাতে গিয়ে মারা পড়েছে মরিয়ার্টি, খুন!'

'টুয়েন্টি মাইলে?' জানতে চাইল উইলিস।

'ওখানেই ওয়াগন থামিয়েছে বদমাশগুলো। চারপাশে সব জায়গায় হুইস্কি বিক্রি করছে।' কাছের গ্রেডিং ক্রুদের দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'এদের অর্ধেকই মাতাল।'

'ঠিক হয়ে যাবে,' লাগাম হাতে তুলে নিল উইলিস। 'আমরা বরং টুয়েন্টি মাইলেই যাই।'

'আমিও যাব তোমাদের সঙ্গে,' জোরের সঙ্গে বলল সাইলাস। তার সঙ্গী ড্রাইভারদের ইশারা করল সে। 'বেন্টনে ফিরে যাও তোমরা।'

উইলিসের পেছন পেছন এগোল সাইলাস। কিছুটা সামনে থাকল ক্রুস শ্যাফটার। বেশ দ্রুত টুয়েন্টি মাইলের উদ্দেশে এগোল ওরা। টুয়েন্টি মাইলে রোড বেড নির্মাণ শেষ হয়েছে। মাঝারি আকারের একটা ক্যাম্প রয়েছে এখানে।

চলার পথে শ্রমিকদের একাধিক ছোট ছোট দলকে অতিক্রম করল ওরা, কাজ করছে, মোটামুটি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ওয়াগন মাল বইছে। কিন্তু টুয়েন্টি মাইলে একজনও কাজ করছে না।

একটা প্রেইরি-স্কুনারের আশপাশে ঘুরঘুর করছে অন্তত পঞ্চাশজন শ্রমিক। ওয়াগনের ছাউনি খুলে ফেলা হয়েছে; তিনপাশে বোর্ড বসিয়ে বার তৈরি করা হয়েছে। ওয়াগনে ডজনখানেক হুইস্কি কেস, ইতিমধ্যে খালি হয়ে গেছে গোটা তিনেক।

উইলিস আর সাইলাসকে আগে বাড়ার সুযোগ দেয়ার জন্যে ঘোড়া থামাল ক্রুস। হিউ সাইলাসকে চিনতে পেরে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল একজন।

'বস এসেছে!'

হুইস্কি ওয়াগনের চারপাশে তোলপাড় দেখা দিল। তিনজন লোককে ওয়াগনে দেখতে পেল ক্রুস। ওদের দিকে চোখ যেতেই সারা শরীর কেঁপে উঠল।

একজন প্রেস্কট!

স্যাডল থেকে নামল সে। ওর পাশে এসে থামল কেভিন উইলিস। 'ক্রুস, সাবধান!'

'বিশালদেহী লোকটা প্রেস্কট,' প্রায় বেসুরো গলায় বলল ক্রুস।

চট করে মাটিতে নামল উইলিস। 'সেজন্যেই–' ক্রুসের বাহু আঁকড়ে ধরল

সে–'ব্যাপারটা আমাকে সামলাতে দাও। একজন যে ওদের পক্ষ নেবে জানি না আমরা!'

উইলিসের হাত থেকে এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিল ক্রুস। সাঁই করে ঘোড়ার দিকে ফিরল উইলিস, স্যাডলবুট থেকে টান মেরে বের করে আনল উইনচেস্টার।

'ঠিক আছে,' হুইস্কি ওয়াগনের খানিকটা দূরে থাকতেই চিৎকার করে উঠল উইলিস। 'এবার গাড়ি-ঘোড়া নিয়ে কেটে পড় এখান থেকে। হুইস্কি বিক্রির পালা খতম!'

প্রেস্কটই বোধ হয় ওদের নেতা, একটা শর্ট ব্যারেল্ড শটগান হাতে তুলে নিল সে, একটা হুইস্কি কেসের ওপর রাখল ওটার ব্যারেল।

'অর্ডার যা দেয়ার তোমাদের আইরিশ লেবারারদের দাও!' খেঁকিয়ে উঠল সে। 'আমরা ইউ.পি.'র কর্মচারী না!'

দ্রুত কেভিন উইলিস আর ক্রুসের পেছনে এসে চেঁচিয়ে উঠল সাইলাস। 'এটা রেলওয়ের জায়গা!'

'আগে তো রেললাইন আসুক!' পাল্টা জবাব দিল প্রেস্কট। শটগানের মাযল নাচিয়ে ইশারা করল সাইলাসকে। 'ঠিক এক মিনিট সময় দিচ্ছি, ভাগ হিয়াসে!'

'প্রেস্কট!'

চিৎকার করল ক্রুস শ্যাফটার। সামনে ঝুঁকে গেছে ওর শরীর, পায়ের গোড়ালিতে ভর দিয়ে ভারসাম্য বজায় রাখছে। দুহাত বুক সমান উঁচুতে স্থির হয়ে আছে ওর। অপরিচিতের দৃষ্টিতে তাকাল প্রেস্কট।

'আমার কথা তোমরা শুনেছ!'

'সল্ট রিভারের কথা মনে আছে!' আবার চিৎকার করল ক্রুস।

'সল্ট রি–' আকস্মিক বিস্ময়ে চোখজোড়া বিস্ফারিত হলো প্রেস্কটের, ক্রুসকে চিনতে পারল এবার। 'সেই ছেলেটা! গ্রাবারকে খুন করে–'

ক্রুসকে গুলি করার জন্যে শটগান ঘোরাল সে। কোমরের বেল্টের দিকে সাপের ছোবলের মতো নেমে গেল ক্রুসের ডান হাত, এক টানে বের করল নেভী কোল্ট।

প্রেস্কটের কপালে লাগল প্রথম বুলেট। আকাশের দিকে উঁচু হয়ে গেল তার শটগানের মাযল। আবার গুলি করল ক্রুস। প্রেস্কটের আঙুল শটগানের ট্রিগার টানল।

ক্রুসের পেছন থেকে গর্জে উঠল একটা বন্দুক। ও নিয়ে মাথা ঘামাল না ক্রুস। এইবার চেঁচামেচি শুরু করে দিল প্রেস্কটের দুই সঙ্গী–গুলি করছে তারা। ওর পাশেই খ্যাঁচ করে কিসে যেন গুলি বিঁধল। শত্রুপক্ষের একজনকে গুলি করল ক্রুস। তারপর হঠাৎ করে গুলি করার মতো কোনও লোক দেখা গেল না ওয়াগনে।

ক্রুসের পেছনে হাঁপাচ্ছে সাইলাস। 'হায় খোদা!'

আধ পাক ঘুরেই আড়ষ্ট হয়ে গেল ক্রুস। হাঁটু ভেঙে বসে পড়েছে কেভিন

উইলিস, একহাতে মাটিতে ভর দিয়ে পতন ঠেকানোর চেষ্টা করছে সে। ওর দিকে ঝুঁকতে গিয়েও যেন সহজাত প্রবৃত্তির বশে পেছনে ঘুরল ক্রস। চুইস্কি ওয়াগনের তিন নম্বর লোকটা ব্যারেলগুলোর পেছনে গা ঢাকা দিয়েছিল, উঁকি মারছে এখন, ক্রসকে গুলি করার পাঁয়তারা কষছে।

নিমেষে নেভী কোল্ট বের করে আবার গুলি করল ক্রস।

আর্তনাদ ছেড়ে ওয়াগন থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল লোকটা। চিত হলো।

সামনে গেল ক্রস এক দৌড়ে। একটা ব্যারেলের ওপর অদ্ভুত ভঙ্গিতে উপুড় হয়ে পড়ে আছে প্রেস্কট। কোল্টটা আবার কোমরে গুঁজল ক্রস, তারপর চিত করবে বলে ধরল প্রেস্কটকে।

গুঙিয়ে উঠল লোকটা। এখনও বেঁচে আছে।

দুহাতে ধরে হ্যাঁচকা টানে তাকে ওয়াগন থেকে নামিয়ে আনল ক্রস। মুখ থুবড়ে পড়ল প্রেস্কট। ওকে চিত করল ক্রস।

ক্রসের প্রথম গুলিটা তার কপালে কোনাকুনিভাবে আঘাত করেছে, সামান্য একটু আঁচড় লেগেছে তার পুরু খুলিতে। ক্ষতটা দেখতে ভয়াবহ হলেও আসলে তেমন মারাত্মক নয়। তবে ওর দ্বিতীয় গুলিটা লেগেছে ঠিক বুকের মাঝখানে, এ আঘাতেই সম্ভবত মারা যাচ্ছে সে।

প্রেস্কটের পাশে মাটিতে বসে পড়ল ক্রস।

'প্রেস্কট!' চেঁচিয়ে বলল সে, 'বেন হাসকিন্স কোথায়?'

রক্তজবার মতো লাল চোখজোড়া ক্রসের ওপর স্থির করার চেষ্টা করল প্রেস্কট। 'তুমি-তুমি-'

সজোরে লোকটার কাঁধ আঁকড়ে ধরল ক্রস। 'হাসকিন্স কোথায়?'

'জাহান্নামে যাও-'

হিংস্র চেহারায় মৃত্যুপথযাত্রী লোকটাকে ঝাঁকুনি দিল ক্রস। 'তুমি মারা যাচ্ছ, প্রেস্কট! আমাকে বল-বেন হাসকিন্স কোথায় আছে?'

গুঙিয়ে উঠল প্রেস্কট। 'আ-আমাকে একা থাকতে দাও...আ-আমি মারাত্মক চোট পেয়েছি।'

'আমিও পেয়েছিলাম, দুবছর আগে!' খেঁকিয়ে উঠল ক্রস। 'তুমিই আমাকে গুলি করেছিলে। আমার বাবা মাকে সেদিন তোমরা হত্যা করেছ!' আবার প্রেস্কটকে ঝাঁকুনি দিল সে। 'মুখ খোল, প্রেস্কট! কথা বল! বেন হাসকিন্স কোথায়? আরেক জন ছিল, সে-ই বা কোথায়?'

ক্রসের পেছনে এসে দাঁড়াল হিউ সাইলাস। 'ক্রস, মারাত্মক আঘাত পেয়েছে উইলিস-তোমাকে ডাকছে ও।'

সাইলাসের কথা শুনতেই পেল না ক্রস। 'হাসকিন্স কোথায়?' চিৎকার করে প্রেস্কটকে আবার জিজ্ঞেস করল।

ক্রসের বাম কাঁধের ওপর হাত রাখল সাইলাস, টানল ওকে। 'ক্রস-এমন কোরো না!'

সাইলাসের হাতের নীচ থেকে চরকির মতো ঘুরে সরে এল ক্রস। ওর

ভয়াল চেহারা দেখে কুঁকড়ে গেল সাইলাস। 'পাগল হয়ে গেলে তুমি!' ককিয়ে উঠল সে।

'এ-ই মাইক প্রেস্কট!' গর্জন ছাড়ল ক্রস। 'দুবছর আগে গুলি করেছিল আমাকে। আজ পেয়েছি, ওকে বলতেই হবে বাকি দুজনের ঠিকানা, কোথায় পাওয়া যাবে তাদের!'

'লোকটা মারা যাচ্ছে, কথা বলার মতো অবস্থা নেই!'

'বলতেই হবে!'

'কিন্তু কেভিন উইলিস চোট পেয়েছে-গুরুতর আঘাত! তোমার সঙ্গে কথা বলতে চায় ও!'

'এখন কথা বলতে পারব না আমি। আমাকে...' আবার ঘুরল সে প্রেস্কটের দিকে, উন্মাদের মত ঝাঁকাল তাকে।

'আরেকজন ছিল, তার নাম কী?'

সাইলাস বলল, 'শ্যানকে তোমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে ঠিকই করেছিলাম আমি। তুমি খুনী-ক্রস-খুনী!'

'ছেড়ে দাও!' গোঙাল প্রেস্কট। 'আ-আমাকে-এ-একা-' দ্রুত নিঃশেষ হয়ে আসছে তার প্রাণশক্তি। মরে যেতে চাইছে, কিন্তু বাদ সাধছে ক্রস।

'তোমাকে বলতেই হবে, প্রেস্কট, বলতেই হবে, না হলে-'

'ঠিক আছে!' ঢোক গিলল প্রেস্কট। 'ঠিক-আছে-ক্যালিফোর্নিয়ায় চলে-গেছে-বেন-'

'আরেকজন?'

'সে-আ-আগেই আমাদের...দল ছেড়ে...চলে...গিয়ে...ছিল...বলে গিয়েছিল...আ-আমাদের...কাজটা...ওর...ওর ভালো লাগে নি! ও-কোথায়... আ-আমি...জানি-না। ওকে...আর...দেখিনি...'

'তার নাম?'

'হ্যারি-হ্যারিসন...'

হঠাৎ গলগল করে রক্ত বেরিয়ে এল প্রেস্কটের মুখ দিয়ে। প্রচণ্ড খিঁচুনিতে কেঁপে উঠল তার শরীর-তারপর মারা গেল সে।

দীর্ঘক্ষণ তিক্ত চেহারায় প্রেস্কটের দিকে চেয়ে রইল ক্রস, তারপর উঠে দাঁড়াল, ঘুরল। ওর কাছ থেকে সরে গেছে সাইলাস, কেভিন উইলিসের পাশে হাঁটু গেড়ে বসে আছে। এগিয়ে গেল ক্রস।

মুখ তুলে তাকাল সাইলাস। 'ও মারা গেছে।'

'মারা গেছে!'

মৃদু কণ্ঠে সাইলাস বলল, 'ওয়েল, ক্রস, এবার?'

'আরও দুজন বাকি,' কর্কশ কণ্ঠে জবাব দিল ক্রস। 'বেন হাসকিন্স আর হ্যারিসন!'

উঠে দাঁড়াল সাইলাস। 'সন্দেহ নেই, ঠিকই ওদের পাবে তুমি!'

'পেতেই হবে!' ঘোড়ার কাছে চলে এল ক্রস। শাইয়্যানের উদ্দেশে রওনা

দিল।

ওর দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে শীতল একটা অনুভূতিতে ছেয়ে গেল সাইলাসের অন্তর, হঠাৎ শিউরে উঠল সে কি এক অজানা আশঙ্কায়।

ষোল

বেন্টনে পৌঁছুল রেল লাইন। পাঁচ হাজার শ্রমিকের মজুরি নিয়ে ডিপোতে থামল প্রথম ট্রেনটা। সব কাজ থেমে গেল তারপর: হুইস্কির স্রোত বইল, বান ডাকল রক্তের।

জমজমাট চেহারা নিল বেন্টন।

তিনমাস আগে কেভিন উইলিসের হত্যাকাণ্ডের পরপরই রেল-রোডের চাকরি ছেড়ে চলে গিয়েছিল ক্রস শ্যাফটার। আজ পে-ডে ছিল, সন্ধ্যা হয়ে গেছে, বেন্টনের রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছে ক্রস। চারপাশে কেবল হট্টগোল। অনেক জোরাল শোনাচ্ছে। আমোদে মত্ত সবাই। কিন্তু একটুও আলোড়িত হচ্ছে না ক্রস। গ্রেডিং ক্যাম্প বা ট্র্যাক লেয়িং ক্যাম্পেও একা থাকাই ওর পছন্দ। বেন্টনে পাঁচ হাজার মানুষ, তবু সঙ্গীহীন ক্রস।

শহরের সবচেয়ে বড় তাঁবুটা ওর পেছনে। বেন্টনে আসতে দেরি করে ফেলেছে এটার মালিক তাই বাড়তি খেটে পুষিয়ে নিতে হচ্ছে এখন তাকে। এখনও ওটার ভেতরে যায় নি ক্রস। অবশ্য শিগগিরই সবগুলো তাঁবুতে ঢুঁ মারবে সে। কিছুক্ষণ পর বড় করে একটা শ্বাস নিয়ে তাঁবুতে ঢুকল ক্রস।

চারজনের একটা ব্যান্ড বিকট শব্দে বাজনা বাজাচ্ছে, কিন্তু কমসে কম শখানেক লোক হল্লা করছে এখানে, চাপা পড়ে যাচ্ছে তাদের বাজনার শব্দ। নাচও চলছে, অবশ্য একে যদি নাচ বলা যায়-মারপিটই উপযুক্ত শব্দ হত- একদল মাতাল আইরিশের সঙ্গে জাপ্টা-জাপ্টি করছে ঘর্মাক্ত কলেবর মেয়েরা।

বিশাল তাঁবুর দুপ্রান্তে দুটো বার, আটজন বারটেন্ডার খদ্দেরদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে বেদিশা হয়ে পড়েছে রীতিমতো। ওধারেই বাম কোণে ছোটখাট একটা প্লাটফর্ম দখল করে আছে ব্যান্ডটা। ডান দিকে আরেকটা তাঁবুতে যাবার দরজা: ওটাও বড়, তবে চেঁচামেচি কম। জুয়াই ওখানকার একমাত্র আকর্ষণ: ফারো, পোকার, টুয়েন্টিওয়ান, ডাইস, চাক-আ-লাক, হেন খেলা নেই যা চলছে না।

ডান্স-টেন্টে ঢুকতেই ক্রসের ওপর হামলে পড়ল একটা মেয়ে।

'হানি, এস, আমার সঙ্গে নাচবে!' বলে উঠল সে।

'না!' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল ক্রস।

'তাহলে চল একসঙ্গে ড্রিঙ্ক করি?' জোর গলায় আবার আবদার জানাল মেয়েটা, হাত ধরে রেখেছে শক্ত করে। ঠেলে তাকে সরিয়ে দিল ক্রস। এবার

ওকে কিলঘুসি মারতে শুরু করল মেয়েটা, গাল বকল। পর মুহূর্তে আরেকটা মেয়ে এসে নাচ আর ড্রিঙ্কের আমন্ত্রণ জানাল, পাত্তা না পেয়ে ওর কানের কাছে মুখ এনে ফিসফিস করে একটা প্রস্তাব দিল। জবাব না দিয়ে তাকে পাশ কাটাল ক্রস। এই মেয়েটাও যাচ্ছেতাই বলে গাল দিতে শুরু করল।

হঠাৎ নাচে মগ্ন এক জুটির সঙ্গে টক্কর লাগল ক্রসের, তাল হারানোর অবস্থা হলো, কোনওমতে সামলে নিয়ে এগোল আবার। দুটো মেয়ে এসে পথ আগলে দাঁড়াল ওর। পাশ কাটানোর চেষ্টা করল ক্রস, ওর শার্ট আঁকড়ে ধরল একজন।

'দাঁড়াও, হানি,' চড়া গলায় বলল সে, 'কথা শোন, ওয়াইওমিংয়ের সেরা সময় উপহার দিতে পারি আমরা তোমাকে!'

নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে আবার পা বাড়াল ক্রস।

জুয়া-তাঁবুর গজ খানেক দূরে থাকতে আবার বাধা পেল সে। বিশালদেহী এক মহিলা এবার, তাঁবুর মালিক, মেরিলিন।

'কোথায় যাচ্ছ, হানি?' কর্কশ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

মহিলার পেছনের দরজাটা ইঙ্গিতে দেখাল ক্রস। তবু পথ ছাড়ল না মেরিলিন।

'নিজেকে যথেষ্ট বড় মনে কর?' চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞেস করল মহিলা। 'যেভাবে আমার মেয়েগুলোকে নাকচ করে দিচ্ছ, মনে তো হচ্ছে এখনও কিছুই শেখা হয় নি তোমার! শিকাগোর পশ্চিমে ওদের মতো সুন্দরী আর একটাও পাবে না, অথচ কাউকেই তোমার মনে ধরল না!'

মেরিলিনকে পাশ কাটানোর চেষ্টা করল ক্রস শ্যাফটার। বিশাল একটা হাত বাড়িয়ে বাধা দিল মহিলা। 'আগে আমার কথার জবাব দাও!'

মেরিলিনের চোখের দিকে সরাসরি তাকাল ক্রস। পলকে হাঁ হয়ে গেল মেরিলিনের মুখ, আধ পা পিছিয়ে গেল সে, আতঙ্কের স্পষ্ট ছায়া পড়ল তার চেহারায়। তাকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল ক্রস।

একটা লোক সতর্ক নজর রাখছিল মেরিলিনের ওপর, এবার তার দিকে তাকাল মহিলা, অজানা আতঙ্কে কাঁপছে সারা শরীর। 'কে-ছেলেটা কে?' লোকটাকে প্রশ্ন করল সে।

শুষ্ক হাসল লোকটা। 'ক্রস শ্যাফটার, লেডি!'

'ক্রস শ্যাফটার! সেই খুনীটা!'

কাঁধ ঝাঁকাল লোকটা। 'ওকে খুনী ডাকব না আমি। ওকে কোনও কথাই বলার সাহস নেই আমার, অন্তত সামনাসামনি নয়!'

'কিন্তু এত অল্পবয়সী একটা ছেলে!'

'হতে পারে অল্প বয়স, তারপরও ইউ.পি.তে আজ পর্যন্ত যত টাকা খাটানো হয়েছে তত টাকা দিলেও ওর মোকাবিলায় যাব না আমি। পিস্তলে ওর হাত চলে বিদ্যুতের মতো। পা দিয়ে মাড়িয়ে সাপ মারার মতো মানুষ হত্যা করতে পারে সে!'

বড় তাঁবুর ভেতরে বড়সড় বৃত্তের আকারে একটা চক্কর দিচ্ছে ক্রস শ্যাফটার। টেবিলগুলোর মাঝের ফাঁক দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে পরখ করে চলছে

জুয়াড়িদের চেহারা। হঠাৎ হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে খেলা দেখার ছলে তারিফ করছে বিশেষ কারও চেহারা। কনে পরনের পোশাকে, গোঁফ, চুল আঁচড়ানোর কায়দা অনেকখানি বদলে দেয় মানুষের চেহারা।

কান খাড়া করে কথা শুনল ও, যদি পরিচিত ঠেকে।

একটা কালো টেবিলের ডিলার মুখ তুলে তাকাতেই ক্রুসের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল। 'টাকা ফেল!' চেঁচিয়ে কথাটা বলেই মেকি হাসি দিল, তাস বাঁটা শুরু করল। 'সাত জিতছে, হারছে দশ! রাখ বাজি!'

টাকার স্তূপ তৈরি হলো টেবিলের ওপর। তাস বাঁটল ডিলার। 'জিতছে কুইন, ট্রে হারছে! ধর বাজি!' আবার ক্রুসের দিকে চোখ গেল তার। 'না খেললে কেটে পড়! খামোকা জায়গা দখল করে রেখেছ!'

অলস দৃষ্টিতে ক্রুসের দিকে তাকাল জুয়াড়িদের কয়েকজন, পরক্ষণে চারপাশে অলৌকিক নীরবতা নেমে এল। করাত দিয়ে কাঠ কাটার মতো নীরবতা ভাঙল যেন ডিলার। 'এখনও জুয়া খেলার বয়স হয় নি তোমার। কেটে পড়!'

'আমি খেলব!' প্রায় ফিসফিস করে বলল ক্রুস।

ডিলারের পেছনে হাজির হল এক লোক, সামনে ঝুঁকে ডিলারকে কর্কশ কণ্ঠে বলল, 'ওর নাম ক্রুস শ্যাফটার!'

'তাতে আমার কি!' দাঁত মুখ খিঁচিয়ে বলল ডিলার। 'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলার কে–' হঠাৎ চুপ মেরে গেল সে, ছাইয়ের মতো ফ্যাকাসে হলো তার চেহারা, তাসের ওপর রাখা কোমল হাত দুটো কাঁপতে শুরু করল তিরতির করে।

'কই,' বলল ক্রুস, 'বল, কীভাবে কথা বলতে হবে?'

'ইয়ে, মানে, না!' ঢোক গিলল ডিলার। 'বাদ দাও। আ-আমি–মন থেকে বলি নি কথাটা–!'

সরে এল ক্রুস। রুমাল বের করে মুখ মুছতে শুরু করল ডিলার, দেখে মনে হচ্ছে অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

জুয়ার তাঁবুতে আরও আধ পাক ঘুরল ক্রুস। তারপর আবার ডান্স-টেন্টে এল। মাতাল এক ট্রাভেলেয়ারের কবল থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দ্রুত ওর দিকে ছুটে এল একটা মেয়ে, বড়জোর বছর ষোল বয়স হবে তার, কিছুটা লম্বা, আতঙ্কের ছাপ চেহারায়।

'হ্যালো,' ক্রুসকে বলল সে।

থেমে ইতস্তত করে ক্রুস বলল, 'হ্যালো।'

'তু-তুমি নাচবে?' কাঁপা কাঁপা গলায় জিজ্ঞেস করল মেয়েটা।

মাথা নাড়ল ক্রুস।

'ড্রিঙ্ক?' সন্ত্রস্ত চেহারায় একবার পেছনে তাকাল মেয়েটা। 'প্লীজ!'

'না,' বলল ক্রুস, 'ড্রিঙ্ক করি না আমি।'

'আ-আমিও ড্রিঙ্ক পছন্দ করি না,' বলল মেয়েটা, তারপর প্রায় হড়বড়িয়ে

বলতে আরম্ভ করল, 'কিন্তু আমি নিরুপায়। মেরিলিন বাধ্য করছে আমায়। ওর কথামতো না চললে প্রচণ্ড মারে আমাকে।'

নৃত্যরত দুটো জুটির মাঝখান থেকে হঠাৎ উদয় হলো মেরিলিন। ক্রুসকে দেখে গালভরা হাসি দিল একটা। 'আরে, তুমি! আমি আরও ভাবছিলাম কখন তোমাদের দুজনের দেখা হবে! ক্রুস, ওর নাম কিটি। এ তল্লাটের সেরা সুন্দরী। কিটি, ক্রুসকে ঠিকমতো আদর যত্ন করবে কিন্তু; নাচ না ওর সঙ্গে!'

মেরিলিনকে পাশ কাটিয়ে এগোল ক্রুস। আকস্মিক ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল বিশালদেহী মেরিলিনের চেহারা। 'ওকে তুই কি বলেছিস, হারামজাদী!' চিৎকার করে কিটির গালে একটা চড় মেরে দিল সে।

কথাগুলো কানে গেল ক্রুসের, চড় কষানোর তীব্র আওয়াজও পেল, শুনল কিটির ফুঁপিয়ে ওঠার শব্দ; কিন্তু থামল না সে, বেরিয়ে এল তাঁবু থেকে।

পরদিন দুপুরের খানিক আগে ইউনিয়ন প্যাসিফিক কমিশ্যারীর সামনে দাঁড়িয়ে আছে ক্রুস। হঠাৎ তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল কিটি। প্রসাধন করে নি, পরনে সাধারণ মসলিনের পোশাক; দেখে মনে হচ্ছে ইলিনয় কিংবা ইণ্ডিয়ানার কোনও মেয়ে বুঝি নাচ শেখার আসরে যাবে বলে বেরিয়েছে।

ক্রুসকে দেখে সাগ্রহে এগিয়ে এল কিটি। ওর কাছে আসার আগে একবার টলে উঠল, কিন্তু জোর করে হাসি ফুটিয়ে রাখল চেহারায়।

'হ্যালো, ক্রুস,' বলল কিটি।

মাথা দোলাল ক্রুস। 'হ্যালো, কিটি।'

'আমার নাম মনে আছে?' খুশি হয়ে উঠল মেয়েটা।

'নিশ্চয়ই!' ক্রুস এবার লক্ষ করল মেরিলিনের চড়ের দাগ ঢাকতে সামান্য পাউডারের প্রলেপ লাগিয়েছে মেয়েটা।

'খুশি হলাম,' বলল কিটি। 'আমাকে ঘৃণা কর তুমি?'

'ঘৃণা করব কেন?'

'খারাপ কাজ করি যে!'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রুস। 'নিজের বাড়িতে ফিরে গেলেই তো পার?'

কুঁকড়ে গেল যেন মেয়েটা। 'বাড়ি!'

'হ্যাঁ, বাড়ি নেই তোমাদের?'

'ছিল!' তিক্ত কণ্ঠে বলল কিটি। 'বাড়ি আমার অবশ্য ছিল। কিন্তু সৎমায়ের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে ঘর ছেড়ে পালিয়েছি!' দৃষ্টিতে অনুনয় ঝরিয়ে ক্রুসের দিকে তাকাল কিটি। 'আমি–আমি তোমার পরিচয় জানি, ক্রুস। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। এখানে মানুষের যে রকম চেহারা দেখেছি–' থেমে গেল সে, 'ঠিক এভাবে কথাটা বলতে চাই নি আমি। আসলে বলতে চাইছিলাম–তোমাকে আমার ভালো লাগে, ক্রুস, ব্যস। কাল সারারাত তোমার কথা চিন্তা করেছি আমি, মনে মনে ভেবেছি সকালে যদি তোমার সঙ্গে দেখা

হয়ে যায় তাহলে কী হবে বলল কেউ?'

'এসব তর্ক পরে নও,' হাত তর্জন করে বলল ক্রুস।

আলখাল্লা তুলে ওর দিকে তাকাল কিটি, চোখে টলটল করছে উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। ঘুরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল সে।

ক্রুসের পঞ্চাশ ফুট দূরে টেন্ট-সালুন থেকে বেরিয়ে এল বিশালদেহী মধ্যবয়স্ক এক স্পাইকার।

'ভাবুন,' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'খাসা জিনিস দেখছি!'

থামল কিটি। অসহায়ের মতো একবার ক্রুসের দিকে তাকাল, তারপর জোর করে হাসি ফুটিয়ে তুলল ঠোঁটে। 'হ্যালো,' স্পাইকারকে বলল সে, 'কাস্টমার বাড়ে তার দ্বিগুণ হবে।'

'বেশ,' সর্ব বলে বলল স্পাইকার, 'চল, একসঙ্গে ফুর্তি করব আমরা।'

বিশালদেহীর হাত ধরল কিটি, তারপর স্পাইকারের তাঁবুতে ঢুকে পড়ল।

সতের

আঠারশো পঁচাত্তরের ১৪জুলাই ফ্রাঙ্ক লেস্টার'স ইলাস্ট্রেটেড উইকলি পত্রিকায় 'পোর্ট্রেট অভ আ গানফাইটার' শিরোনামে একটা ফিচার বেরোল। পত্রিকার পৌনে দুলক্ষ পাঠকের মন জয় করল লেখাটা। পশ্চিমের প্রতি অদম্য আগ্রহ সবার: ফিচার লেখক পশ্চিম সম্পর্কে তার সব জ্ঞান উজাড় করে দিয়েছে যেন। পশ্চিমের জীবন সম্পর্কে তার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা রয়েছে। আঠারশো আটষট্টিতে ইউনিয়ন প্যাসিফিক আহূত এক সাংবাদিক সম্মেলনে গোটা ত্রিশেক পত্রিকা তার সাময়িকীর সাংবাদিক উপস্থিত ছিল, লেখক তাদেরই একজন। উপহার হিসাবে ইউ.পি.'র পাঁচটা শেয়ার পেয়েছিল সে তখন, সেগুলোর বদৌলতে এখনও আট শতাংশ হারে লভ্যাংশ পেয়ে আসছে।

প্রতিবেদক লিখেছে:

...ওয়াইওমিং টেরিটোরির বেন্টনে প্রথম ক্রুস শ্যাফটারকে দেখেছিলাম আমরা। আজ যদিও বেন্টন একটা নাম ছাড়া কিছু নয়, ওয়াইওমিংয়ের বালির নীচে চাপা পড়ে গেছে আটষট্টি সালের সেই উত্তাল বুনো বুম টাউনের সব স্মৃতি। কিন্তু এক সময় যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে ভয়াবহ জায়গা ছিল শহরটা। আঠারশো আটষট্টিতে বেন্টনই ছিল রেলহেড, বিশাল এক টেন্ট-সিটি। ওখানে তখন প্রতি মিনিটে কবর হত একজনের-যার মৃত্যু সন্ত্রাসের অনিবার্য পরিণাম। খুন হত মেয়েরাও, তারা বারবণিতা।

ইউনিয়ন প্যাসিফিকের অতিথি হিসাবে আমরা যখন বেন্টন শহরে যাই তার অনেক আগেই ক্রুস শ্যাফটারের নাম ব্যাপক পরিচিতি

পেয়েছে। ওর সম্পর্কে একটা গল্প শুনি আমরা, যদিও তখন বিশ্বাস করতে পারি নি, কাহিনীটা হচ্ছে, ক্রুস শ্যাফটার নাকি একবার প্রকাশ্য দিবালোকে শক্ত কিছু ইন্ডিয়ানদের একটা হামলা রুখে দিয়ে এক জুয়াড়ি লোককে হত্যা করেছে, লোকটার সঙ্গে তার পুরনো শত্রুতা ছিল।

এর পরপরই ক্রুস শ্যাফটারের দেখা পাই আমরা। 'ডাইসিং ম্যানস ফ্রেন্ড' নামে একটা টেন্ট সালুনের সামনে দাঁড়িয়েছিল সে। শুধুমাত্র ডাইসিং ফ্রেন্ড আর ট্রাক লেয়ারদের আপ্যায়ন করা হত ওই সালুনে। আমাদের দেখা শ্যাফটার একেবারে তরুণ, তখন সতেরোর আঠার বছর বয়স ছিল তার। একহারা গড়ন, প্রায় ছয় ফুট লম্বা; অনুমানিক একশো পঞ্চাশ কি একশো ষাট পাউন্ডের মতো ছিল ওজন। তার মাথায় বেশ পুরানো ফ্ল্যাট-ক্রাউন স্টেটসন, গায়ে কালো রঙের উলেন শার্ট, পরনে ডিবলেস ওভারঅল-পশ্চিমে অবশ্য ওটাকে লেভাই বলে-পায়ে একজোড়া পুরানো কাউবয় বুট। আমাদের জানা গানফাইটারদের মতো ক্রুস শ্যাফটারের কোমরে কোনও হোলস্টার দেখি নি আমরা। ওর ভয়াল প্রাণঘাতি অস্ত্র-একটা নেভী কোল্ট রিভলভার-গোঁজা ছিল কোমরের বেল্টে; কুইক ড্রয়ের জন্যে কৌশলটা বেকায়দা মনে হতে পারে অনেকের কাছে, কিন্তু এভাবেই অস্ত্র রাখতে পছন্দ করত ক্রুস শ্যাফটার। শক্তিশালী চেহারা ক্রুসের, ক্লিন শেভড, তারুণ্য দীপ্ত; যতক্ষণ না তার চোখের দিকে তাকাচ্ছে কেউ। ওর চোখজোড়া নীল, বরফশীতল নীল, দেখলে অন্তরাত্মা কেঁপে ওঠে যেন।

তরুণ ক্রুস শ্যাফটারের সঙ্গে আলাপ করার সুযোগ হয়েছিল আমাদের। গানফাইটার ক্রুস শ্যাফটার। চমৎকার ব্যবহার করেছে সে: যে কোনও প্রশ্নের জবাব সাধারণত এক শব্দেই সীমিত রেখেছিল-অবশ্য অধিকাংশ প্রশ্নেরই জবাব পাই নি। নিজের সম্পর্কে কথা বলতে নারাজ শ্যাফটার। আমরা ওকে জিজ্ঞেস করেছিলাম ওর নামে ইন্ডিয়ান বাদেই সাতজন লোককে হত্যা করার যে গুজব বা অভিযোগ রয়েছে তার সত্যতা কতখানি। জবাবে যেভাবে আমাদের দিকে তাকিয়েছিল, ঝটপট প্রসঙ্গ বদলাতে বাধ্য হই আমরা। নানান সূত্র থেকে শ্যাফটার সম্পর্কে তথ্য যোগাড় করতে হয়েছে আমাদের, কিছু তথ্য পাওয়া গেছে রেলরোড কর্মকর্তাদের কাছ থেকে-তরুণ গানফাইটার বেশ কয়েকবার বিভিন্ন দায়িত্ব নিয়ে রেলরোডের চাকরি করেছে।

বিশ্বস্ত সূত্রে জানা গেছে, গৃহযুদ্ধ শেষ হবার পর ক্রুস শ্যাফটারের বাবা পূর্ব নেব্রাস্কায় একটা ফেরি নৌকা চালিয়ে জীবিকা নির্বাহের পথ বেছে নিয়েছিল। একদিন হঠাৎ একদল সীমান্ত দস্যু, যুদ্ধের পর

সাধারণ ক্ষমার সুযোগ নেয় নি এরা বিভিন্ন মারাত্মক অপরাধের কারণে, হাজির হয় কেরিয়াটে এবং ঠাণ্ডা মাথায় হত্যা করে ক্রস শ্যাফটারের বাবা-মাকে, গুলি করে তাকেও। ক্রস মারা গেছে ভেবে নিশ্চিন্তে চলে যায় লোকগুলো। অক্ষত ক্রস আপন রক্তে ভাসতে ভাসতে প্রতিজ্ঞা করে মা-বাবার খুনের বদলা নেবে সে, খুনিদের হত্যা না করে থামবে না, নেবে না বিশ্রাম!

এক ভবঘুরে ট্র্যাপার আকস্মিকভাবে অকুস্থলে উপস্থিত হয়ে মুমূর্ষু অবস্থায় আবিষ্কার করে ক্রসকে এবং সেবা-শুশ্রূষার মাধ্যমে সুস্থ করে তোলে। প্রায় এক বছর পর পুরোপুরি সুস্থ হয়ে প্রতিশোধ নেয়ার উদ্দেশ্যে পথে নামে ক্রস শ্যাফটার।

খুনিদের সন্ধানে বের হবার কয়েকদিনের মধ্যেই একজনের দেখা পেয়ে যায় সে। ক্রস শ্যাফটারের বয়স তখন ষোল বছরের মতো। তবু সেই দুর্বৃত্তটিকে সামনাসামনি চ্যালেঞ্জ করে সে-লোকটার নাম ধরে-এবং ড্রতে হারিয়ে হত্যা করে তাকে।

সেই থেকে পশ্চিমের ডার্ক ট্রেইলে ঘুরছে ক্রস শ্যাফটার। নেব্রাস্কা, ডাকোটা, ওয়াইওমিং চষে বেড়িয়েছে সে শত্রুর সন্ধানে। যেখানেই শত্রুদের কাউকে পেয়েছে, চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে প্রথমে, তারপর হত্যা করেছে। এ যাবৎ ঘাতকদলের কয়জনকে সে হত্যা করেছে তার সঠিক হিসেব পাওয়া যায় না। তবে আটষট্টি সালে, প্রথম যখন তাকে দেখেছিলাম আমরা, তখন লোকমুখে শুনেছি সাতজনকে হত্যা করেছে ক্রস শ্যাফটার এবং এ হিসাব ইন্ডিয়ানদের বাদ দিয়ে! এটা সাত বছর আগের কথা।

ইতিমধ্যে আরও প্রচার পেয়েছে ক্রস শ্যাফটারের নাম। মিসিসিপির পশ্চিমের ভয়ঙ্কর এক চরিত্র এখন সে। যখন কোনও শহরে ঢোকে সে, পেছন-পথ দিয়ে পালিয়ে যায় স্থানীয় মাস্তানের দল। ক্রস শ্যাফটার কোনও সালুনে পা রাখলে হঠাৎ করে কবরের নিস্তব্ধতা নেমে আসে সেখানে।

অ্যাবিলিন, উইচিটা, ডজ সিটি আর ওগালালায় তার পা পড়েছে। পশ্চিমের সব বিখ্যাত মার্শালের শহরে ঢুঁ মেরেছে। জেমস বয়েজ, দা ইয়াংগার ব্রাদার্সদের মতো আউট-লদের সঙ্গে তার জানাশোনা আছে বলে গুজব শোনা যায়, কিন্তু তাদের সঙ্গে কোনও ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নেই তার। ক্রস শ্যাফটার আউট-ল নয়। ওর নামে কোনও পুরস্কার ঘোষিত হয় নি। পশ্চিমের রেয়াজ মোতাবেক ন্যায়সঙ্গত কায়দাতেই হত্যা করে সে: চ্যালেঞ্জ করে শত্রুকে, সমান সুযোগ দেয়, প্রতিপক্ষ ড্র না করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে, তারপর হাত বাড়ায় তার নেভী কোল্টের দিকে-এবং প্রতিবারই ড্র-এ পরাজিত হয় শত্রুপক্ষ। ড্র-এর কৌশল বিচিত্র হলেও পিস্তলে ওর দক্ষতা অলৌকিক...'

*

আরও অনেক কথা লিখেছে প্রতিবেদক, সত্য আর মিথ্যার এক অদ্ভুত মিশেল-সত্য আর নিখাদ রূপকথা। সম্ভবত একবারই ক্রস শ্যাফটারকে দেখেছিল লোকটা, দূর থেকে, তারপর এমনভাবে লিখে গেছে যেন গানফাইটার শ্যাফটার তার বন্ধু। পাঠকদের অবশ্য এসব জানার উপায় নেই।

ফিচারটা পড়ার পর এক পাঠিকা যন্ত্রণায় যেন এতটুকু হয়ে গেল। ওয়েস্টার্ন নেব্রাস্কার সমভূমির ওপর দিয়ে দ্রুত ছুটছে ইউনিয়ন প্যাসিফিক ট্রেন, তারই একটা ডে-কোচে বসে রয়েছে মেয়েটা। ওগালালা থেকে আরও পুবে যাচ্ছে ট্রেনটা। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, কোলের ওপর পড়ে থাকল পত্রিকা।

এদিকেই কোথায় যেন সেই সাতষট্টিতে সিউরা হামলা চালিয়েছিল ওদের ওয়াগন ট্রেনে।

এখানেই কোথাও নিজের শরীর দিয়ে আড়াল করে ওর প্রাণ বাঁচানোর চেষ্টা করেছে ক্রস শ্যাফটার।

এখানে কোথায় যেন নাম চিহ্নহীন পড়ে আছে ওর মায়ের কবর।

আঠার

কোচে ঢুকল কন্ডাক্টর। 'নর্থ প্ল্যাট!' গলা চড়িয়ে জানাল সে। 'সামনেই নর্থ প্ল্যাট স্টেশন!'

বর্তমানে ফিরে এল শ্যারন সাইলাস, মাথা নাড়ল, লম্বা একটা দম নিয়ে উঠে দাঁড়াল আসন থেকে। মাথার ওপরে র‍্যাক থেকে ওর ব্যাগজোড়া নামাতে বসে হাত বাড়াল, কিন্তু প্রায় লাফিয়ে সামনে এসে হাজির হলো কন্ডাক্টর। 'আমি নামিয়ে দিচ্ছি, ম্যা'ম!'

এমনি আকর্ষণ শ্যারনের। ওর বয়স এখন বিশ, মধ্যবয়সী লোকেরাও দুনিয়া বিস্মৃত হয়ে চেয়ে থাকে ওর দিকে, ঠুনকো অজুহাতে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। লম্বা একহারা গড়ন শ্যারনের, তবে রোগা নয়; সুন্দর কমনীয় চেহারা; গায়ের ফর্সা রঙ এখন একটু যেন তামাটে হয়ে এসেছে, কিন্তু তাতে ওর সৌন্দর্য এতটুকু কমে নি। ওর মাথার চুল এক সময় হালকা সোনালি ছিল, এখন পুরোপুরি সোনালি হয়ে গেছে।

শ্যারনের দুই ব্যাগ দুহাতে ঝুলিয়ে কন্ডাক্টর ভেস্টিবিউলে আসতে আসতে ট্রেনের গতি মন্থর হয়ে এল। উড়ন্ত ধুলোর মেঘে ঢাকা পড়ে গেল ওরা। শিস বাজাল কন্ডাক্টর, তারপর বলল, 'নর্থ প্ল্যাট আর ক্যালিফোর্নিয়ার অনেক তফাৎ, ম্যা'ম।'

'জানি, এখানে আগেও এসেছি,' জবাবে হাসল শ্যারন।

'তাহলে তো আবার এখানে আসাটা বিস্ময়কর বলতে হয়।'

ডিপোতে থামল ট্রেনটা। প্ল্যাটফর্মে নামল কন্ডাক্টর, ফুট স্টুলটা বসাল যথাস্থানে, তারপর সিঁড়ি বেয়ে শ্যারনকে নামতে সাহায্য করবে বলে ঘুরে দাঁড়াল। কিন্তু আগেই নামতে শুরু করেছে শ্যারন। নেমেই প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ এক লোকের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ল সে। লোকটার বয়স আনুমানিক পঁয়তাল্লিশ, লিকলিকে শরীর, দুর্বল।

'আঙ্কল আর্থার!' চেঁচিয়ে বলল শ্যারন। 'তোমাকে দেখে কী যে খুশি লাগছে!'

'ওয়েলকাম হোম, শ্যারন,' বিব্রত ভঙ্গিতে বলল আর্থার সাইলাস, শ্যারনকে ছেড়ে একটু পিছিয়ে এসে দেখল মেয়েটাকে। 'অনেক বড় হয়ে গেছ দেখছি!' বলল সে, 'ক্যালিফোর্নিয়ায় আরামেই কাটিয়েছ এতদিন!'

'বাড়ি ফেরার কথা বলায় খুশি হয়েছি আমি,' প্রাথমিক উচ্ছ্বাস স্তিমিত হলে বলল শ্যারন। 'এখন এখানেই আমার বাড়ি। মা···আর বাবা···'

ওর বাহুতে মৃদু চাপ দিল আর্থার সাইলাস। 'জানি, শ্যারন, সব জানি আমি।' ওর ব্যাগজোড়া তুলে নিয়ে সঙ্কীর্ণ প্ল্যাটফর্ম ধরে একটা বাকবোর্ডের উদ্দেশে পা বাড়াল সে।

লম্বা, সুঠামদেহী বছর ত্রিশেক বয়সের এক যুবক এতক্ষণ শ্যারন আর আর্থার সাইলাসকে জরিপ করছিল, এবার হুট করে ওদের সামনে চলে এল সে। 'দেখি, আমাকে দাও ওগুলো, মিস্টার সাইলাস,' বলল, তারপর বুড়ো সাইলাস কিছু বলার আগেই ওর হাত থেকে ব্যাগগুলো প্রায় কেড়ে নিল।

'আরে নিকলসন যে!' বলল সাইলাস। 'শ্যারন, আমাদের প্রতিবেশী ও, ক্লিফ নিকলসন।'

হাতে ব্যাগ রয়েছে, টুপি খুলে শুভেচ্ছা জানাতে পারল না নিকলসন, মাথা সামান্য নোয়াল। 'তোমার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সত্যি খুশি হলাম, মিস সাইলাস। তোমার বাবা আমার বন্ধুর মতো ছিল। পাশাপাশি র‍্যাঞ্চ আমাদের। মাঝখানে মাত্র আধ মাইল দূরত্ব!' বলে হাসল সে।

'জানি,' বলল শ্যারন, 'বাবা বলেছে।'

'তুমি আগেও এখানে এসেছ, জানি না তো!'

'র‍্যাঞ্চে আসি নি অবশ্য। তবে র‍্যাঞ্চ সম্পর্কে বাবা সবকিছুই লিখে জানিয়েছে আমাকে—সব।'

'শ্যারন এতদিন ক্যালিফোর্নিয়ায় ছিল,' নিকলসনের কাছে ব্যাখ্যা করল সাইলাস। 'এগার-বার বছর বয়স থেকেই ওর এক খালার কাছে থাকত।'

ইতিমধ্যে বাকবোর্ডের কাছে পৌঁছে গেছে ওরা। ওটার পেছনে ব্যাগ দুটো তুলে দিল নিকলসন। আর্থার সাইলাসকে সুযোগ দিল না, চট করে ঘুরে দাঁড়াল শ্যারনকে বাকবোর্ডে উঠতে সাহায্য করবে বলে। প্রয়োজনের চেয়ে এক মুহূর্ত বেশি ওর হাত ধরে রাখল সে, অমায়িক হাসল।

শ্যারনের গালের রঙ আরেকটু গাঢ় হলো যেন, বলল, 'আমাদের র‍্যাঞ্চে দাওয়াত রইল তোমার, মিস্টার নিকলসন!'

'দাওয়াত লাগবে না, মিস সাইলাস!' হাসল নিকলসন। 'আর কেউ

তোমাকে দেখে ফেলার আগেই ঠিক হাজির হয়ে যাব!' আর্থার সাইলাসের উদ্দেশে চোখ মটকাল সে। 'রেসিং-এস-এর আশপাশে এখন থেকে একটু বেশি ঘুরঘুর করতে দেখবে তুমি আমাকে!'

কেন যেন ক্লিফোর্ড নিকলসনের মতো খুশি হতে পারল না আর্থার সাইলাস। প্রতিবেশীর উদ্দেশে মাথা দোলাল সে, শ্যারনের পাশে বাকবোর্ডে উঠে বসল। বাকবোর্ড চালিয়ে ডিপো ছেড়ে সরে আসার সময় চাপা কণ্ঠে বিড়বিড় করে কি যেন বলল সে আপনমনে।

'আরাম করে বস,' শ্যারনকে বলল সে, 'এখান থেকে আঠার মাইল দূরে আমাদের র‍্যাঞ্চ!'

'নর্থ প্ল্যাট যে আমাদের র‍্যাঞ্চের সবচেয়ে কাছের শহর, জানা ছিল না,' বলল শ্যারন, 'বাবার চিঠি পড়ে পড়ে আমার ধারণা হয়েছিল আমাদের র‍্যাঞ্চটা বাফেলো ক্রসিং বলে একটা শহরের কাছে।'

'ঠিকই আছে। আমাদের র‍্যাঞ্চহাউস থেকে বাফেলো ক্রসিংয়ের দূরত্ব মাত্র সাত মাইল। কিন্তু শহরটা উত্তরে, ওটার আশপাশে কোথাও ট্রেন থামে না। নর্থ প্ল্যাট থেকে ওখানে যেতে আবার স্টেজে চাপতে হয়। তোমাকে স্টেজ যাত্রার ঝামেলা থেকে বাঁচাতেই নর্থ প্ল্যাটে এসেছি আমি। তাছাড়া—' একটু থামল সে—'র‍্যাঞ্চে পৌঁছার আগে তোমাকে কিছু কথাও বলার ছিল।'

'বেশ,' বলল শ্যারন। 'আমি তো এসব নিয়ে কখনও মাথা ঘামাতে চাই নি—কিন্তু আর এড়ানো সম্ভব নয় যখন, মুখোমুখি হওয়াই ভালো। সেজন্যেই আমি এসেছি এখানে। বাবার চেনা লোকজন, যারা বাবার সঙ্গে কাজ করেছে, বসবাস করেছে, তাদের দেখা পাব।'

'হিউ আমার ভাই ছিল,' বলল আর্থার সাইলাস। 'আমাদের দুজনের মধ্যে সবদিক দিয়ে চৌকস ছিল ও। হয়তো বলতে পার আমরা দুজনেই সমান সুযোগ পেয়েছিলাম। হতে পারে। কিন্তু হিউ ছিল আমার দুবছরের বড়। আমি যখন কলেজে ঢুকেছি, ততদিনে ও তার ক্লাসের নেতা বনে গেছে; ওর পরিচয়ে পরিচিতি ছিল আমার। আমি কলেজ ছাড়ার আগেই নিউ ইয়র্ক সেন্ট্রালে জয়েন করে ও; হ্যাঁ, আমাকেও ওখানে একটা চাকরির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল হিউ, কিন্তু যথারীতি আমার পরিচয় ছিল হিউ সাইলাসের ভাই হিসাবেই!' শ্যারনের হাতে হাত রাখল আর্থার সাইলাস। 'আমি অবশ্য সেজন্যে কখনও কিছু মনে করি নি। সবসময় হিউকে নিয়ে গর্ব করতাম আমি।'

'আমিও,' শান্ত কণ্ঠে বলল শ্যারন। 'মাও গর্ব করত। বাবা যখন জেনারেল ডজের অধীনে মেজর হলো, আমার বয়স তখন মাত্র সাত কি আট হবে, কিন্তু মনে আছে, মা চেনা-জানা সবাইকে কীভাবে জানাত সে-কথা। গর্বে মা প্রায় কেঁদে ফেলত।'

মাথা দোলাল আর্থার সাইলাস। 'আমি কার কাছে যেন শুনেছিলাম শুধুমাত্র জেনারেল ডজের চাকরি করেছে বলেই হিউ ইউনিয়ন প্যাসিফিকের চাকরিটা পেয়েছিল। কিন্তু মানুষের যা স্বভাব—ওর সাফল্য সহ্য করতে পারে নি

অনেকেই। উনসত্তরে শেষে ইউ.পি.র চাকরি ছেড়ে দেয় হিউ, ওদের নির্মাণ কাজ শেষ হওয়ার পরপরই। তারপর এখানে এসে র‍্যাঞ্চিং শুরু করে। শুনেছি এরপর অনেকগুলো চাকরির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিল ও। এই তো, গত বছরেই, স্যান্তা ফে থেকে লোক এসেছিল চাকরির প্রস্তাব নিয়ে, রাজি হয় নি ও।'

'মা-ই বাবার এখানে আসার কারণ,' বলল শ্যারন। 'নর্থ প্লাট আর ওগালালার মাঝামাঝি একটা জায়গায় মারা গিয়েছিল মা। মনে হয়-কেউই জানে না-ঠিক কোন্ জায়গাটায় ঘটেছিল ব্যাপারটা, তবে আমার ধারণা-' চুপ করে গেল সে।

আড়চোখে ওর দিকে তাকাল সাইলাস। 'আমি তো মনে করেছি তুমি জান।'

'জানি না। নিশ্চিত করে বলতে পারব না! মাত্র দশ-এগার বছর বয়স ছিল তখন আমার।'

'আমি সেটা বলছি না। আমি ভেবেছিলাম তুমি জান হিউ যে কবরগুলোর খোঁজ পেয়েছিল। হ্যাঁ, ঘটনার মাত্র অল্প কদিন পরেই খোঁজ পায় ও। তোমার মাকে তুলে এনেছিল হিউ।' ঢোক গিলল শ্যারন। 'র‍্যাঞ্চ হাউসের পেছনেই আবার কবর দেয়া হয়েছে তাকে!'

উনিশ

জেক'স স্টোরের সামনে দিয়ে চলে যাওয়া ট্রেইলে এখন প্রচুর লোক চলাচল করে, বোঝা যায়; ট্রেইল না বলে রাস্তাই বলা চলে এটাকে। নদী থেকে মাইল দুই দূরে আরেকটা রাস্তার সঙ্গে মিশেছে ওটা। প্রায় সারাক্ষণ ঘোড়ার খুর আর ওয়াগনের চাকার শব্দ শোনা যায় ওই রাস্তায়; নেব্রাস্কার এদিকটায় একে মহাসড়ক হিসাবেই বিবেচনা করা যায়।

রাস্তা বরাবর ঘোড়া নিয়ে এগোচ্ছে ক্রুস শ্যাফটার। ওর মনে আছে আজ থেকে নয় বছর আগে উল্টোদিকে একচোখা জেকের স্টোরে যাবার কথা, সেদিন জীবনে প্রথম একজনকে হত্যা করেছিল।

ক্রুসের শক্তিশালী কালো গেল্ডিং দ্রুত এগোচ্ছে। সহজ ভঙ্গিতে স্যাডলে বসেছে শ্যাফটার। নিজের ইচ্ছেয় চলতে দিয়েছে ঘোড়াকে। চোখজোড়া ছোট হয়ে আছে ওর, প্রায় বুজে গেছে যেন, কিন্তু রাস্তার কিছুই ওর নজর এড়াচ্ছে না। ডান দিকে একটা সডহাউস দেখতে পেল, ওটার কাছেই করাল রয়েছে-ভেতরে ছোটখাট একপাল হিয়ারফোর্ড গরু।

আরও খানিকটা সামনে এগোনোর পর আরেকটা ঘর দেখল, বাম পাশে। পোয়াটাক মাইল পর একটা ফ্রেমহাউস নজরে পড়ল, বহুদিন আগে রঙ করা হয়েছিল বোধ হয়, এখন বিবর্ণ।

তারপর হঠাৎ নদীর দিকে তাকাল ক্রুস। ওপারে বেশ কিছু ঘরবাড়ি দেখা যায়। একটা বসতি।

গেল্ডিংয়ের পিঠে শিরদাঁড়া খাড়া করে বসল ক্রুস। ফেরিঘাটের দিকে এগোল ঘোড়া। নদীর দুপারে শক্ত করে টানা দেয়া দড়ির সাহায্যে এখন নৌকাটা চালানো হয়। বড় আকারের নৌকাটা এপারেই ভেড়ানো আছে দেখা গেল। একটা ফার্ম ওয়্যাগন, একটা ঘোড়া আর সেটার সওয়ারী আগেই উঠেছে নৌকায়।

'জলদি, স্ট্রেঞ্জার,' ক্রুস শ্যাফটারকে দেখতে পেয়ে চিৎকার করে বলল ফেরিম্যান। 'এখুনি রওনা দিচ্ছি আমরা!'

নৌকায় উঠে ঘোড়া থেকে নামল শ্যাফটার। 'কত ভাড়া?'

'পঁচিশ সেন্ট,' জবাব এল।

ভাড়া মিটিয়ে দিল শ্যাফটার। দশ বছর আগের তুলনায় এখন ভাড়া বেশ কম।

নদী পার হতে শুরু করল নৌকাটা। সাবলীল ভঙ্গিতে লগি ঠেলছে ফেরিম্যান। গেল্ডিংয়ের পাশে দাঁড়িয়ে রইল ক্রুস। প্রায় পোয়া মাইল দূরে একটা বিশেষ জায়গার দিকে তাকিয়ে আছে। নদীটা সহসা দক্ষিণে বাঁক নিয়েছে ওখানে।

সল্ট রিভারের বাঁক ওটা।

ঘাটে ভিড়ল নৌকা। বার সরিয়ে নামার পথ করে দিল ফেরিম্যান। সবার আগে নামল ওয়্যাগন, তারপর অপর যাত্রী। সবশেষে শ্যাফটারের পালা। বসতির দিকে একবার তাকাল ও, পনের বিশটা দালান-কোঠা দেখা যায়।

'এ জায়গাটার নাম?' জানতে চাইল ও।

বিস্মিত চেহারায় ওর দিকে তাকাল ফেরিম্যান। 'বাফেলো ক্রসিং।'

'নতুন শহর।'

'খুব একটা নতুন নয়। সাত-আট বছর হয় এখানে আছি আমি, প্রায় পাঁচ বছর হলো এই নৌকাটা চালাচ্ছি।'

মাথা দোলাল শ্যাফটার, তারপর তীরের দিকে ফিরল। গেল্ডিং নিয়ে নেমে এল নৌকা থেকে। প্রথম দালানটা রয়েছে ডান দিকে, ল্যান্ডিং থেকে পঞ্চাশ ফুটের মতো দূরে একটা বিশাল ফ্রেম বিল্ডিং, ওটার ছাদ বরাবর বিরাট এক সাইনবোর্ড:

টাইসন'স ট্যাভার্ন
জন টাইসন, প্রোপ্রাইটর

ক্রুস শ্যাফটাররা যেখানে থাকত সেখানেই স্যালুন, ওটার পেছনে করর।

হিচরেইলে দুটো ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। ওগুলোর ছয়ফুট দূরে নিজের ঘোড়া

বাঁধল শ্যাফটার, তারপর ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে থাকল দীর্ঘ একটা মুহূর্ত।

কোমরের ডান পাশে ঝোলানো হোলস্টারে রাখা নেভী কোল্টের বাঁট আলগোছে স্পর্শ করল সে। ছয় বছর আগে ক্রুস শ্যাফটার নাম ব্যবহার বন্ধ করার পর থেকেই হোলস্টার ঝোলাচ্ছে ও। ইউটাহ্ টেরিটোরির প্রমোন্টরি পয়েন্ট ছেড়ে আসার অল্প পরের ঘটনা এটা, ওখানেই একীভূত হয়েছিল ইউনিয়ন প্যাসিফিক আর সেন্ট্রাল প্যাসিফিক।

ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল ক্রুস। দুটো কোম্পানির উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের দেখেছিল সেদিন, দেখেছে পুব-পশ্চিমের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট স্বয়ং স্লেজ হ্যামার দিয়ে একটা সোনার স্পাইক বসিয়ে সেই অনুষ্ঠান উদ্বোধন করেছিলেন।

সব দেখেছে ক্রুস। জনতার মাঝে চালিয়েছে নিজের অনুসন্ধান। প্রত্যেকটা চেহারা জরিপ করেছে। পরিষ্কার টুপিঅলা কি নোংরা পোশাক পরা–বাদ দেয় নি কাউকে। সেটা ছিল আঠারশো উনসত্তর সাল, এটা পঁচাত্তর। ক্রুস শ্যাফটারের বয়স এখন চল্লিশ, যদিও দেখে মনে হয় তিরিশ পেরিয়ে গেছে। ছয়টা বছর বিদায় নিয়েছে, কিন্তু আজও বেন হাসকিন্স আর হ্যারিস্পের সন্ধান পায় নি ও।

ইউনিয়ন প্যাসিফিক আর সেন্ট্রাল প্যাসিফিকের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তে ঘুরে বেড়িয়েছে ক্রুস। ওমাহা থেকে স্যান ফ্রানসিস্কো–কোনও জায়গা বাদ রাখে নি। ট্রেনে, ঘোড়ার পিঠে, যখন যেভাবে পেরেছে, দুহাজার মাইল দীর্ঘ রেললাইনের দুপাশের প্রতিটি শহর, গ্রাম এমনকী ছাপরাতেও খোঁজ নিয়েছে সে। যেখানেই মানুষের সমাগম ঘটেছে সেখানেই হাজির হয়েছে ক্রুস, লোকের চেহারা জরিপ করেছে, জেরা করেছে প্রয়োজনে।

স্যান্তা ফে, ক্যানসাস সিটি, টোপেকা, অ্যাবিলিন, উইচিটা, এলসওয়র্থ, ডজ কোথায় যায় নি! চিশম ট্রেইলও ভ্রমণ করেছে।

ওয়াইওমিং, আইডাহো আর মন্টানার মাইনিং ক্যাম্পে ঢুঁ মেরেছে। যেখানেই কোনও বুম টাউন গড়ে উঠেছে, সেখানে চলে গেছে ক্রুস।

একটার পর একটা বছর চলে গেছে। কিন্তু যেখানে শুরু করেছিল সেখানেই আবার ফিরে এসেছে অবশেষে। সল্ট রিভার। এখন একটা শহর গড়ে উঠেছে এখানে, বাফেলো ক্রসিং, এধরনের নাম রাখার কারণ বুঝতে পারছে না ও। পঁয়ষট্টি সালের দিকে তেমন একটা মোষ পারাপার হতে দেখা যায় নি।

টাইসন'স স্যালুনে ঢুকল ক্রুস।

বারের এপাশের প্রান্তে দাঁড়িয়ে মদের গ্লাস নাড়াচাড়া করছে দুজন। গ্লাস মুছছে বারটেন্ডার। কাঁচাপাকা চুলঅলা কৃষ্ণাঙ্গ এক লোক একটা টেবিলে সলিটেয়ার খেলছে।

বারের লোক দুটোকে পাশ কাটিয়ে শেষ প্রান্তে চলে এল ক্রুস। এগিয়ে এল বারটেন্ডার।

'বিয়র।'

গ্লাস মোছা বাদ দিয়ে এক গ্লাস বিয়ার ঢালল বারটেন্ডার। গ্লাসটা ক্রুসকে

দিয়ে অপেক্ষা করতে লাগল। বারের ওপর একটা সিকি রাখল ক্রুস। পুরোটাই রেখে দিল বারটেন্ডার। বাফেলো ক্রসিংয়ের মদ বেশ দামী।

বিয়রে চুমুক দিল ক্রুস। বিস্বাদ, তবে ঠাণ্ডা। তৃষ্ণা মিটল। সল্ট রিভারের পানিতেও তৃষ্ণা মেটানো যায়।

চিন্তিত চেহারায় ওর দিকে তাকাল কৃষ্ণাঙ্গ সলিটেয়ার খেলোয়াড়। কয়েকটা তাস খেলল, তারপর উঠে বারের দিকে এগিয়ে এল।

'আরেকটা বিয়র চলবে, স্ট্রেঞ্জার?' শ্যাফটারের গ্লাস প্রায় খালি হয়ে এসেছে লক্ষ করে জানতে চাইল সে।

'একটাই যথেষ্ট,' সংক্ষিপ্ত জবাব দিল শ্যাফটার।

'পয়সা দিতে হবে না,' বলে হাসল লোকটা। 'আমি জন টাইসন।'

বিয়র শেষ করে গ্লাস নামিয়ে রাখল ক্রুস শ্যাফটার।

টাইসন বলল, 'বাফেলো ক্রসিংয়ে নতুন?'

'আগেও ছিলাম এখানে।'

'সেটা নিশ্চয়ই আমি আসার আগে: আমি সাধারণত মানুষের চেহারা ভুলি না। সত্তর থেকে আছি এখানে। তখন ফেরিঘাট আর ওয়ার্ড'স ট্রেডিং পোস্ট বাদে আর কিছু ছিল না। তারপর সাইলাস গরুর পাল নিয়ে এল। শহরটাও গড়ে উঠতে শুরু করল।'

'সাইলাস?' শান্ত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ক্রুস।

'হ্যাঁ, সাইলাসেরই শহর ছিল এটা। এ তল্লাটের সবচেয়ে বড় র‍্যাঞ্চার ছিল সে।'

'সাইলাস,' বলল শ্যাফটার। 'চেনা ঠেকছে নামটা।'

'তুমি আসলেই নতুন, মিস্টার,' চড়া গলায় বলল টাইসন। 'পশ্চিমের সবাই জানে হিউ সাইলাসের নাম! সেই তো নির্মাণ করল ইউনিয়ন প্যাসিফিক, তারপর এখানে এসে গড়ে তুলল র‍্যাঞ্চ, তিরিশ হাজার গরুর এক বিশাল পাল ছিল তার, যেভাবে এগোচ্ছিল সে, এতদিনে পঞ্চাশ হাজারে দাঁড়াত গরুর সংখ্যা।'

'থামল কেন?'

'মারা গেল যে!'

সরে আসার চেষ্টা করল শ্যাফটার। টাইসন বলল, 'চাকরি খুঁজছ নাকি?'

ঘুরে তাকাল ক্রুস। 'না।'

কাঁধ ঝাঁকাল টাইসন। 'চাকরি খুঁজলে একটা কথা বলব মনে করেছিলাম তোমাকে। এখানে কয়েকটা র‍্যাঞ্চে লোক নিচ্ছে, চড়া মজুরিতে।'

'চড়া মজুরি বলতে কত টাকা বোঝায় এখানে?'

'চল্লিশ ডলার,' একটু থামল টাইসন। 'তবে আমার ধারণা, কাজের লোক হলে কারও পক্ষে মাসে একশো ডলার কামানো কঠিন হবে না।' শ্যাফটারের হোলস্টারের পিস্তলের দিকে তাকাল সে। 'শুনেছি গর্ডন মাসে একশো ডলারের বেতন দেয়ার মতো লোকের খোঁজে আছে!'

শ্যাফটার এবার জানতে চাইল, 'এ-শহরে কোনও রেস্তরাঁ নেই?'

'আছে, ওপাশেই। তবে ওই একটাই। ওখানকার খাবার বেশ ভালো।'

মাথা দুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ব্রুস। ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকিয়ে রইল টাইসন।

বাইরে এসে একটু থেমে ঘোড়ার দিকে তাকাল শ্যাফটার।

হিউ সাইলাস।

প্রমোন্টরি পয়েন্টে তাকে দেখেছিল ব্রুস। একটা দামী হ্যাট পরেছিল সেদিন লোকটা। অনুষ্ঠান শেষে ঘোড়ার কাছে যাবার পথে শ্যাফটারকে ডেকে কথাও বলেছিল।

'শেষ হলো কাজটা,' বলেছে সাইলাস, 'এখানে আমার প্রয়োজন ফুরাল।' শ্যাফটার জবাব না দেয়ায় কর্কশ স্বরে সে আবার যোগ করেছিল, 'ব্রুস শ্যাফটারদেরও আর দরকার হবে না এখানে!'

সেটাই ছিল সাইলাসের সঙ্গে ব্রুস শ্যাফটারের শেষ সাক্ষাৎ।

কিন্তু এখানে, সল্ট রিভারে কেন এসেছিল সাইলাস?

এবার মনে পড়ল ব্রুসের। নর্থ প্লাট, ওগালালা সল্ট রিভার থেকে বেশি দূরের পথ নয়। ওই রেলরোড ক্যাম্পগুলোর মাঝামাঝি একটা জায়গায় ওয়্যাগন ট্রেনে আক্রমণ করেছিল সিউ ইন্ডিয়ানরা। হ্যাঁ, তাই হবে, হিউ সাইলাসের স্ত্রীর শেষ স্মৃতি জড়িয়ে আছে জায়গাটার সঙ্গে।

স্মৃতি।

রেস্তরাঁয় এসে বীফ স্টেক আর আলুর ফরমাশ দিল শ্যাফটার, ওয়েট্রেস অতিরিক্ত একটা আপল পাই-ও রাখল ওর সামনে। বিনা বাক্যব্যয়ে খেল ও। খাওয়া শেষ হলে কাউন্টারে একটা রূপোর মুদ্রা রেখে বেরিয়ে এল।

আবার ঘোড়ার কাছে এসে স্যাডলে চাপল ব্রুস। একই সময় রাস্তার উল্টোদিকের ওয়ার্ড'স স্টোর থেকে বেরিয়ে এল একটা মেয়ে, তার হাতে বিশাল একজোড়া ব্যাগ। একটা বাকবোর্ডে তুলল সে ওগুলো, তারপর উঠে বসল আসনে।

ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে বাফেলো ক্রসিং থেকে বেরিয়ে এল ব্রুস। পেছনে চাকার ঘরঘর আওয়াজ শুনতে পেল, তাকাল না। ওর কাছে চলে এল বাকবোর্ডটা, সেই মেয়েটা উজ্জ্বল চেহারায় ওর দিকে তাকিয়ে হাসল।

'হ্যালো,' বলল সে।

আস্তে মাথা দোলাল ব্রুস।

দুলকি চালে এগোচ্ছিল বাকবোর্ডের ঘোড়াগুলো, গতি কমাল মেয়েটা, শ্যাফটারের গেল্ডিংয়ের সঙ্গে তাল মেলাল।

'অসম্ভব গরম পড়েছে আজ!' কথোপকথনের ঢঙে বলল মেয়েটা।

'আগস্ট মাস, তাই,' জবাব দিল শ্যাফটার।

'বলতে চাইছ, আগস্ট মাসে গরম পড়াই স্বাভাবিক, না?' বলল শ্যারন সাইলাস, হতোদ্যম হলো না, এখনও হাসছে। 'আমি আসলে এমনি কথার কথা

বলেছি। তোমাকে আমার কেমন যেন চেনা চেনা লাগছে: কিন্তু মনে করতে পারছি না। তুমি—ক্লিফ নিকলসনের র‍্যাঞ্চের লোক?'

'না।'

এতক্ষণে মেয়েটার দিকে তাকাল শ্যাফটার। সোনালি চুল। হালকা-আরেকটু হালকা ছিল নাকি—কতদিন আগের কথা—নয় বছর?

এখনও কথা বলছে মেয়েটা। 'এই চার মাসে অনেক লোকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে আমার। সবার চেহারা মনে থাকে, কিন্তু নাম মনে রাখতে পারি না কারও। আমার নাম শ্যারন সাইলাস।'

এ কথার জবাব দিতেই হয়, ব্রুস বলল, 'হাউ ডু ইউ ডু?'

এবার বিভ্রান্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল শ্যারন। 'এর আগে তোমার সঙ্গে পরিচয় হয় নি?'

'আজ প্রথম বাফেলো ক্রসিংয়ের নাম শুনলাম আমি,' সতর্ক কণ্ঠে বলল ব্রুস শ্যাফটার।

'তাহলে আগে এখানে দেখি নি তোমাকে।'

মাথা নাড়ল ব্রুস শ্যাফটার।

শ্যারনের মসৃণ কপালে ভাঁজ পড়ল। ঘোড়ার গতি বাড়াল সে, ব্রুসকে পেছনে ফেলে গেল বাকবোর্ড। পঞ্চাশ গজ দূরে গিয়ে আবার ওর দিকে পেছন ফিরে তাকাল শ্যারন, কিন্তু রাস্তার দিকে চেয়ে থাকল ব্রুস, চোখাচোখি হলো না।

সামান্য দূরে বাঁক নিয়েছে রাস্তা, মোড় নিল বাকবোর্ড, দৃষ্টিসীমার আড়ালে হারিয়ে গেল। আরও কয়েকগজ সামনে বাড়ল শ্যাফটার, তারপর থামাল গেল্ডিংটা। কয়েক মুহূর্ত পর স্যাডল থেকে নামল সে, মিনিট কয়েক দাঁড়িয়ে থাকল ঘোড়ার পাশে।

তারপর আবার চাপল স্যাডলে, বাফেলো ক্রসিংয়ের উদ্দেশে ফিরতি পথ ধরল।

বিশ

বার থেকে এক গ্লাস বিয়ার নিল ব্রুস, তারপর দেয়াল ঘেঁষে রাখা একটা টেবিলে চলে এল। দেয়ালের দিকে পিঠ দিয়ে বসল সে, হেলান দিল: গ্লাসে চুমুক দেয়ার ফাঁকে স্যালুনে কারা আসছে কারা যাচ্ছে তা দেখতে লাগল।

স্যালুনের পেছনের অফিসে ছিল টাইসন, বেরিয়ে এল সে, চিন্তিত চেহারায় একবার ব্রুসের দিকে তাকিয়ে আবার ব্যস্ত হয়ে পড়ল নিজের কাজে। বিকেল গড়িয়ে যাচ্ছে, সেই সঙ্গে বাড়ছে খদ্দেরের সংখ্যা: অতিরিক্ত মদ গেলার জন্যে রয়ে যাচ্ছে অনেকে।

খানিক পর শুরু হলো পোকার খেলা।

সন্ধ্যা ছটা নাগাদ স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল ক্রুস। রেস্তরাঁয় এল আবার। খাঁ-খাঁ করছে রেস্তরাঁ। কয়েক মিনিট অপেক্ষা করার পর বেরিয়ে এল এক ওয়েট্রেস, তরুণী, চোখজোড়া লাল হয়ে আছে, বোধ হয় কাঁদছিল এতক্ষণ।

'কিছু মনে কোরো না,' বলল মেয়েটা। 'কেউ যে এসেছে বুঝতে পারি নি।' আবার কেঁদে ফেলার অবস্থা হলো তার, কাঁপছে ঠোঁটজোড়া।

সময় নষ্ট না করে ফরমাশ দিল শ্যাফটার। 'স্টেক, পটেটো, যা আছে, দাও। আর এক কাপ কফি দিয়ো।'

কিচেনে চলে গেল মেয়েটা, খানিক পরেই আবার কান্নার আওয়াজ পেল শ্যাফটার। এবার কথা বলে উঠল আরেকটা মেয়ে। বেরিয়ে যাবে কিনা ভাবছিল শ্যাফটার, ঠিক তখনি যে মেয়েটা লাঞ্চ সার্ভ করেছিল বেরিয়ে এল সে। আগের মেয়েটার চেয়ে বছর দু-তিন বড় হবে এ।

'আমি দুঃখিত,' বলল সে। 'আবার দেবে অর্ডারটা?'

'ওই মেয়েটাকে দিলাম তো!'

'জানি, কিন্তু ও ভুলে গেছে। শরীরটা ভালো নেই ওর।'

'স্টেক, পটেটো আর কফি।'

'ধন্যবাদ। এখুনি আনছি।'

চলে গেল মেয়েটা। কিচেনে বাসনকোসনের আওয়াজ শুনে ক্রুস বুঝতে পারল খাবার তৈরি করছে সে। খানিক পর ট্রেতে করে ফরমাশ মতো খাবার নিয়ে ফিরে এল ওয়েট্রেস। ট্রেটা ক্রুসের সামনে নামিয়ে রাখল প্রথমে, তারপর রাখল কফির কাপ। অপেক্ষা করতে লাগল মেয়েটা, বারবার উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে কিচেনের দিকে তাকাচ্ছে। ক্রুস শ্যাফটার স্টেক খাওয়ার পর ওকে আবার অ্যাপল-পাই দিল মেয়েটা। 'এটার জন্যে দাম দিতে হবে না।'

'আজ বিকেলেও তো একবার দিলে।'

কৃশ হাসল মেয়েটা। 'জানি। এ-শহরে নতুন এসেছ, তাই না?'

'কিন্তু খাবারের দাম দেয়ার ক্ষমতা আমার আছে।'

শ্যাফটারের কাঠখোট্টা জবাবে কুঁকড়ে গেল যেন মেয়েটা। 'আমি দুঃখিত। তাহলে পাইসহ এক ডলার দিলেই চলবে।'

এনিয়ে আর আলোচনার অবকাশ নেই, তবু আশপাশে ঘুরঘুর করতে লাগল মেয়েটা। অ্যাপল-পাই খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে যতবার চোখ তুলে তাকাল ক্রুস, দেখল ওকেই দেখছে ওয়েট্রেস।

'এভাবে তাকানোর জন্যে দুঃখিত,' থেমে বলল মেয়েটা। 'আসলে তোমাকে দেখে আমাদের খুব চেনা একজনের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে—অনেক দিন আগে পরিচয় ছিল তার সঙ্গে।'

'কিন্তু তোমার বয়স তো বেশি নয়।'

'ওহ, একেবারে ছোটবেলার কথা এটা। ঠিক তোমার মতো একটা ছেলে আমাদের স্কুলে আনা নেয়া করত।'

মুহূর্তের জন্যে কুঁচকে গেল ক্রুসের চোখজোড়া, পরক্ষণেই স্বাভাবিক হলো

আবার। উঠে দাঁড়াল সে। কাউন্টারে একটা ডলার রেখে মৃদু মাথা দুলিয়ে বেরিয়ে এল রেস্তরাঁ থেকে।

স্যালুনে ঢুকে ওর চেয়ারটা খালি আছে দেখে আবার সেটাতেই বসল গিয়ে। কিন্তু বেশ কিছু সময় পেরিয়ে যাবার পরও আরেক গ্লাস বিয়র আনতে গেল না। এখন দশবারজন খদ্দের রয়েছে স্যালুনে। একটু দূরের একটা টেবিলে নরক গুলজার করে পোকার খেলছে তাদের পাঁচজন।

খেলা দেখছিল ডান টাইসন। শ্যাফটারকে বসে থাকতে দেখে এগিয়ে এল সে। 'এখানে থাকার ব্যাপারে নতুন সিদ্ধান্ত নিলে নাকি?'

'কোনও সিদ্ধান্ত নিই নি,' জবাব দিল শ্যাফটার।

'দোতলায় কয়েকটা রুম আছে, ভাড়া নিতে পার।'

'দরকার হবে না।'

বাঁকা হাসল টাইসন। 'এই ব্যাজটার জন্যেই নাক গলাতে বাধ্য হই আমি।' ভেস্টের পকেট থেকে একটা ব্যাজ বের করে দেখাল সে। 'আমি ডেপুটি শেরিফ, কথাটা এদিককার সবাই জানে, তাই আর সেঁটে রাখার ঝামেলা করি না। শেরিফ নিয়োগ করার মতো অতটা বড় নয় শহরটা।' ব্যাজটা আবার পকেটে ঢোকাল টাইসন। 'এবার বোধ হয় তোমার নামটা জিজ্ঞেস করা যায়।'

'যায়,' জবাব দিল ক্রুস।

'জোন্স? ব্রাউন? জনসন?'

'কিংবা স্মিথ।'

'আচ্ছা, স্মিথই সই, সোজা নাম, মনে থাকবে।' চুপ করে গেল সে, হঠাৎ ভাঁজ পড়ল চেহারায়। স্যালুনে ঢুকেছে একলোক, বিশাল শরীর, মধ্য চল্লিশের কোঠায় হবে তার বয়স।

চাপা কণ্ঠে গাল বকল টাইসন। 'গর্দভ কাঁহিকা!'

জুয়ার টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়াল নবাগত। 'গর্ডন!' চড়া গলায় বলল সে, 'তোমার সঙ্গে কথা আছে!'

সুঠামদেহী কঠিন চেহারার ত্রিশোর্ধ্ব এক যুবক শীতল দৃষ্টিতে তাকাল তার দিকে। 'দেখছ না ব্যস্ত আমি?'

'তুমি তো জুয়া খেলছ!'

টাকা বের করে পটে ছুঁড়ে মারল গর্ডন। 'দশ ডলার বাড়ালাম,' বলে টেবিলের উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে তাকাল আবার, অধৈর্য দৃষ্টি। 'পরে, এরিক!'

এইবার আধপাক ঘুরে তাকাল ক্রুস, টেবিলের সামনে দাঁড়ানো লোকটাকে দেখল।

এরিক? হ্যাঁ, এরিক টম্পসনই তো! দশ বছর আগে, এখান থেকে মাত্র অল্প কয়েক গজ দূরে প্রায় মৃত অবস্থায় ওকে উদ্ধার করেছিল টম্পসন। সেবা-যত্নে সুস্থ করে তুলেছিল। নিজের বাড়িতে নিয়ে আপন ছেলের মতো লালন করার চেষ্টাও করেছে। তার মানে, রেস্তরাঁর ওয়েট্রেস বলেছিল ওকে তার চেনা-চেনা

লাগছে, সে হুমকি এরিক টম্পসনের মেয়ে!

[illegible] চেঁচিয়ে উঠল এরিক টম্পসন। 'তবে [illegible] তোমার [illegible], গর্ডন! [illegible], কিন্তু [illegible] তোমার...' হঠাৎ [illegible] হয়ে গেল তার মুখ, গর্ডনকে ধরতে [illegible] এগোল টেবিলের উল্টো দিকে।

'থামো!' চেঁচিয়ে উঠল ক্রস টাইসন। টম্পসনকে ধরে [illegible] শাফটারের টেবিল ছেড়ে এগিয়ে গেল সে দ্রুত। 'শোন, এরিক, আমাকে [illegible] না...' বলতে গেল সে।

[illegible] হাতটা বাড়িয়ে দিল এরিক টম্পসন, ধাক্কা মারল টাইসনের বুকে। [illegible] গর্ডনের কাছে যাবার পথে এই [illegible] সুযোগে উঠে দাঁড়াল বুড়ি।

এরিক টম্পসন তার [illegible] গর্ডন টম্পসনের চেয়ে [illegible] ইঞ্চি লম্বা সে, [illegible] বেশি হবে [illegible] এরিকের মাথা ঘুরে গেল [illegible] এরিক, দেয়ালের ওপর গিয়ে পড়ল।

হাত দিয়ে [illegible] গেল গর্ডন। 'সোজা আমার [illegible] এসেছ তুমি, টম্পসন,' হিসহিস করে বলল সে। [illegible] আঘাত করল। 'তোমার মেয়ের [illegible]...' একটু পিছিয়ে এল সে, দুর্বল আঘাত হানল টম্পসনকে। কিন্তু [illegible] এরিক, আবার হাত চালাল সে, গর্ডনের ঠিক নাকে লাগল ঘুসিটা।

মার ঠেকাতে না পারলেও এবার উঠে [illegible] গর্ডন, হাত বাড়িয়ে পিছিয়ে এল, শাফটারের টেবিলের সঙ্গে ঠেকে গেল সে। কর্কশ একটা শব্দ তুলে পিছিয়ে গেল টেবিলটা, ঝাঁক খেয়ে শাফটারের পায়ের ওপর পড়ল গর্ডন। সঙ্গে সঙ্গে হাতে একটা ধাক্কা দিল শাফটার। আগেই ভারসাম্য হারিয়েছে বুড়ি, এবার দড়াম করে মাটিতে পড়ে গেল সে।

রক্তে মাখামাখি হয়ে গেছে গর্ডনের মুখ। হাঁচড়ে পাঁচড়ে উঠে দাঁড়াল সে। রক্তলাল চোখজোড়া শাফটারের ওপর স্থির হলো। 'আমাকে ধাক্কা দিলে কেন?' চিৎকার করে বলল, 'দাঁড়াও, উচিত শিক্ষা দিচ্ছি আমি তোমাকে!'

শাফটারের দিকে পা বাড়াল গর্ডন। চেয়ারটাকে একপাশে সরিয়ে উঠে দাঁড়াল শাফটার। ছুটে এল গর্ডন, ডান হাত চালাল ক্রস। বোধ হয় রাস্তা থেকেও শোনা গেল আওয়াজটা। গর্ডনের চোয়ালে লাগল ঘুসিটা। কাটা কলা গাছের মত লুটিয়ে পড়ল দানবটা। পড়েই রইল মেঝেতে, একটা পেশীও নড়ছে না তার।

এরিক টম্পসনের চোখজোড়া যেন কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসবে। এক পা সামনে বাড়ল সে। 'ক্রস!' ফিসফিস করে বলল সে।

সরাসরি টম্পসনের দিকে তাকাল ক্রস শাফটার, তারপর সোজা বারে এসে ইশারা করল বারটেন্ডারকে। 'বিয়ার!'

[illegible] গর্ডনকে [illegible] দাঁড়াল বাকি [illegible]। '[illegible] হয়ে গেছে,' বলল কেউ একজন।

'গর্ডনকে কেউ এক ঘুসিতে কুপোকাত করতে পারে, অবিশ্বাস্য!' বলল আরেকজন।

সবার চোখ ফিরল বারে দাঁড়ানো শাফটারের দিকে। এখনও বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে এরিক টম্পসন। অবশেষে বিড়বিড় করতে করতে মাথা নাড়ল সে, পা বাড়াল দরজার দিকে। কেউ বাধা দিল না তাকে।

একজন বারে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে চেহারায় পুরো ঘটনাটা দেখেছে ক্লিফোর্ড নিকলসন। এবার শাফটারের দিকে এগিয়ে এল সে।

'চমৎকার দেখিয়েছ, স্ট্রেঞ্জার,' বলল হাসিমুখে। গর্ডনের দিকে ইঙ্গিত করল। 'অনেক বড়সড় লোককে ধরাশায়ী হতে দেখেছি আমি?'

'তার যা ইচ্ছা হোক, আমার কী!' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল শাফটার।

'অনেক কিছু, মিস্টার,' বলে চলল নিকলসন। 'আমার গর্ডনের ঘোড়াটা খুব ভাল। সময় থাকতে হয়তো দূরে সরে যাওয়া দরকার তোমার।' চিন্তিত চেহারায় শাফটারের দিকে তাকাল সে। 'আমি বলতে চাইছি, সিক্স-গানে খুব ভাল চলে গর্ডনের হাত। তাছাড়া ওর লোকগুলোও আছে।'

'কাদের মধ্যে একজন ভাল লোক সে?' অনাগ্রহের সাথে জানতে চাইল শাফটার।

'হুম,' চিন্তিত স্বরে বলল নিকলসন। 'কাউহ্যান্ডের জন্যে বেতনটা একটু বেশিই, তোমার কি মনে হয়?'

'হতে পারে—যদি আমার চাকরি দরকার হয়!'

'ঠিক আছে, যদি চাকরি লাগে, আমি তোমাকে তা দিতে পারব আশা করি। আমার নাম ক্লিফোর্ড নিকলসন।'

কামরার ওধারে সবাই মিলে ধরাধরি করে বসাল গর্ডনকে। জ্ঞান ফিরে আসছে তার, কিন্তু এখনও ঘোর কাটে নি। ওখান থেকে বারে চলে এল ক্রস টাইসন। পকেট থেকে ব্যাজটা বের করে দেখাল শাফটারকে।

'এখন ডেপুটি হিসাবে কথা বলছি। আমি মেনে নিচ্ছি আত্মরক্ষার খাতিরে কাজটা করেছ তুমি, স্মিথ, কিন্তু আমার দায়িত্ব এখানে শান্তি বজায় রাখা; কিন্তু গর্ডন সুস্থ হয়ে উঠলে সেটা সম্ভব হবে না—তুমি বরং জলদি করে ঘোড়ায় চেপে কেটে পড়।'

'আমার যদি এখন ঘোড়ায় চাপতে মন না চায়?'

'চাওয়াও! বাফেলো ক্রসিংয়ে জেলখানা নেই, কিন্তু আমাকে যদি বাধ্য কর—'

'আহা, বসো, টাইসন,' বলে উঠল ক্লিফ নিকলসন। 'গর্ডন যখন বুড়ো মানুষটাকে মারতে গেল, কই তখন তো ওকে ঠেকালে না তুমি!'

'টম্পসন সেধে লাগতে গিয়েছিল ওর সঙ্গে,' খেঁকিয়ে উঠল টাইসন।

'গর্ডনের বেলায়ও একই কথা খাটে–সেও লেগে লাগতে গেছে–কী যেন নাম–মিস্টার স্মিথের সঙ্গে।'

চোখ কোঁচকাল টাইসন। 'এখানে খুন খারাবি হোক চাই না আমি।'

'হবে না,' চট করে বলল শ্যাফটার। 'অন্তত আজ রাতে নয়।'

নিকলসনের উদ্দেশে মাথা দুলিয়ে দরজার দিকে পা বাড়াল ও। বিশালদেহী বাঙ্কার চোখ কুঁচকে তাকিয়ে রইল ওর গমনপথের দিকে। 'আশ্চর্য ব্যাপার। ও যে এভাবে চুপসে যাবে চিন্তাই করি নি।'

টাইসনের চোখও কুঁচকে গেছে।

বাইরে এসে ঘোড়ার বাঁধন খুলল ক্রুস শ্যাফটার। উঠে বসল স্যাডলে, এক মুহূর্ত বসে রইল ঠায়। কোন্ দিকে যাবে বুঝছে না। শেষে নদীর দিকে এগোল। কিন্তু ফেরিঘাট পর্যন্ত গেল না। তার আগে বাঁক নিল ক্রুস শ্যাফটারের ঘোড়া, এগোল নদী বরাবর। পোয়ামাইলের মতো একনাগাড়ে চলল সে, অন্ধকারে নিজেই পথ খুঁজে নিচ্ছে ঘোড়াটা। ঘোড়া থামিয়ে নামল ক্রুস। ঘোড়ার পিঠ থেকে স্যাডল আর স্যাডলরোল খসাল, তারপর ওটাকে একটা ঝোপের সঙ্গে বাঁধল। স্যাডল আর স্যাডলরোল নিয়ে ঘোড়া থেকে একশ ফুটের মতো দূরে এল, বিছানা তৈরি করে শুয়ে পড়ল।

সঙ্গে সঙ্গে ঘুমোতে পারল না অবশ্য। পরিষ্কার আকাশ, অগুনতি তারার দিকে তাকিয়ে রইল সে। অতীতের অনেক কিছু মনে পড়ে যাচ্ছে। বাফেলো ক্রসিংয়ের কথা জানা ছিল না ওর। ঘটনাচক্রে এসে পড়েছে এখানে। নেব্রাস্কার প্রায় সব জায়গাতেই ও গেছে–সল্ট রিভারে প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারটা ছিল স্রেফ সময়ের ব্যাপার। যদিও এখানে যাত্রা বিরতির কোনও পরিকল্পনা ছিল না ওর।

এরিক টম্পসন!

এখানে তার উপস্থিতির কারণ বোঝা খুব কঠিন নয়। দশ বছর আগে একবার এদিকে এসেছিল সে। জমির খোঁজে পশ্চিমে এলে এখানে আসাই তার পক্ষে স্বাভাবিক। সল্ট রিভারের মাটি চমৎকার এবং বোঝা যায় আশপাশের কোথাও বসতি করেছে সে।

শ্যারন সাইলাস। এখান থেকে অল্প দূরে জীবনের সবচেয়ে বড় সম্পদ হারিয়েছিল ওর বাবা। এজায়গার ওপর তার দাবি আছে।

স্মৃতি জড়ানো জায়গায় ফিরে ফিরে আসে সবাই...

টম্পসন এসেছে।

শ্যারন সাইলাস এসেছে।

এসেছে ক্রুস শ্যাফটার।

হয়তো...হয়তো বেন হাসকিন্স আর হ্যারিসনও আসবে।

ঘুমিয়ে পড়ল শ্যাফটার। সাধারণত ও স্বপ্ন দেখে না। কেবল শারীরিক প্রয়োজনেই ঘুমোয়, যখন ক্লান্তির শেষসীমায় পৌঁছে যায়। আজ রাতেও ক্লান্ত সে, কিন্তু ভাল ঘুম হলো না। স্বপ্ন দেখল–মৃত্যুর। কিছুক্ষণ পর ঘুম টুটে গেল। তাকিয়ে থাকল তারা-জ্বলা আকাশের দিকে।

একুশ

পুরোপুরি সকাল হবার পর উঠে পড়ল ক্রুস শ্যাফটার। ঘোড়ার কাছে এসে জিন চাপাল ওটার পিঠে। সঙ্গে সঙ্গে স্যাডলে চাপল না। অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ঘোড়ার পাশে, নদীর পানির দিকে দৃষ্টি। অবশেষে ঘোড়াকে হাঁটিয়ে নিয়ে নদীর দিকে পা বাড়াল সে। সামনেই সল্ট রিভারের বাঁক। ওখানে পৌঁছে লাগামটা ঘোড়ার গলার ওপর ছুঁড়ে দিল। বেশি দূরে যাবে না ওটা; নদী পারের ঘাস খাবে। নদীর বাঁকটা খুবই বিপজ্জনক, তীরও এখানে খাড়া। স্রোতের সঙ্গে ভেসে আসা গাছের কাণ্ড আর কাঠের টুকরো স্তূপ হয়ে আছে। একবার ওগুলোর দিকে তাকাল ক্রুস, তারপর ঘুরে প্রান্তরের দিকে তাকাল।

দশ বছর আগে শরীরে যথেষ্ট শক্তি ধরত এরিক টম্পসন, কিন্তু ক্রুস শ্যাফটারের বাবাও ছিল স্বাস্থ্যবান, একশো আশি পাউন্ডেরও বেশি ছিল তার ওজন। ওকে বেশি দূরে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় নি টম্পসনের পক্ষে। হাঁটতে শুরু করল ক্রুস শ্যাফটার। বেশ কয়েক গজ জায়গাজুড়ে ঝোপ-ঝাড়, পাশ কাটাল সে। সামনে বেশ কিছু পপলারের সারি দেখা গেল। ওগুলোর নীচের মাটি নরম হবার কথা।

অবশেষে দেখতে পেল ক্রুস। ছোট একটা ঢিবি, ঝরা পাতায় ঢাকা পড়ে গেছে প্রায়, ওটার এক প্রান্তে পুরানো একটা ক্রুস: দুটো পপলারের ডাল লতা দিয়ে বেঁধে বানানো হয়েছিল, লতার বাঁধন ছিঁড়ে গেলেও এখনও খসে যায় নি ক্রুসটা, তবে ডান বাহুটা নড়বড়ে হয়ে আছে।

কাঠ পচে নরম হয়ে গেছে, তবু দশ বছর আগে এরিক টম্পসনের ছুরি দিয়ে খুঁদে লেখা নামটা উদ্ধার করতে পারল ক্রুস: 'বি. শ্যাফটার।'

ক্রুস শ্যাফটার কাঁদতে জানে না। গত দশ বছরে এক বারের জন্যেও আবেগ ওকে স্পর্শ করে নি। কাল রাতে আলফ গর্ডন অন্যায়ভাবে এরিক টম্পসনকে মারছে দেখেও ওর মাঝে কোনও অনুভূতি জাগে নি। গর্ডনকে ও মেরেছে, কারণ লোকটা ওকেও এরিক টম্পসনের মতো ভেবে মার দিতে চেয়েছিল। তা না হলে টম্পসনকে সাহায্য করত না। কাউকে সাহায্য করা ওর ধাতে নেই।

বাবার কবর দেখেও আবেগতাড়িত হলো না ক্রুস শ্যাফটার। তবু একধরনের বিষণ্ণতা যেন গ্রাস করতে চাইল ওকে। বুঝতে পেরে সরে এল সে। ফিরে এসে ঘোড়ার পিঠে চাপল, তারপর ফের নদীর কিনারা বরাবর চলে বাফেলো ক্রসিং শহরে ফিরল।

ও যখন রেস্তরাঁর সামনে নামল তখনও ছটা বাজে নি, কিন্তু রেস্তরাঁ খোলা। তন্দ্রালু চোখে এক কাউবয় কাউন্টারে বসে হ্যাম আর ডিম খাচ্ছে। টম্পসনের

বড় মেয়ে ন্যান্সি দাঁড়িয়ে রয়েছে কাউন্টারের ওপাশে। দ্রুত এগিয়ে এল সে।
'হ্যালো, ক্রুস!'

'তাহলে তুমি জান।'

'কাল যখন এখানে আসলে তখনই মোটামুটি বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু নিশ্চিত হতে পারি নি। কাল রাতে বাবা আমাকে বলেছে।' চেহারা ম্লান হয়ে গেল মেয়েটার। 'বাবার কাছে শুনলাম ওকে সাহায্য করার কথা!'

প্রসঙ্গ পাল্টাতে চট করে পাল্টা প্রশ্ন করল শ্যাফটার। 'এখানে কদ্দিন ধরে আছ তোমরা?'

'অনেক দিন। ওমাহা থেকে সরাসরি এখানেই এসেছিলাম আমরা। একটা ফার্ম কিনেছিল বাবা, কিন্তু তারপর–' আরও ম্লান হলো ন্যান্সির চেহারা–'ইন্ডিয়ানরা মাকে হত্যা করার পর বাবা সব উৎসাহ হারিয়ে ফেলল।' চোখ পিটপিট করে মাথা নাড়ল মেয়েটা। 'আর তুমি, ক্রুস?'

'আমার নাম স্মিথ!'

'স্মিথ? কিন্তু–'

'স্মিথ!' জোর গলায় বলল ক্রুস।

'আ-আমি বুঝতে পারছি না তোমার কথা!' উদ্বিগ্ন চেহারায় ওর দিকে তাকাল ন্যান্সি টম্পসন।

'কোনও ঝামেলা?' কিচেনের দিকে তাকাল সে। আবার নিজের সম্পর্কে আলোচনা এড়িয়ে গেল ক্রুস। 'আলফ গর্ডনের সঙ্গে তোমার বাবার গোলমাল কী নিয়ে?'

দৃষ্টিতে বেদনা ফুটে উঠল ন্যান্সির, ঠোঁট কামড়াল, তারপর নিচু গলায় বলল, 'ব্যাপারটা লিজ সংক্রান্ত। ও-ও চায় মিস্টার গর্ডন ওকে বিয়ে করুক।'

'কিন্তু ওর বয়স তো এখন মাত্র পনের–নাকি ষোল?'

'ষোল।' জোর গলায় এবার ন্যান্সি বলল, 'তবু গর্ডনকে বিয়ে করতেই হবে!'

'কিন্তু গর্ডন রাজি নয়।'

'খোদাই জানে, না জানি কী করে বসে লিজ। আত্মহত্যা করারও হুমকি দিয়েছে ও। বাবা আবার এদিকে বলে দিয়েছে লিজকে বিয়ে না করলে মিস্টার গর্ডনকে হত্যা করবে।' হঠাৎ শ্যাফটারের দিকে তাকিয়ে ম্লান হাসল মেয়েটা। 'এসব শুনে কি আর তোমার পেট ভরবে! কী দেব?'

'যা ইচ্ছে।'

'বেশ। তোমার জন্যে হ্যাম আর ডিম আনছি।' দ্রুত কিচেনে চলে গেল ন্যান্সি, নিজেকে সামলে রাখার চেষ্টায় ঠোঁট কামড়াচ্ছে।

কাউন্টারে বসল ক্রুস শ্যাফটার। কিচেন থেকে দুবোনের চাপা কণ্ঠের কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। নাশতা শেষ করে কাউন্টারের ওপর দাম রাখল কাউবয়, তারপর শ্যাফটারের দিকে ফিরে মাথা নেড়ে বলল, 'আমি বরং র‍্যাঞ্চের রাস্তা ধরি গে।' মুখ বিকৃত করল সে। 'এ-ই হলো প্রেমের খেলা!' মাথা

নাড়তে নাড়তে বেরিয়ে গেল সে।

এক প্লেট খাবার নিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল ন্যান্সি টম্পসন। প্লেটটা শ্যাফটারের সামনে নামিয়ে রাখছে, এমন সময় কিচেনের দরজা খুলে অনিশ্চিত পদক্ষেপে বেরিয়ে এল ন্যান্সির বোন লিজ। চোখজোড়া ফোলাফোলা, তবু ম্লান হাসল শ্যাফটারের উদ্দেশে।

'হ্যালো,' বলল সে, 'ন্যান্সি বলছে তোমাকে নাকি আমি চিনি।'

'আমি যখন তোমাদের বাড়ি ছেড়ে আসি তখন তোমার বয়স ছিল মাত্র ছয়।'

মাথা নাড়ল লিজ। 'কিছুদিন আগেও বারবার আমার মনে হত আমাদের বোধ হয় একটা বড় ভাই ছিল। কিন্তু তোমাকে মনে করতে পারছি না, তোমার মতো ছিল না সে!'

ন্যান্সি বলল, 'এই মাত্র কয়েক বছর আগেও সারাক্ষণ তোমার কথা জিজ্ঞেস করত ও। আমি কিন্তু তোমার কথা ভুলি নি, ক্রুস।'

খেতে শুরু করল শ্যাফটার। ওরা বিদায় নেয় নি দেখে ন্যান্সির দিকে তাকাল একবার। 'তোমাদের ফার্মটা এখান থেকে কত দূরে?'

'ওহ্, এখন আর নেই ওটা। এখন রেসিং-এস র‍্যাঞ্চে চাকরি করে বাবা, আর আমরা–আমি আর লিজ–এখানে, শহরেই থাকি।'

'রেসিং-এস? শ্যারন সাইলাসের র‍্যাঞ্চ?'

'হ্যাঁ। বাপের কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছে। মাত্র কিছুদিন আগে এখানে এসেছে সে। চমৎকার মেয়ে। ওর চাচাকে অবশ্য মোটেও ভালো লাগে না আমার।'

'চাচা?'

'আর্থার সাইলাস। মিস্টার সাইলাস, মানে, শ্যারনের বাবা মারা যাবার পর থেকে সে-ই র‍্যাঞ্চটা চালাচ্ছে। বাবা বলে, মানুষ হিসাবে হিউ সাইলাসের ধারে কাছেও কোনওদিন যেতে পারবে না লোকটা। বাবা এ-ও বলেছে, সে দায়িত্ব নেয়ার পর থেকেই নাকি দিনকে দিন খারাপের দিকে যাচ্ছে র‍্যাঞ্চটার অবস্থা।'

'শ্যারন সাইলাসের সঙ্গে আলাপ হয় তোমার?'

'ওই হ্যালো পর্যন্ত। সপ্তাহে বার দুই শহরে আসে সে, রেস্তরাঁয় তো আসে না, কালেভদ্রে রাস্তায় দেখা হয়ে গেলে কুশল বিনিময় হয়, এই আরকী। কাউবয়রা বলে–' থেমে গেল সে। 'যাক, এসব গুজবের কথা।'

'কীসের গুজব?'

'শ্যারন সাইলাসের সঙ্গে নাকি ওদের প্রতিবেশী র‍্যাঞ্চার নিকলসনের প্রেম আছে। সবাই বলে শিগগিরই নাকি ওদের বিয়ে হবে।' ন্যান্সির কপালে মৃদু কুঞ্চন দেখা দিল। 'ইয়ে, আসলে কী, মেয়েটা তো খুব ধনী, আর ক্লিফ–মানে, মিস্টার নিকলসনও...' চুপ করে গেল সে; এক মুহূর্ত পর আবার বলল, 'চল, লিজ, অনেক কাজ পড়ে আছে আমাদের।'

'হ্যাঁ,' নিরাসক্ত চেহারায় বলল লিজ। কিচেনের দিকে পা বাড়াল। ওর

পেছন পেছন এগোল ন্যান্সি. দরজার কাছে যাবার আগে ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল একবার। 'এখানে থাকছ তুমি?'

'হয়তো–কয়েকদিন।'

'তাহলে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে?'

মাথা দোলাল ক্রস।

কিচেনে ঢুকল ন্যান্সি. খানিক পরেই আবার এক গামলা পানি আর এক টুকরো কাপড় হাতে ফিরে এল। কাউন্টার মুছতে শুরু করল সে। নাশতা শেষ করল শ্যাফটার. দাম রাখল কাউন্টারের ওপর।

'অ্যাপল-পাইটা,' বলল ন্যান্সি, 'সব সময়ই ডিনারের সঙ্গে দিই আমরা। আ-আমি তোমাকে বিনে পয়সায় কিছু দিচ্ছি না।'

মুহূর্তের জন্যে যেন হাসল ক্রস শ্যাফটার। কিন্তু বাইরে আসতেই আবার কঠোর হয়ে গেল ওর চেহারা। ছোট রাস্তার উভয় প্রান্তে নজর বোলাল একবার। জনমানবের চিহ্ন নেই। স্যালুনের সামনে শুধু একটা ক্লান্ত চেহারার কাউ-পনি দাঁড়িয়ে, সারারাতই বোধ হয় ওখানে ছিল জানোয়ারটা।

বাইশ

শ্যারন সাইলাসকে আগের দিন র‍্যাঞ্চে যেতে দেখেছে শ্যাফটার, মোটামুটি জানে রেসিং-এস র‍্যাঞ্চটা কোন দিকে। একই রাস্তা ধরে এগোল সে, মাইলটাক পর একটা মোড়ে এল, ডান দিকে চলে যাওয়া রাস্তাটা বেছে নিয়ে ঘোড়া হাঁকাল। তিনচার মাইল যাবার পর দুজন কাউবয়ের দেখা পাওয়া গেল, মাঠের ওপর দিয়ে ছুটে আসছে ঘোড়া নিয়ে। রাস্তা থেকে ঘোড়া নামিয়ে ওদের দিকে এগিয়ে গেল ক্রস। ওকে দেখে ঘোড়া থামাল দুই কাউবয়।

'এরিক টম্পসনকে কোথায় পাব?' জিজ্ঞেস করল শ্যাফটার।

দক্ষিণে একটা উঁচু জায়গার দিকে ইশারা করল কাউবয়দের একজন। 'র‍্যাঞ্চ হাউসে।'

হাসল অপরজন। 'আলফ গর্ডনকে যদি মারতে গিয়ে না থাকে!'

'হাসির কথা এটা?' জানতে চাইল শ্যাফটার।

মুখ চাওয়াচাওয়ি করল দুই কাউবয়, তারপর দায়সারাভাবে বলল, 'হ্যাঁ, যদি জানা থাকে, গর্ডনের সামনে দাঁড়ানোর কোনও সুযোগ নেই টম্পসনের।'

বিরক্তির সঙ্গে দ্বিতীয় কাউবয় আবার বলল, 'ইচ্ছা হলে ওকে বোলো আমাদের কথাটা।'

'নিজেই বোলো।' পাল্টা জবাব দিল শ্যাফটার। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে সরে এল। কাউবয়দের পেছনে ফেলে দ্রুত চালে ঘোড়া হাঁকিয়ে এগিয়ে চলল সামনের দিকে। একটা অনুচ্চ ঢিবির চূড়ায় এসে রেসিং-এস র‍্যাঞ্চের করাল

আর র‍্যাঞ্চ বিল্ডিংয়ের দিকে তাকাল। কয়েক একর জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে আছে দালানকোঠা, চারপাশের পুরো এলাকায় নিবিড় হয়ে জন্মেছে ওক আর কটনউড।

গাছের গুঁড়ি দিয়ে তৈরি র‍্যাঞ্চহাউস, বিভিন্ন অংশ মিলিয়ে বেশ বড়ই বলা যায়। কাছেই বিরাট এক বাংকহাউস, অন্তত জনা বিশেক কাউবয় অনায়াসে থাকতে পারে ওখানে।

ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল শ্যাফটার। কিন্তু র‍্যাঞ্চহাউসের কাছাকাছি পৌঁছে ঘোড়া ঘোরাল সে, সরে এল, তারপর এগোল বাংকহাউসের উদ্দেশে। লম্বা বাংকহাউসের কাছাকাছি যাবার পরপর কাছেই ছোট একটা অফিস বিল্ডিং দেখতে পেল শ্যাফটার। এবার সেদিকেই এগিয়ে গেল।

স্যাডল থেকে নামতেই অফিস থেকে বেরিয়ে এল এরিক টম্পসন। শ্যাফটারকে চিনতে পেরে উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

'ক্রস শ্যাফটার!' চিৎকার করে বলল সে। দুহাত বাড়িয়ে এগিয়ে এল। কিন্তু তার বাড়ানো হাত অগ্রাহ্য করল শ্যাফটার।

'শ্যাফটার নামটা এখন আর ব্যবহার করি না আমি,' সংক্ষেপে বলল ও।

'তু-তুমি ওঅন্টেড?'

'না, ঝামেলা এড়াচ্ছি।'

গম্ভীর চেহারায় ওর দিকে তাকাল টম্পসন। 'ওমাহায় তুমি সেদিন রিভলভারটা কেনার পর আমার উচিত ছিল তোমাকে প্র্যাকটিস করায় বাধা দেয়া। পরে এজন্যে নিজেকে অনেক ধিক্কার দিয়েছি আমি। হ্যাঁ, গত বছরগুলোয় তোমার সম্পর্কে অনেক কথাই কানে এসেছে। অনেক লোক মেরেছ তুমি–'

'এবং এখন তুমি চাইছ আরও একজনকে মারি?'

প্রশ্নটা যেন ধাক্কা মারল টম্পসনকে, কুঁকড়ে গেল সে। 'আমার বাচ্চা মেয়েটার জীবন দুর্বিষহ করে তুলেছে গর্ডন শয়তানটা। এখানেও একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে আমার। উচিত ছিল ওদের শহরে যেতে না দেয়া, আমার কাছে থাকলে আর এমনটি হত না। কিন্তু যেভাবে এগোচ্ছিল ঘটনাপ্রবাহ–কাউবয়রা জ্বালাচ্ছিল খুব–হার মানতে বাধ্য হয়েছি আমি, ঢোক গিলল সে। তারপর তিক্ত কণ্ঠে আবার বলল, 'আমার সারাটা জীবন বোধ হয় ভুলেই ভরা। ইন্ডিয়ানরা যখন গণহত্যায় মাতাল, তখনই বসতি করতে এলাম এখানে–'

'ওদের নিয়ে পুবে চলে গেলেই তো হয়?'

'ওরা রাজি নয়। হিউ সাইলাস মারা যাবার পরপরই একথা ভেবেছিলাম। কারণ ওর ভাইয়ের কাজ কারবার আমার মোটেও ভালো লাগে নি। ন্যান্সিও তখনই চলে গিয়েছিল শহরে। তারপর লিজ আলফ গর্ডনের প্রেমে পড়ে। আর ন্যান্সি তো–মানে. ক্লিফ নিকলসন নিয়মিত আসাযাওয়া করত এখানে

এখনও করে, তবে–' ব্যাঙ্কহাউসের দিকে চোখ চলে গেল তার।

'এটা তোমার ব্যাপার,' বিরক্তির সঙ্গে বলল শ্যাফটার।

বেদনার্ত চেহারায় মাথা দোলাল টম্পসন। 'জানি, ক্রুস।'

'গর্ডনের কাছ থেকে দূরে থেক!'

বিস্মিত চেহারায় ক্রুসের দিকে তাকাল টম্পসন। 'তুমি বলছ একথা, ক্রুস? কাল রাতের ঘটনা দেখার পরেও?'

'সুযোগ পেলেই গর্ডন তোমাকে হত্যা করবে। সে নিজে যদি নাও করে তার গানম্যানরা রয়েছে।'

'গানম্যান?'

'ইদানীং গানম্যান আমদানি করছে সে,' অধৈর্যের একটা ভঙ্গি করল শ্যাফটার। 'আমি অবশ্য তা নিয়ে মাথা ঘামাচ্ছি না।' স্থির চোখে টম্পসনকে জরিপ করল সে। 'এখানে তো প্রায় দশ বছর ধরে আছ তুমি।' প্রশ্ন নয়, মন্তব্য করল।

'তা, হ্যাঁ, দশ বছর তো হবেই!'

'বেন হাসকিন্স বলে কেউ কি এসেছে এদিকে এর মধ্যে? এ নামটা হয়ত ব্যবহার করেনি, তবে সল্ট রিভারের ওপারে একটা কামারশালা ছিল, সেটার মালিকের আত্মীয় লোকটা।'

'ক্ষেমহিতে যাকে হত্যা করেছিলে?'

'তুমি জান সেটা?'

'তোমার সম্পর্কে অনেক কিছুই জানি আমি, ক্রুস,' ভুরু কুঁচকে বলল টম্পসন। 'এতদিন ধরে কেবল চারজন লোককে খুঁজে বেড়াচ্ছ তুমি যারা–'

'ওদের দুজনের খোঁজ আমি পেয়েছি,' চট করে বলল শ্যাফটার। 'কিন্তু দুজন আজও বেঁচে আছে। বেন হাসকিন্স আর হ্যারিসন।'

'বেন হাসকিন্স নামটা শুনেছি আমি,' আস্তে করে বলল টম্পসন। 'এখানে এক আত্মীয় আছে তার।'

'কোথায়?'

'তুমি যাকে হত্যা করেছিলে–বেনের চাচাত ভাই–নিশ্চয়ই জানতে বিবাহিত ছিল সে?' শ্যাফটার জবাব দিচ্ছে না দেখে আবার বলল, 'দুটো বাচ্চা ছিল তার। বছর তিনেক আগে বিয়ে করে এখান থেকে চলে গেছে মেয়েটা। তবে তার ভাই, চার্লি–' চুপ করে গেল সে।

'বল।'

'এখানেই আছে সে।'

'এখানেই মানে?'

আবছা একটা ইঙ্গিত করল টম্পসন। 'রেসিং-এস র‍্যাঞ্চে কাজ করছে সে। মানে বেতন পায় কিন্তু সেটা হালাল করার মতো যথেষ্ট কাজ করে না। অবশ্য হিউ সাইলাস মারা যাবার পর কেউই আর তেমন কাজকর্ম করে না। দিনকে দিন র‍্যাঞ্চটা শেষ হয়ে যাচ্ছে।'

'সাইলাসের ভাই না র‍্যাঞ্চ চালাচ্ছে এখন?'

বিরক্তির ছাপ পড়ল টম্পসনের চোখেমুখে। 'ভাইয়ের সঙ্গে তার কোনও মিলই নেই।'

'এখানে তোমার কি কাজ?'

'ফোরম্যান হিসাবে বেতন পাই, কিন্তু আর্থার সাইলাস দায়িত্ব নেয়ার পর সত্যি বলতে কী, এখানে একটা গরুর যা কাজ ততটাই করি আমি।'

'হাসকিন্স,' বাধা দিয়ে বলল শ্যাফটার, 'কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'আর কোনও কথা নেই তোমার, না?' তিক্ত কণ্ঠে জানতে চাইল টম্পসন।

'কোথায় সে?' তাগাদা দিল শ্যাফটার।

'বাংকহাউসের পেছনে নয়তো করালে।'

টম্পসনের কাছ থেকে সরে এল শ্যাফটার। ওর দিকে তাকিয়ে রইল বুড়ো, কাঁধজোড়া ঝুলে পড়ল তার। ক্রুসকে অনুসরণ করতে গিয়েও বিরত রাখল নিজেকে, ফিরে গেল আবার অফিসে।

বাংকহাউসের দিকে এগিয়ে চলল ক্রুস। লম্বা দালানটার পেছনে ঘোড়ার নাল মেরামত করছে তিন কাউবয়।

'হাসকিন্স আছে নাকি এখানে?' জানতে চাইল শ্যাফটার।

ইঙ্গিতে করাল দেখাল একজন। শ্যাফটার সেদিকে পা বাড়াতেই সবাই একসঙ্গে তাকাল ওর দিকে। করালের রেইলে বসে আছে দুজন, আর দুজন ভেতরে দুটো বুনো ঘোড়ার পিঠে জিন চাপানোর চেষ্টা করছে, সেটাই দেখছে প্রথম দুজন।

'এখানে চার্লি হাসকিন্স কার নাম?' কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করল শ্যাফটার।

করালের বেড়ায় বসে থাকা দুই কাউবয় পরস্পর দৃষ্টি বিনিময় করল। তারপর অপেক্ষাকৃত অল্পবয়সী অস্থির দৃষ্টির এক কাউবয় ভেঙচি কাটল যেন শ্যাফটারকে। 'কে জানতে চায়?'

'আমি।'

'তুমি কে?' আঙুল নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল লোকটা। 'থাক বলতে হবে না, বুঝে গেছি; তোমার নাম স্মিথ।'

'তুমিই হাসকিন্স?'

'যদি হই?'

'তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

'দেখ, মিস্টার,' বলল চার্লি হাসকিন্স, 'নিজের ভালো চাইলে ঘোড়াটা নিয়ে জলদি জলদি ভাগ তল্লাট ছেড়ে। কাল রাতে শহরে তোমার কাজ কারবার জানতে বাকি নেই আমার। কিন্তু মনে রেখ আলফ গর্ডনকে বেকায়দায় পেয়ে কাত করেছ তুমি। ওর সামনে আর কখনও যেয়ো না। তোমাকে সাবধান করে দেয়ার জন্যেই বলা কথাটা।'

'নাম,' আস্তে করে নির্দেশ দিল শ্যাফটার।

বিস্ময়ে চিৎকার করে উঠল হাসকিন্স। 'দূর হয়ে যাও!'

'নেমে এস বলছি!'

কিছু বলতে গিয়েও চুপ মেরে গেল হাসকিন্স। রেইল থেকে নেমে শ্যাফটারের সামনাসামনি হলো সে, উত্তেজনায় টানটান হয়ে গেছে চেহারা। শ্যাফটারের চোখের দিকে তাকাতেই শীতল একটা স্রোত বয়ে গেল তার শিরদাঁড়ায়।

'কী-কী চাও?'

'কথা বলতে চাই তোমার সঙ্গে।'

মাথা দুলিয়ে ডান দিকে ইশারা করে ঘুরে দাঁড়াল ক্রস, তারপর সেদিকে পা বাড়াল।

বোকা হয়ে গেল হাসকিন্সের চেহারা, মুহূর্তের জন্যে ভাবল পিস্তল বের করে শ্যাফটারের পিঠে গুলি করার কথা। এমনকি হাতও বাড়াল হোলস্টারের দিকে। কিন্তু শ্যাফটারের ঘুরে দাঁড়ানোর বেপরোয়া ভঙ্গি, কথা বলার কায়দা মনে হতেই বিরত রাখল নিজেকে।

শ্যাফটারের পিছু নিল সে। করালের বাকি তিন কাউবয় শুনবে না এমন একটা জায়গায় চলে এল ওরা। এদিকে হাতের কাজ বাদ দিয়ে শ্যাফটার আর হাসকিন্সের দিকে চেয়ে রইল রেসিং-এস রাইডাররা।

সরাসরি কাজের কথা পাড়ল শ্যাফটার। 'বেন হাসকিন্স নামে তোমার এক চাচা আছে তাই না?'

অবাক চোখে শ্যাফটারের দিকে তাকাল চার্লি হাসকিন্স। 'তু-তুমি কী করে জানলে?'

'প্রশ্নের জবাব দাও!'

ঢোক গিলল হাসকিন্স। 'আমার আপন চাচা নয়। দূর সম্পর্কের বলতে পারো।'

'তোমার বাবা তার চাচাত ভাই ছিল।'

'সেরকম কিছুই,' স্বীকার গেল চার্লি হাসকিন্স। 'আমি অবশ্য বেনকে দেখি নি-মানে আমার বয়স যখন দশ বার তখন শেষবার দেখেছিলাম তাকে।'

'তবে তার খবরাখবর তো পেয়েছ। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে নি?'

'না!'

একটু তাড়াতাড়ি জবাব দিয়ে ফেলল সে।

এক পা সামনে এগোল শ্যাফটার। 'মিথ্যা কথা!'

'খবরদার মিথ্যুক বলবে না আমাকে!' হিসহিস করে উঠল হাসকিন্স।

হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চটাস করে চার্লির গালে চড় কষল শ্যাফটার। 'মিথ্যুক!' হিংস্র কণ্ঠে বলল ও।

গালিটা চ্যালেঞ্জের মতোই, সেই সঙ্গে অপমান করা হয়েছে তাকে। এখন আবার মিথ্যে বলতে গেলে কী ঘটবে বোঝা কঠিন নয়। শ্যাফটারের বিরুদ্ধে ড্র

করতে হবে হাসকিন্সকে।

ইচ্ছাটা দমিয়ে রাখা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়াল তার জন্যে, কাউবয়ের চেহারা দেখে আঁচ করতে পারল ক্রস। কিন্তু কেন কে জানে নিজেকে সামলে নিল হাসকিন্স—শ্যাফটারের দৃষ্টিতে কিছু যেন প্রত্যক্ষ করছে সে। মৃত্যু।

গুঙিয়ে উঠল সে। 'আ-আমি সত্যি বলছি!'

'ওর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে তোমাদের,' বিপজ্জনক সুরে পুনরাবৃত্তি করল শ্যাফটার। হাতের উল্টো পিঠ দিয়ে আবার মারল হাসকিন্সকে।

এবার ভেঙে পড়ল হাসকিন্স, ফুঁপিয়ে কেঁপে উঠল সে। সব সাহস উবে গেল তার। 'না-না, নেই! তবে, হ্যাঁ, গত বছর একটা চিঠি পেয়েছিল মা। ক্যালিফোর্নিয়া থেকে লেখা।'

'ক্যালিফোর্নিয়ার কোথায়?'

'স্যান বার্নার—স্যান বার্নারদিনো বলে একটা জায়গা।'

এনামে সত্যি একটা শহর আছে। কোথাও না দেখলে চার্লি হাসকিন্সের পক্ষে এই নামটা জানা সম্ভব নয়।

পিছিয়ে এল শ্যাফটার। হঠাৎ আতঙ্কে দিশেহারা হয়ে আবার কথা বলে উঠল চার্লি। 'সাইলাস এখানে আসার জন্যে চিঠি লিখেছে তাকে!'

ঘুরতে গিয়েও আবার সাঁই করে চার্লির দিকে ফিরল শ্যাফটার। 'আর্থার সাইলাস? সে তোমার চাচাকে এখানে আনতে যাবে কেন?'

হাসকিন্স বুঝল বেশি কথা বলে ফেলেছে সে, কিন্তু এখন আর চেপে যাবার উপায় নেই। সশব্দে ঢোক গিলে প্রায় চেঁচিয়ে উঠল সে। 'একজনকে হত্যা করার জন্যে!'

'কাকে?'

'ক্লিফ নিকলসন!'

'ক্লিফ নিকলসনকে সে হত্যা করতে চায় কেন?'

জবাব দিতে গিয়েও চুপ করে গেল চার্লি হাসকিন্স। ঘুরে তাকাল শ্যাফটার। শ্যারন সাইলাস এদিকেই এগিয়ে আসছে। চট করে চার্লিকে পেছনে ফেলে শ্যারনের দিকে এগিয়ে গেল সে।

'হ্যালো,' কয়েক গজ দূরে থাকতেই ওকে স্বাগত জানাল শ্যারন, হাসছে, দৃষ্টিতে পরিচিতির আভাস।

শ্যাফটার চট করে বলল, 'হ্যালো, মিস সাইলাস।'

'মিস সাইলাস?' বাঁকা স্বরে জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

শ্যাফটার আর হাসকিন্সের অবিশ্বাস্য মোকাবিলা দেখার জন্যে সমবেত হয়েছে জনা বার কাউবয়, ওদের উপস্থিতি সম্পর্কে সতর্ক শ্যাফটার। ওরা শুনে ফেলার ঝুঁকি নিয়ে শ্যারনের সঙ্গে আলাপ করতে চায় না সে।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে ইঙ্গিত করল ও, এগোল সেদিকে।

উৎসাহের রাশ টানল শ্যারন। 'তুমিই ক্রস শ্যাফ—' বলতে গেল সে।

'হ্যাঁ,' সংক্ষেপে বলল শ্যাফটার, 'কিন্তু এখন নামটা ব্যবহার করছি না।'

'অ,' বলল শ্যারন। র‍্যাঞ্চহাউসে পৌঁছার আগে আর কোনও কথা বলল না সে। দরজা খুলে দিল ক্রুসকে। 'ভেতরে চল।'

শ্যাফটার ঢোকার পর সেও ঢুকল। বেশ বড়সড় একটা কামরা, তবে সাদামাঠা আসবাবে সাজানো: মেঝেতে চামড়ার কার্পেট, ইন্ডিয়ান ব্ল্যাঙ্কেট ঝুলছে লগ-ওয়ালে।

ইঙ্গিতে একটা চেয়ার দেখিয়ে শ্যারন বলল, 'বস।' তারপর পাশের কামরায় যাবার দরজাটার দিকে এগিয়ে গেল। লিভিংরুমে দাঁড়িয়েই অপেক্ষা করতে লাগল শ্যাফটার।

একটা ম্যাগাজিন হাতে ফিরে এল শ্যারন। এমনভাবে ওটা শ্যাফটারের চোখের সামনে মেলে ধরল যাতে শিরোনামটা ও পড়তে পারে: 'ফ্রাঙ্ক লেসটার'স ইলাস্ট্রেটেড উইকলি'।

'এটা দেখেছ?'

কাঁধ ঝাঁকাল ক্রুস। 'হ্যাঁ।'

'এসব-সত্যি?'

'লোকটার সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয়েও থাকে আমার মনে নেই।'

'কিন্তু এসব ঠিক?'

'অর্ধেকের বেশি না,' বিরক্তির সঙ্গে জবাব দিল ক্রুস।

অদ্ভুত দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শ্যারন, তারপর এগিয়ে গিয়ে একটা চেয়ারে বসল। 'ক্রুস' শান্ত কণ্ঠে বলল সে, 'তোমাকে আজ একটা কথা বলব আমি। বাবা তোমার সম্পর্কে অনেক কথা বলেছে আমাকে। বাবা তোমাকে পছন্দ করত না।'

অধৈর্য ভাব দেখাল ক্রুস।

কথা বলে চলল শ্যারন। 'তোমার সঙ্গে যখন আমার প্রথম পরিচয় হয়-আমার বয়স মাত্র এগার-বাবাকে তোমার কথা বলতেই আমাকে তোমার সঙ্গে কথা বলতে মানা করে দিল। তার কিছুদিন পর তুমি আমার জীবন বাঁচালে-'

'আমি কখনোই তোমার জীবন বাঁচাই নি!'

'হ্যাঁ, বাঁচিয়েছ। তু-তুমি আমাকে আড়াল করে রেখেছিলে যাতে তোমার গায়েই আঘাত করে বুলেট।' একটু থামল শ্যারন। 'কিন্তু তারপরও বাবা তোমাকে পছন্দ করতে পারে নি।'

'আমার সম্পর্কে তোমার বাবা কি ভাবছে না ভাবছে তা নিয়ে বিন্দুমাত্র মাথা ঘামাই নি আমি কখনও,' সোজাসাপ্টা বলল ক্রুস।

যেন চড় কষেছে কেউ, কুঁকড়ে গেল শ্যারনের মুখ। 'শুনেছি-এটা অবশ্য বাবা বলে নি-মিস্টার কানিংহামের কাছে শোনা-তুমি নাকি ওয়াদাবদ্ধ লোক-প্রতিশোধ নেয়ার শপথ নিয়েছ!'

'ঠিক!' কর্কশ কণ্ঠে বলল শ্যাফটার।

'নিউরা আমার মাকে হত্যা করেছিল,' সহজ কণ্ঠে বলল শ্যারন, 'কথাটা

মনে পড়লেই আমার মন খারাপ হয়ে যায়, ঠিক, কিন্তু ইন্ডিয়ানদের প্রতি ঘৃণা জাগে না মনে।'

'অযথা সময় নষ্ট করছ,' বলল শ্যাফটার।

এবার চোট লাগল শ্যারনের মনে। 'যতটা ভান কর আসলে ততটা কঠিন তুমি নও।'

'আমি কঠিন বা কোমল কিছুই নই!'

'কত বয়স হলো তোমার, ক্রুস?'

'মিস সাইলাস,' বলল শ্যাফটার, 'তোমার কোনও কথাই আমাকে ফেরাতে পারবে না। আমাকে অপমান করে ফায়দা নেই, কোনও কথায় দুর্বলও করতে পারবে না। আমি এখানে এসেছিলাম তোমার এক রাইডারের সঙ্গে কথা বলতে। ওর সঙ্গে কথা বলার পর এখন তোমার চাচার সঙ্গে আলাপ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।'

'চাচা তো নেই।'

'কোথায় গেছে?'

'সকালে নর্থ প্ল্যাটের দিকে রওনা হয়ে গেছে।'

'স্টেশনে?'

বিভ্রান্ত চেহারায় ওর দিকে তাকাল শ্যারন। 'না-ঠিক আছে-জানটা যদি জরুরি হয়-ব্যাংকে গেছে লোন পাওয়া যায় কিনা দেখতে। আমাদের এখন নগদ টাকার খুব দরকার।'

এবার বিভ্রান্ত দেখাল শ্যাফটারকে। 'আমার তো ধারণা ছিল র‍্যাঞ্চটা বিরাট।'

'হ্যাঁ, তবু-আমাদের টাকা লাগবে। প্রচুর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে আমাদের। অসংখ্য গরু খোয়া যাচ্ছে ইদানীং।'

'রাসলিং?'

'তা বলা যেতে পারে হয়তো, কিন্তু ব্যাপারটা এত সরল নয়। তুমি-তুমি তো রেলরোডের চাকরি করেছ, তোমার জানার কথা, ওমাহা থেকে ইউটাহ পর্যন্ত বিশমাইল এলাকায় রেললাইনের দুধারে একটা বাদে একটা সেকশন হিসাবে সরকার প্রায় চোদ্দ মিলিয়ন একর জমি ইউ.পি. রেলরোডকে দিয়ে দিয়েছিল।'

'এসব জানি না আমি।'

'রেলরোড একর প্রতি জমির দাম নির্ধারণ করেছিল দেড় ডলার,' বলে চলল শ্যারন, 'কিন্তু বাবা অনেক দিন ওদের কোম্পানিতে কাজ করায় বাবাকে অর্ধেক দামে দশ সেকশন জমি বিক্রি করে তারা, তার মানে মোট ছয় হাজার চারশো একর।' হাসল শ্যারন। 'বাবা এ জায়গাটা বেছে নিয়েছিল, কারণ-এখানে কবর দেয়া হয়েছিল মাকে। প্রচুর গরু আমদানি করে নেব্রাস্কার অন্যতম সেরা র‍্যাঞ্চ গড়ে তুলেছিল বাবা। ছয় মাস আগে বাবা মারা যায়।'

'তারপর শুরু হয় রাসলারদের উপদ্রব?'

শ্যারনের চেহারায় উদ্বেগের ভাঁজ পড়ল। 'তোমাকে বলেছি ব্যাপারটা এত সহজ নয়। বাবা যখন এখানে আসে তখন মাত্র দু'তিনজন সেটেলার ছিল এখানে। সরকারী জমিতে বসতি করেছিল তারা। বাবা ওদের কাছ থেকে জমি কিনে নিয়েছিল। আমাদের ফোরম্যান এরিক টম্পসনও কোয়ার্টারসেরই একজন। কিন্তু তারপরই সরকারী জমি কিনে এখানে র‍্যাঞ্চ করে আলফ গর্ডন। তারপর আসে ক্লিফ নিকলসন।'

সামনে ঝুঁকে পড়ে মেঝের ওপর আঙুল চালিয়ে একটা নকশা আঁকল শ্যারন। 'এখানেই ঝামেলার শুরু। আগেই বলেছি, একটা বাদে একটা সেকশনের মালিক হচ্ছে রেলরোড, দাবার ছকের মতো, তারমানে মাঝখানের সেকশনটা সরকারী। বাবার উচিত ছিল শুরুতেই অন্য সেটেলারদের জমি কিনে নিজের জন্যে অবাধ জমির ব্যবস্থা করা। তাহলে আর কোনও ঝামেলা হত না। কিন্তু কংগ্রেস একর প্রতি জমির দাম আড়াই ডলার ধরে বসল, বাবার পক্ষে এত টাকা দেয়া সম্ভব ছিল না। যাই হোক, সেই সময়, এখানে আর কেউ ছিল না, তাই বাবাও দরকার মনে করে নি। কিন্তু গর্ডন আর নিকলসনসহ আরও কয়েকজন সরকারী জমি কিনে এখানে সেটল করে—আর তারপর দাবি জানাতে শুরু করে যে, ওদের রেঞ্জে ব্র্যান্ডবিহীন গরু দেখা গেলেই সেটা তাদের হয়ে যাবে।'

'এবং গানম্যান আমদানি করে তারা তাদের দাবি প্রতিষ্ঠিত করেছে?' জিজ্ঞেস করল ক্রস।

'ঠিক জানি না। মাত্র চার মাস হলো এখানে এসেছি আমি। আঙ্কল আর্থার বলেছে অনেক দিন ধরেই নাকি এমন করে আসছে তারা, অথচ ফোরম্যান আবার বলছে বাবাকে ওরা ভয় করত, তখন জ্বালাতন করার সাহস পায় নি।'

'সেজন্যেই তোমার চাচা এবার গানম্যান আমদানি করছে?'

'কী বলছ?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন, বিভ্রান্ত। তারপর চড়া গলায় আবার জিজ্ঞেস করল, 'কাকে, তোমাকে?'

'না,' চট করে জবাব দিল শ্যাফটার। 'তবে গতকাল শহরে আসার আধঘণ্টার মধ্যেই জন টাইসন আমাকে আলফ গর্ডনের র‍্যাঞ্চে চাকরি নিতে বলেছে, একই প্রস্তাব নিয়ে এসেছে ক্লিফ নিকলসনও।'

'কিন্তু তুমি না বলছ এখন স্মিথ নামে পরিচয় দিচ্ছ তুমি? তাহলে তুমি যে গানফাইটার, কী করে জানল ওরা?'

'আর তোমার চাচা,' শ্যারনের প্রশ্ন অগ্রাহ্য করে বলল শ্যাফটার, 'সেই ক্যালিফোর্নিয়া থেকে আনছে এক গানম্যানকে—ক্লিফ নিকলসনকে হত্যা করার জন্যে!'

প্রচণ্ড এক ধাক্কায় বিস্ময় খেল শ্যারন। 'ক্লিফ নিকলসনকে হত্যা করার জন্যে! অসম্ভব!'

'তাই?'

'ক্লিফকে চাচা পছন্দ করে। এমন আভাসও দিয়েছে যে, আমাকে—' থেমে

গেল শ্যারন। 'আঙ্কল আর্থার ক্লিফকে হত্যা করাতে লোক আনছে, কে বলল তোমাকে?'

'তোমারই এক কাউবয়।'

'এ হতে পারে না! মিথ্যা কথা!' চেঁচিয়ে বলল শ্যারন। কিন্তু শ্যাফটার জানে, ওর কথা উড়িয়ে দিতে পারছে না শ্যারন, খেপে গেলেও সংশয়ে দুলছে এখন মেয়েটার মন।

বাইরে ঘোড়ার খুরের শব্দ শোনা গেল, তারপর জবি বুটের আওয়াজ। উঁচু গলায় ডাকল কেউ একজন। 'শ্যারন? কোথায় তুমি?'

চট করে উঠে দাঁড়াল শ্যারন। 'ক্লিফ এসেছে।'

দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল সে। 'তোমার কথা শোনার পর আর-ওর সামনে দাঁড়াতে পারব না!'

'এমনও হতে পারে আমার কাছে মিথ্যা বলেছে কাউবয়,' বলল শ্যাফটার। 'যদিও আমার তা মনে হয় না।' এগিয়ে গিয়ে দরজা খুলল সে।

র‍্যাঞ্চহাউসের দিকে এগিয়ে আসছে নিকলসন, শ্যাফটারকে দেখে বলল, 'তুমি হাজির?'

'তুমিও তো,' পাল্টা জবাব দিয়ে তার দিকে এগিয়ে গেল শ্যাফটার। দাঁড়িয়ে পড়ল নিকলসন।

'তোমার সঙ্গে একটু কথা ছিল, স্মিথ।'

'রাসলিং সংক্রান্ত?'

'তার মানে?' জানতে চাইল নিকলসন।

'নাকি একে স্রেফ মেভেরিক ব্র্যান্ডিং বল তোমরা?' হালকা চালে জিজ্ঞেস করল শ্যাফটার।

নিকলসনকে পাশ কাটাতে গেল সে। হাত তুলে বাধা দিতে গেল র‍্যাঞ্চার, পরক্ষণে মত বদলাল। ঘাড় ফিরিয়ে ক্রস শ্যাফটারকে দেখতে লাগল সে। বারান্দায় বেরিয়ে এল শ্যারন।

'লোকটা এখানে কেন এসেছিল?' কর্কশ কণ্ঠে শ্যারনকে জিজ্ঞেস করল নিকলসন।

এখনও সামলে উঠতে পারেনি শ্যারন। 'মানে—আমাদের পরিচিত, বাবার অধীনে রেলরোডে চাকরি করত।'

রেসিং-এস র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে রাস্তা ধরে সোজা মোড়ে চলে এল শ্যাফটার। ডানদিকের রাস্তাটা বহুলব্যবহৃত, নর্থ প্ল্যাটের দিকে গেছে। ঘোড়া থামিয়ে পালা করে দুটো রাস্তাই দেখল ও। একটা বাফেলো ক্রসিংয়ের, অন্যটা গেছে নর্থ প্ল্যাটের দিকে।

কোন পথে যাবে তা নিয়ে মুহূর্তের জন্যে দ্বিধায় ভুগল ক্রস। নর্থ প্ল্যাটে গেলে সল্ট রিভার থেকে বিদায় নেয়া যায়, আর রিভার টাউনে গেলে হয়তো মৃত্যুর মোকাবিলা করতে হবে।

অবশেষে মনস্থির করল সে। ডান দিকের রাস্তাটা বেছে নিল। কিন্তু বিশ

ফুট যাওয়ার পরই রাগের সঙ্গে হঠাৎ আপনমনে বিড়বিড় করে উঠল সে। তারপর ঘোড়া ঘুরিয়ে ফিরে এল বাঁকে, সল্ট রিভারের পথ ধরল।

তেইশ

নর্থ প্লাট স্টেশনে ব্ল্যাঙ্কেট রোল হাতে ট্রেন থেকে নামল লোকটা, প্ল্যাটফর্মে অপেক্ষমাণ আর্থার সাইলাসকে দেখল সে। ডান হাতটা সামান্য উঁচু করে সাইলাসকে স্যালুট করার একটা ভঙ্গি করল, তবে হাত মেলাতে গেল না।

'বুড়িয়ে গেছ তুমি,' বলল সে।

'তোমার বয়সও কমে নি কিন্তু,' পাল্টা জবাব দিল সাইলাস।

নেকড়ের মতো দাঁত বের করে হাসল হাসকিন্স। 'এখনও এক হাত পেছনে বাঁধা অবস্থায় তোমাকে প্যাদানি দিতে পারি আমি, এমনকি দুই হাত বাঁধা থাকলেও বোধ হয় অসুবিধা হবে না।' স্টেশন প্ল্যাটফর্মের চারপাশে নজর চালাল সে। 'ঘোড়া দেখছি না যে?'

ইশারায় বাকবোর্ডটা দেখাল আর্থার সাইলাস। 'ওয়াগন নিয়ে এসেছি,' বলল সে।

বিশ্রী একটা শব্দ করল বেন হাসকিন্স। 'আমি ঘোড়া চালাতে পারব না মনে করেছ?'

'আমি যে কারও সঙ্গে দেখা করতে আসছি একথা র‍্যাঞ্চের কাউকে বুঝতে দিতে চাই নি,' বিরক্ত স্বরে জবাব দিল সাইলাস। 'মেয়েটাকে শুধু বলেছি—ব্যাঙ্ক লোনের ব্যাপারে আলাপ করতে আসছি।'

'দেখা করেছ ব্যাংকারের সঙ্গে,' জানতে চাইল হাসকিন্স। 'রাজী হয়েছে?'

"ব্যাংকে যাই নি। ওটা তো স্রেফ ছুতো।'

বাকবোর্ডে চড়ল দুজন। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে রওনা দিল সাইলাস। 'এখনও বুঝছি না তোমাকে ডেকে পাঠানো ঠিক হয়েছে কিনা,' শুরু করল সে।

'কেন?' সহজ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল হাসকিন্স। 'আমরা পুরনো বন্ধু না? তোমার বিপদে আমাকে ডাকবে, আমার বিপদে...' কাঁধ ঝাঁকাল সে, কথাটা শেষ করল না।

ভুরু কুঁচকে বাকবোর্ড চালাতে লাগল সাইলাস। আড়চোখে একবার তার দিকে তাকিয়ে হাঁপ ছাড়ল হাসকিন্স। খানিক বাদে একটা চুরুট বের করল, ওটা দুভাগ করে এক টুকরো সাধল সাইলাসকে। প্রত্যাখ্যান করল সাইলাস।

'এসব খাও না তুমি,' মন্তব্য করল হাসকিন্স, 'বাজি ধরে বলতে পারি, ড্রিঙ্কও কর না!'

'না!'

'সেই গির্জার পাদ্রীই রয়ে গেছ! আচ্ছা, ক্যাশবাক্স থেকে টাকা সরানোর সময় হাতেনাতে ধরা পড়েছিলে যখন তখনও তো ওরকম একটা কাজই করছিলে তুমি, তাই না?'

ঝাঁঝের সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল সাইলাস। 'আশ্চর্য বেন, লোকের দুর্বল জায়গায় খোঁচা দেয়ার খাসলতটা তোমার গেল না আজও!'

দাঁত বের করে হাসল হাসকিন্স। 'আমি সব সময় কোদালকে কোদাল বলি। যাকগে, আমার যতদূর মনে পড়ে যে কোনও খারাপ কাজের সময়ই আশপাশে দেখা যেত তোমাকে—তবে কাজটা শেষ হবার পর। ঠিক আছে, হ্যারি, বাদ দাও ওসব পুরনো কথা!'

'আর্থার!' চেঁচিয়ে উঠল সাইলাস। 'আমার নাম আর্থার সাইলাস!'

'ওহ্ হো! মনেই ছিল না! বলে যাও, আর্থার, ব্যাপারখানা কী? কাকে খুন করতে হবে—কেন জানা যাবে? নাকি আমার কাজ শুধু কতল করা?'

হাসকিন্সের কাটা কাটা কথায় মুখ বাঁকাল সাইলাস, কিন্তু চেহারা কঠোর হয়ে গেল তার। চকচক করে উঠল দুচোখ। 'তোমাকে জানিয়েছিলাম এখানে একটা র‍্যাঞ্চ আছে আমার ভাইয়ের।'

'হ্যাঁ। রেলরোডের টাকা পয়সা মেরে দিয়ে জমি আর গরুর ব্যবসায় খাটিয়েছে।'

'হিউ জীবনেও চুরি করে নি, একটা ডলারও নয়!' রাগের সঙ্গে বলল সাইলাস।

'আচ্ছা, বাবা, ঠিক আছে। বসো! তোমাদের পরিবারের একমাত্র তুমিই কুলাঙ্গার। হ্যাঁ, তোমার ভাই র‍্যাঞ্চিং শুরু করার কিছুদিন পর পটল তুলল, তার তারপর উত্তরাধিকার সূত্রে পুরো সম্পত্তির মালিকানা বর্তাল তোমার ওপর। কিন্তু এখন একটা ঝামেলায় পড়ে গেছ, তাই তো?'

'মহা মুশকিল!' অনেক কষ্টে ধৈর্য বজায় রেখে বলল সাইলাস। 'আসল কথা হচ্ছে, আমি কখনওই র‍্যাঞ্চের উত্তরাধিকারী ছিলাম না। আমার এক ভাতিজি আছে, ওর বয়স এখন বিশ। সে-ই এখন সবকিছুর মালিক, আমি একজন সাধারণ কর্মচারী মাত্র!'

'ভাতিজি,' বিড়বিড় করে বলল হাসকিন্স, 'তাহলে তো কোনও সমস্যা হওয়ার কথা নয়—একটা মেয়ে—তাকে সরিয়ে দেয়া—'

'না!' চেঁচিয়ে উঠল সাইলাস, 'ওর কোনও ক্ষতি করা যাবে না। এতটা নীচ হই নি আমি! ও আমার আপন ভাতিজি!' হঠাৎ হাসকিন্সের হাত চেপে ধরল সে। 'ওর কোনও ক্ষতি করা হবে না, বুঝেছ?'

'ঠিক আছে,' শান্ত কণ্ঠে বলল হাসকিন্স। 'ওর ধারেকাছেও যাব না আমি। কিন্তু ভাইয়ের র‍্যাঞ্চ দখলেরই তো ফন্দি এঁটেছ তুমি, নাকি? এবার তবে ফালতু প্যাঁচাল বাদ দিয়ে আসল কথায় আস!'

'ডিপোতেই তোমাকে খানিকটা আভাস দিয়েছি,' বলল সাইলাস। 'টাকা-পয়সার টানাটানিতে রয়েছে এখন মেয়েটা। হিউ সব টাকা গরু কেনার পেছনে

[illegible]

[illegible]

এখান থেকে কত দূরে?'

'তেমন ভূগোল জ্ঞান বলে আসলেই কিছু নেই।' মাথা দুলিয়ে সামনে ইশারা করল সাইলাস। 'সামনে ঠিক দশ মাইল গেলেই বাফেলো ক্রসিং। দশ বছর আগেও ওখানে শহর বলে কিছু ছিল না—খালি একটা ফেরিঘাট।'

অবশেষে টনক নড়ল হাসকিন্সের। 'সল্ট রিভার!' পাঁই করে ঘুরে সাইলাসের দিকে তাকাল সে। 'এতদিন ধরে এখানেই রয়েছ তুমি?'

'ঊনসত্তর থেকে। হিউর ইচ্ছা ছিল র‍্যাঞ্চের কাজকর্মে আমি ওকে সাহায্য করি।'

হাসকিন্সের কপালে ঘাম আর কুঞ্চন দেখা দিল। 'ঊনসত্তরের আগে—তখন কী করতে? কোথায় ছিলে?'

'ইলিনয়…ইন্ডিয়ানা…নানান জায়গায় ঘুরে বেরিয়েছি।'

'তার মানে তুমি জান না—?'

'ক্রুস শ্যাফটারের কথা?'

'জেনেশুনে এখানে এসেছ তুমি?' এবার সাইলাসের প্রতি ঈর্ষা মেশানো শ্রদ্ধা দেখাল হাসকিন্স।

'আমি অনেক ভেবে দেখলাম, একমাত্র এখানেই খুঁজতে আসবে না শ্যাফটার। তাছাড়া সে যাকে খুঁজছে তার নাম হ্যারিস।'

'আমাদের তিনজনকে যদি দেখে থাকে, তোমাকেও দেখেছিল সে নিঃসন্দেহে,' গম্ভীর চেহারায় বলল হাসকিনস।

'কিন্তু তোমার বোধ হয় মনে আছে, বেন, আমি—'

'আমাদের দলেই ছিলে তুমি?' গর্জে উঠল হাসকিন্স। 'এক সঙ্গেই ছিলাম আমরা—আমি, গ্রাবার, প্রেস্কট—আর তুমি!'

শিউরে উঠল সাইলাস। 'প্রেস্কট যে ফেরিম্যানকে গুলি করে বসবে চিন্তাই করিনি, এ-ও ভাবি নি তুমি—'

'চোপরাও!'

নীরবতায় ডুবে গেল সাইলাস। বিড়বিড় করে গাল বকতে শুরু করল হাসকিন্স। 'কীভাবে সে গ্রাবার আর প্রেস্কটকে ট্র্যাক করে সিউ ক্যাম্পে নিয়েছিল জান? অন্তত কয়েকশো ইন্ডিয়ানকে অগ্রাহ্য করে গ্রাবারকে হত্যা করে শ্যাফটার। তখন পনের কি ষোল বছর বয়স ছিল তার।'

মাথা দোলাল সাইলাস। 'প্রেস্কটকে যখন সে খুঁজে পায় আমার ভাই হিউ উপস্থিত ছিল, ওর কাছে শুনেছি সব।' মাথা নাড়ল সে।

'ইস, প্রেস্কট যদি আর একটা বুলেট খরচ করত সেদিন,' গম্ভীর চেহারায় বলল হাসকিন্স। 'সল্ট রিভারের তীরে ওই দিন আর মাত্র একটা গুলি চালালেই অনেকগুলো মানুষের জীবন বেঁচে যেত আজ।' চোখ পিটপিট করল তার। 'আচ্ছা, এখনও বেঁচে আছে সে, কী মনে হয়?'

'ওকে মারবে কে?' জানতে চাইল সাইলাস, 'ওর সম্পর্কে যেসব কাহিনী শোনা যায়—'

'আরে দূর, মানুষের পক্ষে অতটা চালু হওয়া অসম্ভব!' ধমকে উঠল হাসকিন্স, 'একবার না একবার তার ভুল হতে বাধ্য!' চোখ কোঁচকাল সে। 'বেশ কয়েক বছর হয় কোনও খবর নেই তার। আমার মনে হয় ব্যাটা ভুলটা করে ফেলেছে।'

'তাহলে খবর পেতাম না?'

'তার ঠিক কী? হয়তো যার হাতে মরেছে সে জানেই না কাকে শেষ করেছে—সে ধরে নিয়েছে আরেকটা গানস্লিংগার। আবার এ-ও হতে পারে ইন্ডিয়ানদের হাতেই মারা পড়েছে সে। ক্রুস শ্যাফটার নামটার কোনওই মানে নেই ওদের কাছে।'

'ইন্ডিয়ান এলাকায় অনেকদিন কাটিয়েছে সে,' চিন্তিত স্বরে বলল সাইলাস, 'হয়তো…' কাঁধ ঝাঁকাল সে।

চব্বিশ

শ্যাফটার যখন টাইসন'স স্যালুনের সামনে হিচরেইলে ঘোড়া বাঁধছে তখন বিকেল হয়ে এসেছে। আরও চার-পাঁচটা ঘোড়া বাঁধা হিচরেইলে। স্যালুনের বারান্দায় একহারা গড়নের এক কাউবয় দাঁড়িয়ে রয়েছে, তার ঠোঁটে ঝুলছে বাদামি সিগারেট। নিজের ঘোড়ার পাশে দাঁড়িয়ে আছে শ্যাফটার; লক্ষ করল সে। ফেরিঘাটের দিকে তাকাল শ্যাফটার, নৌকাটা এখন ওপারে রয়েছে। ও ঘাটের দিকে পা বাড়াতেই টোকা মেরে হাতের সিগারেট ফেলে দিল কাউবয়, তারপর স্যালুনে ঢুকে পড়ল।

নদীর কিনারে দাঁড়িয়ে স্রোতের দিকে তাকিয়ে রইল শ্যাফটার, যদিও বিশেষ কোনও জিনিস দেখছে না সে। ঘুরে বাম দিকে তাকানোর ইচ্ছাটা অদম্য হয়ে উঠল ওর, শেষে আধপাক ঘুরল সে। দৃষ্টি গেল টাইসনের স্যালুনের দিকে, ওটার পেছনে তাকাল। এবার সেদিকে হাঁটতে শুরু করল সে। দশ বার কদম এগোনোর পর আবার থামল। অধৈর্য ভঙ্গিতে মাথা নেড়ে আবার ঘুরে দাঁড়াল, এগিয়ে গেল স্যালুনের দিকে। ভেতরে ঢুকল।

দুজন লোক বারে দাঁড়িয়ে আছে, লক্ষ করল ও। কাছের টেবিলে দুজন লোকের সঙ্গে বসে রয়েছে গর্ডন। দরজার কাছে বসে এক নিঃসঙ্গ কাউবয়। গর্ডনের মুখে আঘাতের চিহ্ন ফুটে আছে। দোড়গোড়ায় এক মুহূর্তের জন্যে থামল শ্যাফটার, তারপর এগিয়ে গেল বারের দিকে।

অফিসে ছিল টাইসন, দরজার কাছে এসে দাঁড়াল, শ্যাফটারকে দেখল, কিন্তু কাছে এল না। একজন বারটেন্ডার শ্যাফটারের সামনে এসে সভয়ে বার মোছা শুরু করল।

'বিয়ার,' বলল শ্যাফটার।

'ইয়েস, স্যার!'

চট করে সরে গেল বারটেন্ডার, এক গ্লাস বিয়ার এনে দিল শ্যাফটারকে, তারপর দামের জন্যে অপেক্ষা করল না, আবার যেন পালিয়ে বাঁচল।

শ্যাফটারের মাত্র সাত-আট ফুট দূরে দাঁড়ানো কাউবয়দের একজন এক গ্লাস কড়া হুইস্কি ঢকঢক করে খেল, তারপর হাতের উল্টো পিঠে মুখ মুছে তাকাল ব্রুস শ্যাফটারের দিকে।

'দেখে তো তেমন কিছু মনে হয় না!' গলা উঁচু করে শ্যাফটারকে শুনিয়ে সঙ্গীকে বলল সে।

বিয়ারে চুমুক দিল শ্যাফটার।

খক খক করে গলা পরিষ্কার করল দ্বিতীয়জন। 'মাত্র একটা পিস্তল ঝুলছে কোমরে,' বলল সে। 'যারা সত্যিই টাফ, সব সময় তারা জোড়া পিস্তল নিয়ে ঘোরে।' তার কণ্ঠে বিদ্রূপের ঝাঁঝ।

একটু ঘুরে আলফ গর্ডনের দিকে তাকাল শ্যাফটার। চট করে চোখ নামিয়ে নিল ক্যাটলম্যান, পরক্ষণে আবার চোখ তুলে ব্রুস শ্যাফটারের চোখের দিকে তাকানোর চেষ্টা চালাল। ইচ্ছা করেই তার দিকে পেছন ফিরল ব্রুস, বিয়ারে চুমুক দিল।

'বিয়ার খায়!' বারের প্রথম কাউবয় আবার বলল।

শ্যাফটার জিজ্ঞেস করল, 'গর্ডনের র‍্যাঞ্চটা কেমন?'

'দারুণ,' জবাব দিল কাউবয়, 'খুব ভালো!' সঙ্গীকে খোঁচা দিল সে, 'কথাও বলে!'

'আমি নিজের কথাই বলি,' জবাব দিল শ্যাফটার, 'আরেক জনের পক্ষে না।'

এত জোরে চেয়ার পেছনে ঠেলল গর্ডন যে দড়াম করে মেঝেতে উল্টে পড়ে গেল সেটা। প্রায় লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল সে-পরক্ষণে জমে গেল জায়গায়। গর্ডনের দিকে তাকাল দুই কাউবয়, নির্দেশের প্রত্যাশায়।

কিন্তু কোনও নির্দেশ এল না।

দাঁড়িয়েই রইল গর্ডন, শ্যাফটারের দিকে চোখ। একবার ঠোঁট ফাঁক হলো তার, কিন্তু কোনও শব্দ বেরোল না। অবশিষ্ট বিয়ার শেষ করে দাম মেটানোর জন্যে কাউন্টারে একটা সিকি ছুঁড়ে দিল ব্রুস।

ঘুরে আরও একবার গর্ডনের দিকে তাকাল সে। 'কী করবে। আগে ঠিক করে নাও,' বলে দরজার দিকে পা বাড়াল, বেরিয়ে এল বাইরে।

এইবার বারের দিকে এগিয়ে গেল গর্ডন। স্যালুন মালিকও এগিয়ে এল।

'নিজ হাতে ওকে খতম করব আমি!' ফিসফিস করে বলল গর্ডন।

'পারবে?' শান্ত কণ্ঠে বলল টাইসন।

'অবশ্যই!' খেঁকিয়ে উঠল গর্ডন। 'কিন্তু আইন মাফিক কাজটা করতে হবে আমাকে। এই মুহূর্তে আমার কোনও ভুল করা চলবে না!'

'বটে,' বলল টাইসন।

*

রেস্তরাঁয় এসে শ্যাফটার দেখল কাউন্টার মুছছে ন্যান্সি টম্পসন, ওর পরনে শাদা ধবধবে অ্যাপ্রন। কোনও খদ্দের নেই।

'হ্যালো,' সোৎসাহে বলল মেয়েটা। 'খেতে এসেছ? কী দেব?'

'স্টেক বাদে আর কী আছে?'

'স্টেক। অবশ্য হ্যাম আর ডিমের ব্যবস্থা করতে পারি।'

'তাই দাও।'

হাতের জিনিসপত্র রেখে কিচেনে চলে গেল মেয়েটা। খানিক পরেই ডিম ভাজি করার সুবাস লাগল শ্যাফটারের নাকে। কিচেনে কথাবার্তার আওয়াজ নেই।

রেস্তরাঁর বাইরে একটা ঘোড়া থামল। জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল শ্যাফটার। এরিক টম্পসন নামছে স্যাডল থেকে, দেখল ও। দ্রুত একবার কিচেনের দিকে তাকাল সে, তারপরই রেস্তরাঁর দরজা খুলল টম্পসন।

'ন্যান্সি!' ডাকল সে।

তারপর ব্রুস শ্যাফটারকে দেখতে পেল। 'ব্রুস।'

হ্যাম আর ডিম ভাজির প্লেট হাতে কিচেন হতে বেরিয়ে এল ন্যান্সি। 'বাবা!' চেঁচিয়ে উঠল সে।

ধপ করে একটা টুলে বসে পড়ল টম্পসন। লোকটা হাঁপাচ্ছে দেখে শ্যাফটার ভাবল সে মাতাল কিনা। কাউন্টারে হাতের প্লেটটা নামিয়ে রাখল ন্যান্সি, টম্পসনের মুখোমুখি হলো আপনাআপনি।

'ব্যাপার কী, বাবা?' উদ্বিগ্ন কণ্ঠে জানতে চাইল ন্যান্সি।

'কিছু না। আমি ঠিকই আছি।' শ্যাফটারের দিকে তাকাল সে। 'আলফ গর্ডন এখন শহরে আছে, ব্রুস।'

মাথা দোলাল শ্যাফটার। 'একটু আগেই তার সঙ্গে আমার কথা হয়েছে।'

'অথচ কিছুই ঘটে নি?'

'নাহ্।'

টম্পসনের মুখ দিয়ে গোঙানির মত শব্দ বেরিয়ে এল। এবার সত্যিই শঙ্কিত হয়ে উঠল ন্যান্সি। কাউন্টারের পেছন থেকে বেরিয়ে এল এপাশে, বাপের কাঁধে একটা হাত রেখে জিজ্ঞেস করল, 'বাবা, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'ঠিকই আছে আমার শরীর।'

'না, নেই। তোমার এখন বিছানায় গিয়ে বিশ্রাম নেয়া দরকার।'

'বললাম তো আমার কিছু হয় নি,' আবার বলল এরিক টম্পসন। বিশাল হাত দিয়ে চোখ মুছল। 'একটু ক্লান্ত, ব্যস।'

'ঘরে চলে যাও,' বলল শ্যাফটার।

'ঘর,' ক্লান্ত স্বরে বলল টম্পসন। 'বহুদিন হয় আমার ঘরবাড়ি বলে কিছু নেই!' ন্যান্সির দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়ল সে। 'তোদের মা মারা যাবার পর নিজ আর তোর জন্যে একটা ঘরের ব্যবস্থা পর্যন্ত করতে পারি নি আমি।'

'তোমার সাধ্যমতো তুমি করেছ, বাবা। আমরা কি কখনও অভিযোগ করেছি?'

'...তোদের স্বাধীনভাবে চলতে দেয়া উচিত হয় নি!'

'কেন, ঠিকই তো আছে, বাবা...প্লীজ–তুমি অসুস্থ। যাও, আমাদের ঘরে গিয়ে বিশ্রাম নাও। লিজ আছে ওখানে। সব ঠিক হয়ে যাবে–কোনও চিন্তা কোরো না তুমি। চল, আমিও যাচ্ছি তোমার সঙ্গে।'

'না।' উঠে দাঁড়িয়ে গা ঝাড়া দিল টম্পসন। 'আমি ঠিকই আছি।'

'না, বাবা!'

'বললাম তো, হ্যাঁ!' একটা হাত তুলে ন্যান্সির কাঁধে রাখল সে। 'আমি সুস্থ আছি, আমার জন্যে চিন্তা করিস না। নিজের দিকে খেয়াল রাখ।' দরজার দিকে পা বাড়াল টম্পসন। তার সঙ্গে গেল ন্যান্সিও, কিন্তু দরজার কাছে যাবার পর ওকে প্রায় ঠেলে ফেরত পাঠাল এরিক।

টম্পসন বেরিয়ে যাবার পরও দরজার কাছে স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল ন্যান্সি। 'মানুষটা অসুস্থ!' ফিসফিস করে বলল সে। 'ওর সঙ্গে যাও না, ব্রুস! দেখ, বাবা ঠিকমতো র‍্যাঞ্চে পৌঁছুতে পারল কিনা!'

'আমাকে তো সে যেতে বলে নি,' বাঁকা স্বরে বলল ব্রুস।

উদ্বেগে চেঁচিয়ে উঠল ন্যান্সি। 'আরে, বাবা ঘোড়ায় উঠছে না!'

দোরগোড়ায় হাজির হলো এক কাউবয়, কাঁধের ওপর দিয়ে সে পেছনে তাকাল একবার, তারপর ন্যান্সির উদ্দেশে দাঁত কেলাল। 'তোমার বাবার আবার হলো কি?' জানতে চাইল। 'অনেক চেপেছে মনে হয়?'

'বাবা অসুস্থ!' চেঁচিয়ে বলল ন্যান্সি।

'আচ্ছা?' কাঁধ ঝাঁকিয়ে একটা টুলে বসল কাউবয়। 'খাওয়ার কিছু আছে?'

দরজায় ঠায় দাঁড়িয়ে রইল ন্যান্সি। বাপের জন্যে মায়া আর খদ্দেরের প্রতি দায়িত্ববোধ–দুটো নিয়ে দিশেহারা অবস্থা।

কাউন্টারের ওপর টোকা দিল কাউবয়। 'এই যে, সুন্দরী, আমি এখানে! আমার একটু সেবা করবে না?'

ঘুরে কষ্ট করে হাসল ন্যান্সি। আপনমনে গাল বকল শ্যাফটার, উঠে দাঁড়াল। দরজার দিকে এগোতে গিয়েও থমকে দাঁড়াল আবার।

রাস্তার ওদিক থেকে গুলির চাপা শব্দ শোনা গেল।

আগেই শঙ্কিত ছিল ন্যান্সি, আর্তনাদ করে উঠল সে এবার। পাঁই করে ঘুরল, তারপর দৌড়ে গেল দরজার দিকে। দৃঢ় হাতে তাকে ধরে ফেলল শ্যাফটার।

'বাবা!' আবার আর্তনাদ করল ন্যান্সি। 'বাবা!'

টের পেয়ে গেছে মেয়েটা। ন্যান্সিকে ধরে রাখার চেষ্টা করল শ্যাফটার, কিন্তু বেশি জোর করায় ছেড়ে দিল শেষে। এক ছুটে রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে গেল মেয়েটা।

বিস্মিত চেহারায় এবার উঠে দাঁড়াল কাউবয়। 'মেয়েটার হলো কী?'

চৌকাঠে পা রাখল শ্যাফটার। দুই ঘর দূরে টাইসনের স্যালুন থেকে দৌড়ে বেরিয়ে এল এক কাউবয়, হাঁচড়ে পাঁচড়ে কোনওমতে পনির পিঠে চেপেই উর্ধ্বশ্বাসে ছোটাল ওটাকে, রেস্তরাঁ অতিক্রম করে গেল এক নিমেষে।

এদিকে স্যালুনে অদৃশ্য হয়েছে ন্যান্সি।

আরেকজন কাউবয় বেরিয়ে এল, দ্রুত হাঁটছে সে। ঘোড়ায় চেপে সেও রেস্তরাঁ পেছনে ফেলে চলে গেল। রেস্তরাঁ থেকে বেরিয়ে এসে শ্যাফটারের পাশে দাঁড়াল কাউবয়।

'কিছু ঘটেছে নাকি?' জানতে চাইল সে।

'টাইসনের ওখানে গিয়ে দেখে এস।'

তির্যক দৃষ্টিতে শ্যাফটারের দিকে তাকাল কাউবয়, তারপর কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাস্তা ধরে এগোতে শুরু করল। ওকে স্যালুনে ঢুকতে দেখল শ্যাফটার। আধ মিনিট পরেই আবার বেরিয়ে এল লোকটা। শ্যাফটারের দিকে পা বাড়াল, চেহারা ফ্যাকাসে, উত্তেজিত।

'এইমাত্র খুন হয়েছে এরিক টম্পসন!' বেদনার্ত কণ্ঠে বলল সে।

'গর্ডন আছে স্যালুনে?'

'দেখি নি,' মুখ মুছল কাউবয়। 'ন্যান্সি আছে, বাপের লাশের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে পাগলের মতো কাঁদছে!' শিউরে উঠল সে। 'মেয়েদের কান্না একদম সহ্য করতে পারি না আমি!'

'কিংবা ছেলেদের,' হেঁয়ালির ঢঙে বলল শ্যাফটার। ওর দিকে তাকাল কাউবয়। অধৈর্য ভঙ্গিতে ইশারা করল ব্রুস। 'ন্যান্সিকে তুমি বেশ ভালো করেই চেন মনে হচ্ছে। ওরা কোথায় থাকে জান?'

'অবশ্যই। কনোলিদের বাড়ির একটা কামরায় ভাড়া থাকে ওরা দুবোন। মোড় ঘুরলেই দুনম্বর বাড়িটা–শাদা রঙের।'

কাউবয়ের কাছ থেকে সরে এল শ্যাফটার। মোড়ে পৌঁছে ডানে ঘুরল। খানিক পর কনোলিদের শাদা বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। ফাঁক হয়ে আছে বাড়ির দরজা, কিন্তু ভেতরে কেউ আছে বলে মনে হচ্ছে না, সাড়া শব্দ নেই। দরজায় টোকা দিল ব্রুস, তারপর মৃদু ঠেলা দিয়ে খুলে ফেলল কবাট। স্বল্প আসবাবে সাজানো ফ্রন্ট রুমে ঢুকল, তাকাল ভেতর দিকে। বাম দিকে কিচেন; ডানপাশে দুটো দরজা, ওগুলো শোবার ঘর, বোঝাই যায়। একটা দরজা হাট করে খোলা, কামরার ভেতরে একটা বিছানা দেখতে পেল ব্রুস, পরিপাটি।

অপর দরজার সামনে এসে দাঁড়াল সে, কান পেতে শোনার চেষ্টা করল, তারপর চোখ কুঁচকে আলতো করে টোকা দিল। সাড়া না পেয়ে খুলে ফেলল দরজা।

বিছানায় শুয়ে আছে লিজ, ওর চোখজোড়া খোলা–দৃষ্টিহীন।

বেঁচে নেই সে।

'এ জন্যেই!' বিড়বিড় করে বলল শ্যাফটার। তারপর বেরিয়ে এসে ছোট

পোর্চে দাঁড়াল সে।

কয়েক মিনিট পরেই ন্যান্সি টম্পসন যখন বাঁক ঘুরে এগিয়ে আসছে তখনও দাঁড়িয়ে আছে শ্যাফটার। ধীর কদমে হাঁটছে মেয়েটা। চিবুক উঁচু করে রেখেছে।

পোর্চের সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল ন্যান্সি।

'ভেতরে যেয়ো না,' বলল শ্যাফটার।

'কোনও অসুবিধা নেই। আ-আমি জানি।'

'নিজের কথা?'

মাথা দোলাল ন্যান্সি। 'আজ ঘর ছেড়ে বেরোয় নি ও, বলেছিল শরীর ভালো নেই।' থামল সে। 'স্যালুনেই শুনেছি কথাটা। বাবা ওখানে ঢুকেই চিৎকার করে গর্ডনকে বলেছে সে-ই খুন করেছে নিজকে, তারপর পিস্তল বের করতে গেছে-তাকে হত্যা করার জন্যে।'

'তোমার বাবাকে মেরেছে কে? গর্ডনই?'

'ওরা বলতে এটা আত্মরক্ষার খাতিরে খুন।' থেমে শ্যাফটারের দিকে তাকাল ন্যান্সি। 'রেস্তরাঁয় ওকে তুমি ঠেকাতে পারতে!'

মাথা নাড়ল শ্যাফটার। 'তখন পারতাম, ঠিক-কিন্তু পরে?'

'গর্ডন স্যালুনে আছে তুমি জানতে। বাবাই তোমাকে বলেছিল!'

'বলতে চাইছ আমার উচিত ছিল গর্ডনকে খুন করে আসা, তাহলে আর সে তোমার বাবাকে মারতে পারত না?'

'তুমি না ক্রুস শ্যাফটার!' আর্তচিৎকার করে উঠল ন্যান্সি।

'হ্যাঁ,' জবাব দিল শ্যাফটার। 'আমি ক্রুস শ্যাফটার।' হাত তুলে ইঙ্গিত করল সে। 'টাইসনের স্যালুনটা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে ওখানেই একসময় থাকতাম আমি। তোমার বাবা একথা বলেছে কখনও?'

'কিছু কিছু। অবশ্য ঠিক কোন জায়গাটায় থাকতে তা বলে নি। শুধু বলেছে তোমার বাবা মাকে এখানে হত্যা করা হয়েছিল-আর-আর তোমাকে আহত অবস্থায় পেয়েছিল-'

'ঠিক ওখানেই ঘটেছিল পুরো ব্যাপারটা। আমাকে আধমরা অবস্থায় উদ্ধার করেছিল টম্পসন। আমার মাকে কবর দিয়েছিল সে, আর-' চুপ করে গেল শ্যাফটার। আবার যখন কথা বলল সে, অবিচল আর নিচু তার কণ্ঠস্বর। 'কিন্তু আমাকে উদ্ধার করতে একটু দেরি করে ফেলেছিল ও।'

ওর দিকে তাকিয়ে রইল ন্যান্সি। 'আ-আমি বোধ হয়-বুঝতে পারছি-তোমার মনের অবস্থা।'

'পারছ কী?' প্রশ্ন করল শ্যাফটার। 'এখন আমার মনের অবস্থা জান তুমি?'

'জানি, বিচলিত তুমি।'

'মোটেও না।' হাত নেড়ে একটা ভঙ্গি করল শ্যাফটার। 'আমার কাছে এসবের অর্থ কী জান?...কিছু না।'

আধ কদম পিছু হটল মেয়েটা। ওর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে বিস্ফারিত হয়ে গেল তার দুচোখ। 'আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলছ-তুমি?'

'নদীর বাঁকের কাছে আমার বাবার কবর, টাইসনের স্যালুনের পেছনে মায়ের। অনেক মৃত্যু দেখেছি আমি।'

'তাদের অনেককেই নিজের হাতে হত্যা করেছ তুমি!' বাক্যবাণ নিক্ষেপ করল ন্যান্সি। মাথা দুলিয়ে বারান্দা থেকে নেমে ন্যান্সিকে পাশ কাটাল শ্যাফটার। এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে থাকল ন্যান্সি, তারপর ঘরে ঢুকল।

রাস্তায় ওঠার সময় মাঝ বয়সী এক দম্পতিকে পাশ কাটাল ক্রুস শ্যাফটার-শাদা বাড়িটার দিকেই যাচ্ছে তারা, বোধ হয় কনোলি দম্পতি।

ন্যান্সির রেস্তরাঁয় ফিরে এল ক্রুস শ্যাফটার। নজর বোলাল চারপাশে, দরজা খোলা, কিন্তু কেউ নেই। এবার টাইসনের স্যালুনের উদ্দেশে হাঁটতে শুরু করল সে।

ঢুকে পড়ল ভেতরে।

হাতের কাছে কাউন্টারের ওপর রিভলভার ফেলে রেখেছে বারটেন্ডার। বারের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে আছে স্যালুন মালিক। বারের এপ্রান্তে দাঁড়িয়ে দুই কাউবয়, অস্থির দৃষ্টিতে বারবার তাকাচ্ছে মেঝেয় শোয়ানো চাদর মোড়ানো এরিক টম্পসনের লাশের দিকে।

শ্যাফটার ঢুকতেই ভীত দৃষ্টিতে ওর দিকে একবার তাকাল টাইসন। 'আত্মরক্ষার খাতিরে ওকে হত্যা করতে বাধ্য হয়েছে গর্ডন!' বলল সে। 'এখানে ঢুকে গর্ডনকে দেখেই পিস্তলের দিকে হাত বাড়িয়েছিল এরিক। গর্ডন ওর মেয়ের সঙ্গে,য করেছে তাতে এমনটা করা অন্যায় হয়েছে বলব না, তারপরও-এটাকে আ.ত্মরক্ষার খাতিরে হত্যাই বলতে হবে।'

বার ঘেঁষে এগিয়ে গেল শ্যাফটার, সেই সঙ্গে বেড়ে উঠল জন টাইসনের আতঙ্ক। কিন্তু তাকে পাশ কাটিয়ে গেল শ্যাফটার। দীর্ঘ কামরার পেছন-দরজার দিকে এগোল। পাঁই করে ঘুরল টাইসন, দরজা খুলে বেরিয়ে যেতে দেখল শ্যাফটারকে।

স্যালুনের পেছনে একটা নিচু শেড বানানো হয়েছে, ওটার একপ্রান্তে লাকড়ির স্তূপ। শেডের বাকি অংশ আস্তাবল হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

শেডের কাছে এসে ওটা জরিপ করল শ্যাফটার। এক পলকের জন্যে তাকাল ফেরিঘাটের দিকে, মোটামুটি দেখা যায়।

শেডের শেষ মাথায় এসে নাদির একটা স্তূপ দেখতে পেল, তাকাল ওটার ওপাশে। ছোট একটা চক্কর দিতেই মাটির ঢিবিটা দেখতে পেল সে। পায়ের ডগা দিয়ে স্পর্শ করল ওটা। শক্ত। মাত্র ফুট তিনেক লম্বা ঢিবিটা, অর্ধেকটা নাদির নীচে ঢাকা পড়ে গেছে।

সশব্দে খুলে গেল স্যালুনের পেছন দরজা। বেরিয়ে এল জন টাইসন। শ্যাফটারকে দেখতে পেয়ে এগিয়ে এল। অর্ধেক পথ এসে দাঁড়াল।

'আমি কোনও সাহায্য করতে পারি?' জানতে চাইল সে।

'এটা একটা কবর।'

ঢিবি থেকে চোখ তুলে তাকাল শ্যাফটার। 'এটা একটা কবর।' কাঁধ ঝাঁকাল স্যালুন

'আমি দালান তোলার আগে থেকেই ছিল ওটা।'

মালিক। 'হয়তো কোনও ওল্ডটাইমারের কবর। ইন্ডিয়ানদের হাতে প্রাণ হারিয়েছে।' নিরাবেগ বলার ভঙ্গি।

শ্যাফটারের ঠোঁট বাঁকা হয়ে গেল, ঘুরে স্যালুনের দিকে পা বাড়াল আবার। টাইসনকে পেছনে ফেলে এল। জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজাল টাইসন, এক সেকেন্ড পর ওকে অনুসরণ করে স্যালুনে ঢুকল সে-ও।

স্যালুনের মাঝখানে চলে এল শ্যাফটার। একটা টেবিল কাত করে ফেলল মেঝেয়, তারপর একটা চেয়ার ঠেলে দিল ওটার পাশে, হাত বাড়িয়ে আরেকটা চেয়ার এনে ফেলল ওগুলোর ওপর। টাইসন প্রায় দৌড়ে ভেতরে এসে দেখল একের পর এক চেয়ার ছুঁড়ে মারছে শ্যাফটার, স্তূপ হয়ে যাচ্ছে।

'কী করছ, স্মিথ?' চিৎকার করে বলল সে।

'আগুন জ্বালাচ্ছি,' জবাব দিল শ্যাফটার।

লাল হয়ে গেল স্যালুন মালিকের চেহারা। 'দেখ!' চেঁচিয়ে উঠল সে, 'আমি ঠাণ্ডা মানুষ, কিন্তু আমার ধৈর্যেরও একটা সীমা আছে-তাছাড়া আমি এখানকার ডেপুটি শেরিফ!'

আস্তে আস্তে গানবেল্টটা খুলে ফেলল শ্যাফটার, হোলস্টার থেকে রিভলভার বের করে গানবেল্টটাও ছুঁড়ে দিল চেয়ার-টেবিলের স্তূপে। সযত্নে এবার কোমরের বেল্টে গুঁজল রিভলভার।

'বোকামি কোরো না, টাইসন,' শান্ত কণ্ঠে বলল ও।

বিকৃত হয়ে গেল টাইসনের চেহারা। 'তুমি-'

'শ্যাফটার!'

হাত বাড়িয়ে একটা চেয়ার ধরল ক্রস, ছুঁড়ে মারল স্তূপের দিকে। তারপর চারপাশে একবার নজর বুলিয়ে এগিয়ে গেল বারের দিকে। হাত বাড়িয়ে ঝুলন্ত কেরোসিন ল্যাম্পটা নিল সে। পিছিয়ে গেল বারটেন্ডার।

ল্যাম্প হাতে আবার চেয়ার টেবিলের স্তূপের কাছে ফিরে এল শ্যাফটার, এক বাড়ি মেরে ভেঙে ফেলল ওটা, কেরোসিন ঢালল কাঠের স্তূপে। তারপর পকেট থেকে দেশলাই বের করল।

তোতলাতে শুরু করল স্যালুন মালিক। 'দাঁ-দাঁড়াও! আমার জিনিসপত্র বের করতে দাও!'

'এই দালানটা আমার জমিতে দাঁড়িয়ে আছে,' বলল শ্যাফটার। 'এখানে আমার দাবি অন্য যে কারও চেয়ে বেশি। এখানেই ঘর বানিয়েছিল আমার বাবা। দশ বছর আগে আমি নিজের হাতে সেটা পুড়িয়ে দিয়েছিলাম!' পেছন দিকে ইঙ্গিত করল সে। 'ওই কবরটা-ওটা আমার মায়ের!'

'আমি তা জানব কী করে?' ধমকে উঠল টাইসন। তার ঘোলা দৃষ্টি গিয়ে পড়ল চাদর মোড়ানো এরিক টম্পসনের লাশের ওপর। 'ওকে এভাবে ফেলে রেখে যাবে নাকি!'

'কবরের চেয়ে এ অনেক ভালো,' বলল শ্যাফটার। সামনে ঝুঁকে দেশলাই জ্বালল, ছুঁড়ে দিল কেরোসিনে ভেজা চেয়ার টেবিলের স্তূপে। লকলক করে উঠল

আগুনের শিখা, মুহূর্তে লেলিহান শিখায় ঢাকা পড়ে গেল স্তূপটা।

স্যালুন থেকে বেরিয়ে এল শ্যাফটার।

হিচরেইল থেকে ঘোড়ার বাঁধন খুলছে ও, এমন সময় প্রায় ছিটকে বেরিয়ে এল বারটেন্ডার। কাউবয়রা অনুসরণ করল তাকে। সব শেষে টিনের ক্যাশ-বাক্স বুকে আঁকড়ে ধরে বেরিয়ে এল জন টাইসন।

পঁচিশ

রেসিং-এস র‍্যাঞ্চহাউসে আর্থার সাইলাসের সঙ্গে আলোচনা করছে শ্যারন, এমন সময় ক্লান্ত ঘর্মাক্ত ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো এক কাউবয়, দ্রুত নেমে পড়ল স্যাডল থেকে।

'শহরে খুন হয়েছে টম্পসন!' চেঁচিয়ে ওদের জানাল সে। 'এরিক টম্পসন মারা গেছে!'

'না!' আর্তনাদ বেরিয়ে এল শ্যারনের গলা চিরে।

'স্যালুনে নিজের চোখে দেখে এলাম আমি,' বলে চলল কাউবয়। 'টম্পসন স্যালুনে ঢুকেই চিৎকার করে গর্ডনকে বলল সে-ই নাকি তার মেয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী, তারপর পিস্তলের দিকে হাত বাড়াল সে, কিন্তু গর্ডনের কাছে হেরে গেল দ্রুতে-'

'বেকুব!' চেঁচিয়ে বলল আর্থার সাইলাস।

'ওকে যেতে দেয়া ঠিক হয় নি,' অনুতাপের সুরে বলল শ্যারন। 'আমার কাছে শহরে যাবার অনুমতি চাইল, আ-আমি মানা করলাম না। যেতে না দিলেই আর এমনটা ঘটত না! নিজের কথা আমাকে জানিয়েছিল টম্পসন।' শিউরে উঠল মেয়েটা। 'গর্ডন ওর মেয়ের মৃত্যুর জন্যে দায়ী বলে কী বোঝাতে চেয়েছে সে?' কাউবয়কে প্রশ্ন করল ও।

'কী জানি!' জবাব দিল কাউবয়। 'গানফাইট শেষ হওয়ামাত্র স্যালুন থেকে চলে এসেছি আমি-আলফ গর্ডনও চলে গেছে,' সন্তোষের সঙ্গে যোগ করল সে, 'অবশ্য পেছন-দরজা দিয়ে গেছে সে। একটা আশ্চর্য ব্যাপার হলো, কাল রাতে যে লোকটা ওকে নাকাল করেছিল তার সঙ্গে মারপিট করতে চেয়েছিল গর্ডন, কিন্তু লোকটা হাজির হওয়ার আগেই পিছিয়ে গেল আবার-'

'কোন লোকের কথা বলছ?' জানতে চাইল সাইলাস।

'লোকটার নাম স্মিথ। নামটা আসল কি নকল, খোদা মালুম।' ঘুরে দাঁড়াতে গেল কাউবয়, কিন্তু দ্রুত তার দিকে এগিয়ে গেল সাইলাস।

'শোন-লোকটা-দেখতে কেমন?'

'কেন, আজ সকালে এখানে এসেছিল সেই লোকটাই তো!'

'এখানে?'

'ও-হ্যাঁ, তখন র‍্যাঞ্চে ছিলে না তুমি।'

চরকির মতো শ্যারনের দিকে ফিরল এবার সাইলাস। 'তুমি ওকে দেখেছ, শ্যারন?'

'হ্যাঁ। ওর সঙ্গে আমার কথাও হয়েছে।'

'কে লোকটা?'

'চিনবে না। এক সময় বাবার অধীনে রেলরোডে চাকরি করত।'

'নাম?' জানতে চাইল সাইলাস। উন্মাদের মতো শ্যারনের বাহু আঁকড়ে ধরল সে, ঝাঁকুনি দিল সজোরে।

ব্যথায় ককিয়ে উঠল শ্যারন। 'আহ্! ব্যথা পাচ্ছি তো!'

'আমাকে মিথ্যা বলতে চাইছ? ওর নাম শ্যাফটার, ঠিক কিনা? ক্রস শ্যাফটার?'

শ্যারনের চেহারা দেখেই জবাব পেয়ে গেল সাইলাস। ওকে ছেড়ে দিয়ে অফিস কামরার দিকে ছুটল সে-র‍্যাঞ্চ হাউস থেকে পঞ্চাশ-ষাট গজ দূরে। 'হাসকিন্স!' দৌড়ের ওপরই ডাকল চিৎকার করে। 'বেন-জলদি আস!'

অফিস থেকে বেরিয়ে এল বেন আর চার্লি হাসকিন্স। 'ব্যাপার কী?' জানতে চাইল বেন।

'শ্যাফটার এসে গেছে!' চিৎকার করল সাইলাস। 'এখানেই আছে সে!'

নিমেষে পিস্তলের বাঁটে হাত চলে গেল হাসকিন্সের। 'কোথায়?' চারপাশে তীক্ষ্ণ নজর বোলাল সে।

আরও এগিয়ে গেল সাইলাস। 'এ মুহূর্তে বাফেলো ক্রসিংয়ে আছে সে। কিন্তু আজ সকালেও নাকি র‍্যাঞ্চ হাউসে এসেছিল, এইমাত্র জানতে পেলাম খবরটা!'

'ক্রস শ্যাফটার!' চেঁচিয়ে উঠল চার্লি হাসকিন্স। 'ওর কথাই তো তখন তোমাকে বলেছিলাম, আঙ্কল বেন। সে নিজের নাম বলেছে স্মিথ, কিন্তু-'

'আচ্ছা,' মাথা দুলিয়ে বলল বেন হাসকিন্স। 'স্মিথ!' একটু হাসল সে। 'তো হ্যারি, তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ায় খুশিই হয়েছি আমি! বেশিদিন থাকতে পারলাম না বলে দুঃখিত।'

'কোথায় যাচ্ছ?'

'যেখান থেকে এসেছি-ক্যালিফোর্নিয়ায়।'

'ভেবেছ তোমাকে সেখানে ধাওয়া করবে না! কত জোরে ছুটবে তুমি? কত দূরে যাবে? একবার কোনওমতে তোমার গন্ধ পেলে নরক পর্যন্ত ধাওয়া করে যাবে শ্যাফটার!'

'কিন্তু,' বলল বেন হাসকিন্স, 'নিকলাস ধরনের লোকদের ব্যবস্থা করা এক কথা, আর ক্রস শ্যাফটার সম্পূর্ণ আলাদা জিনিস!'

মাথা দোলাল সাইলাস। 'অনেক দেরি হয়ে গেছে, বেন। শ্যাফটার হয়তো জানে না তুমি এখানে এসেছ, তবে শিগগিরই জানতে পাবে, তারপর তোমাকে ওর মুখোমুখি দাঁড়াতে হবে-একা!'

চেঁচিয়ে উঠল বেন হাসকিন্স। 'হঠাৎ দেখি খুব বেড়ে গেছে তোমার সাহস!'

'এখন আমাদের আতঙ্কিত হবার সুযোগ নেই। আমরা দুজনই জড়িয়ে আছি এতে। শ্যাফটার একা, আর আমরা তিনজন-আমি, তুমি আর গর্ডন। গর্ডনের বেশ কয়েকজন গানম্যানও আছে।'

এবার হাসকিন্সের চোখজোড়া মৃদু চকচক করে উঠল, আস্তে করে মাথা দোলাল সে। 'হুম, আমরা দলে ভারি। হ্যাঁ, এখানেই আমাদের সুবিধা। দলবেঁধে ব্যাটাকে ঘায়েল করব আমরা। একা তার সামনাসামনি দাঁড়ানোর চেয়ে এ অনেক ভালো!' কথা শেষ করে সন্দিহান দৃষ্টিতে সাইলাসের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু ওকে যখন আমরা চ্যালেঞ্জ করব তখন কোথায় থাকবে তুমি?'

'কেন, তোমাদের সঙ্গে!'

'আমাদের সঙ্গে-নাকি মাইল দু-এক পেছনে?'

মুখ ভেঙচাল সাইলাস। 'প্রয়োজনের সময় আমি লড়তে জানি!'

'তাহলে আর দেরি কেন, চল বেরিয়ে পড়া যাক। ওকে অসতর্ক অবস্থায় কায়দা করার একটা আশা আছে।'

চার্লির দিকে তাকাল বেন হাসকিন্স। 'তুমি যাবে নাকি আমাদের সঙ্গে, চার্লি?'

'আজ সকালে আমার সঙ্গে যা ব্যবহার করে গেছে ব্যাটা!' খেঁকিয়ে উঠল চার্লি হাসকিন্স, 'চাইলেও আমাকে রেখে যেতে পারবে না তোমরা!'

করালে এসে ওরা দেখল শ্যারন সাইলাস বাকবোর্ডে ঘোড়া জোড়ার অপেক্ষা করছে।

'কোথায় যাচ্ছ, শ্যারন?' জানতে চাইল সাইলাস।

'বাফেলো ক্রসিংয়ে।'

'না, এখানেই থাকবে তুমি!'

'কী বলছ, আঙ্কল আর্থার-' আপত্তি জানাতে গেল শ্যারন।

চট করে ওকে বাধা দিল আর্থার সাইলাস। 'আমি বলেছি এখানেই থাকবে তুমি-ব্যস।'

ওকে পাশ কাটিয়ে করালে ঢুকল সে। উদ্বেগে ভুরুজোড়া কুঁচকে গেছে শ্যারনের, একপাশে সরে দাঁড়াল সে। হাসকিন্সদের নিয়ে আর্থার সাইলাস র‍্যাঞ্চ থেকে বেরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত দেরি করল, তারপর এক কাউবয়কে ডাকল। 'জলদি বাকবোর্ড রেডি কর!'

'কিন্তু মিস্টার সাইলাস যে বলল-'

'আমার চাকরি কর তুমি!' ধমক দিল শ্যারন।

'ইয়েস, ম্যা'ম!' বলল কাউবয়।

ঠিক পাঁচ মিনিট পর বাকবোর্ড চালিয়ে দ্রুত গতিতে শহরের উদ্দেশে যেতে দেখা গেল শ্যারনকে। দু-তিনমাইল এগোনোর পর মোড়ে পৌঁছুল ও।

সামনে ধুলোর মেঘ দেখে সতর্ক হয়ে উঠল। গতি কমাল বাকবোর্ডের, যাতে চাচাদের সঙ্গে দেখা হয়ে না যায়। হঠাৎ লক্ষ করল সামনে মাত্র একজন অশ্বারোহী।

আবার চাবুক হেনে ঘোড়ার গতি বাড়াল শ্যারন। দ্রুত অশ্বারোহীর পাশে চলে এল। ব্রিক নিকলসন, বাকবোর্ডের আওয়াজ পেয়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়েছিল আগেই, এবার রাস্তার পাশে ঘোড়া থামাল সে।

'শ্যারন!' ধুলোর মেঘ উড়িয়ে শ্যারন ঘোড়া থামাতেই চেঁচিয়ে উঠল নিকলসন। 'এরিক টম্পসনের খবর শুনেছ?' জিজ্ঞেস করল শ্যারন।

মাথা দোলাল নিকলসন। 'সে জন্যেই তো শহরে যাচ্ছি।' মাথা নাড়ল সে। 'বেচারা ন্যান্সি।'

'জানি,' বলল শ্যারন। 'ওদের আবার র‍্যাঞ্চে ফিরিয়ে আনব আমি।'

'ওদের? লিজের খবর জান না? মারা গেছে সে-ও। আত্মহত্যা।'

দুঃখে চেঁচিয়ে উঠল শ্যারন। 'লিজ সত্যিই মারা গেছে! আমি তো বিশ্বাস করি নি! আমি মনে করেছি শুধু এরিকই খুন হয়েছে–গর্ডনের হাতে।'

'ওটার পরের ঘটনা। লিজ আত্মহত্যা করার পর গর্ডনের কাছে দৌড়ে যায় টম্পসন।' হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল সে। 'সামনে ওটা কীসের ধোঁয়া?'

'আগুন–বাফেলো ক্রসিংয়ে!'

'বিরাট!' বলল নিকলসন।

বাফেলো ক্রসিংয়ের বাসিন্দারা দেখছে আগুনের তাণ্ডব, কিন্তু কারও মাঝে তা নেভানোর প্রয়াস নেই। আগুন একবার পাশের দালান স্পর্শ করতে গেলে কয়েক বাকেট পানি দিয়ে ওটার দেয়াল ভিজিয়ে দেয়া হয়েছে, ব্যস, এ পর্যন্তই। দুটো দালানের মাঝখানে অন্তত বিশফুট ফারাক, বাতাস নেই তেমন, পাশের দালানের কোনও ক্ষতি না করেই পুড়তে লাগল স্যালুনটা, মৃদু আঁচ লাগল শুধু ওটায়।

ন্যান্সি টম্পসনের রেস্তরাঁর খোলা দরজা-মুখে দাঁড়িয়ে ক্রুস শ্যাফটার, চৌকাঠে হেলান দিয়ে ক্ষণে ক্ষণে আগুনের দিকে তাকাচ্ছে।

রাস্তার উল্টোদিকে দাঁড়িয়ে আছে দশ বারজন লোক, আগুন দেখছে, মাঝে মাঝে ক্রুস শ্যাফটারের দিকে চাইছে তারা।

স্যালুনের অবশিষ্ট দেয়ালটাও ভেতরদিকে ধসে পড়ল। এবার রেস্তরাঁ ছেড়ে নেমে এল ক্রুস, হিচরেইলে বাঁধা ঘোড়ার দিকে পা বাড়াল।

কিন্তু হিচরেইলে যাবার আগেই আবার থমকে যেতে হলো ওকে। শহরের দক্ষিণ প্রান্ত দিয়ে রাস্তা বরাবর সজোরে ঘোড়া হাঁকিয়ে ছুটে আসছে তিনটা লোক। আরও কাছাকাছি আসার পর গতি কমাল তারা। মাঝখানে রয়েছে আলফ গর্ডন। অনেকটা দূরে থাকতেই ক্রুস শ্যাফটারকে চিনতে পারল সে।

ঘোড়া দাঁড় করাল এবার আলফ গর্ডন। 'ওই তো!' সঙ্গীদের উদ্দেশে বলল সে।

ক্রুস শ্যাফটার স্যালুনে আগুন লাগানোর পর একটা স্টোর বিল্ডিংয়ে গিয়ে লুকিয়েছিল জন টাইসন, সুড়ুৎ করে বেরিয়ে এল সে এবার।

'দাঁড়াও, আলফ!' চেঁচিয়ে উঠল সাবেক স্যালুন মালিক। 'ও ক্রুস শ্যাফটার!'

কুঁকড়ে গেল যেন গর্ডন। 'শ্যাফটার? কী করে বুঝলে?'

'ও-ই বলেছে! আর ওই যে, দেখ–কোমরে বন্দুক রাখার কায়দাটা দেখ! শ্যাফটারের নিজস্ব স্টাইল ওটা! সবাই জানে!'

'ক্রুস শ্যাফটার যেখানে আমি সেখানে নেই!' আলফ গর্ডনের সঙ্গের কাউবয়দের একজন বলে উঠল। 'আমার কথা ভুলে যাও!'

'এতদিন আমার টাকা খেয়ে এখন দরকারের সময় পালাচ্ছ!' অভিযোগ করল গর্ডন।

'এক হাজার মাসের মাইনে দিলেও ক্রুস শ্যাফটারের সামনে দাঁড়ানো যাবে না!' বলল দ্বিতীয়জন। 'তাছাড়া, আজ সকালেই ওকে কায়দামতো পেয়েছিলে তুমি, তখন তো কিছু করো নি!' হঠাৎ কেঁপে উঠল লোকটা। 'আরেকটু হলেই গেছিলাম!'

'তোমাকে বরখাস্ত করলাম আমি!' ধমক দিয়ে বলল গর্ডন।

'আমি এমনিই চলে যাচ্ছি!' পাল্টা জবাব দিল কাউবয়। ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল সে, সরে গেল, অপর কাউবয় অনুসরণ করল তাকে।

'লোক যোগাড় কর, আলফ!' আবেদন জানাল টাইসন। 'বড়সড় একটা দলসহ এসে ঘায়েল কর ওকে!'

রাস্তার ভাটিতে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ পাওয়া গেল আবার। ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল গর্ডন। 'সাইলাস!' চেঁচিয়ে উঠল সে, ঘোড়া ঘোরাল। 'এইবার দেখা যাবে!'

সাইলাস আর হাসকিন্সের সঙ্গে যোগ দেয়ার জন্যে দ্রুত এগিয়ে গেল গর্ডন। ওদের আলোচনা করতে দেখল টাইসন। তিনজনই হাত নেড়ে কি যেন বলাবলি করছে। চট করে পেছনে, রাস্তার উল্টোদিকে একবার নজর বোলাল সে। রাস্তার মাঝখানে অবস্থানরত চার ঘোড়সওয়ারকে জরিপ করছে ক্রুস শ্যাফটার। ওদের মাঝখানে কয়েকশো ফুট দূরত্ব।

আবার স্টোরে গিয়ে লুকাল টাইসন।

'আমরা চারজন আর সে একা,' বাকি তিনজনকে বলছে আলফ গর্ডন। 'আমরা যদি আলাদা হয়ে বিভিন্ন দিক থেকে চড়াও হই–'

'ওসব বাদ,' বাধা দিয়ে বলল হাসকিন্স, 'শেষে আমি ওর সামনে গিয়ে দেখব তোমরা উধাও হয়ে গেছ, সেটি হচ্ছে না! হয় জোট বেঁধে যাব আমরা নয়তো–'

'ঠিকই বলেছে বেন,' বিস্ময়করভাবে বলল সাইলাস। 'দলবেঁধে ওর মোকাবিলা করতে হবে আমাদের। তাহলে একজন যদি-যদি আঘাত পায়ও

বাকিরা ওকে কায়দা করার সুযোগ পাবে।'

কাউকে তেমন আশাবাদী মনে হলো না, কিন্তু ওরা ঠিকই বুঝতে পারছে ক্রুস শ্যাফটারকে ঘায়েল করার এছাড়া আর কোনও পথ নেই।

স্যাডল থেকে নামতে গেল বেন হাসকিন্স, সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করল গর্ডন। 'আমি স্যাডলেই থাকছি।'

'যাতে সহজে পালানো যায়?' দাঁত খিঁচাল বেন হাসকিন্স।

'খবরদার, আমার সঙ্গে এভাবে কথা বলবে না!' বুনো হিংস্র কণ্ঠে বলল গর্ডন। 'নিজেকে কী মনে কর তুমি?'

'আমার নাম বেন হাসকিন্স। ক্রুস শ্যাফটারের সঙ্গে আমার দশ বছর পুরানো একটা হিসাব বাকি রয়েছে।' আর্থার সাইলাসের দিকে তাকাল সে। 'আমার আর হ্যারিসন–দুজনেরই।'

'হ্যারিসন?'

'চল, আগে কাজটা শেষ করা যাক,' তিক্ত কণ্ঠে বলল আর্থার সাইলাস। স্যাডল থেকে নামতে নামতে রিভলভার বের করল সে।

দক্ষিণ দিক থেকে নিঃসঙ্গ এক ঘোড়সওয়ার ঢুকল শহরে, দ্রুত গতিতে। এখনও বেশ দূরে রয়েছে সে, কিন্তু চারজনের মধ্যে সবার পেছনে ছিল গর্ডন, স্যাডল থেকে সে নামার সময় শনাক্ত করার মতো কাছাকাছি চলে এল ঘোড়সওয়ার। ক্লিফ নিকলসন। তার পোয়া-মাইলটাক পেছনে রয়েছে একটা বাকবোর্ড, শ্যারন সাইলাস চালাচ্ছে ওটা। কিন্তু চারজনের চোখ কেবল নিকলসনকেই দেখছে।

জ্বলে উঠল সাইলাসের চোখ। 'বেন, ক্লিফ নিকলসন। মনে আছে?'

হঠাৎ হেসে ফেলল হাসকিন্স। 'এক ঢিলে দুই পাখি, অ্যাঁ?' আগুয়ান ঘোড়সওয়ারের উদ্দেশে হাত নাড়ল সে। 'অ্যাই নিকলসন–এদিকে এস!'

কিন্তু চট করে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল ক্লিফ নিকলসন, রাস্তার পাশে যাবার জন্যে ঘোড়া হাঁকাল। রিভলভার উঁচু করে ধরল বেন হাসকিন্স, দ্রুত লক্ষ্য স্থির করে টান দিল ট্রিগারে। ঘোড়া থেকে নামতে যাচ্ছিল নিকলসন, চাপা আর্তনাদ করে আছড়ে পড়ে গেল সে মাটিতে, পরমুহূর্তে উঠে দাঁড়াল আবার, উবু হয়ে দৌড় দিল ক্রুস শ্যাফটারের দিকে। আবার ওকে গুলি করল হাসকিন্স, লক্ষ্যভ্রষ্ট হল গুলিটা। একটা দালানের দেয়ালে বিঁধল।

এতক্ষণ রাস্তার চারজনকে আলোচনা করতে দেখেছে ক্রুস শ্যাফটার, এবার সামনে পা বাড়াল। পঞ্চাশ ফুট দূরে থাকতেই চিৎকার করে উঠল নিকলসন। 'শ্যাফটার-ওরা তোমাকে খুন করতে চায়!'

থমকে দাঁড়াল শ্যাফটার। নিকলসনের জন্যে অপেক্ষা করতে লাগল। হাসকিন্সের প্রথম বুলেটে চোট পেয়েছে নিকলসন, তবে আঘাতটা মারাত্মক কিছু নয়, বাম বাহুতে সামান্য আঁচড় লেগেছে কেবল। এক পাশে অবশ হয়ে ঝুলছে হাতটা, কিন্তু ডান হাতটা অক্ষত আছে তার, একটা রিভলভার দেখা যাচ্ছে ওই হাতে।

নিরেট দেয়ালের মতো এগিয়ে আসতে শুরু করেছে চার শত্রু। খানিকটা এগোনোর পর ছড়িয়ে পড়তে লাগল ওরা। এক পাশে রয়েছে আর্থার সাইলাস, একটু পিছিয়ে পড়েছে সে।

ওরা পঞ্চাশেক গজ দূরে থাকতে সহসা সচকিত হয়ে উঠল শ্যাফটার। সবচেয়ে কাছের জনের ওপর স্থির ওর দৃষ্টি-বেন হাসকিন্সকে দেখছে। পরিচিত ঠেকছে লোকটাকে। কে?

লম্বা করে দম নিল ক্রুস।

'হাসকিন্স!' মৃদু কণ্ঠে বলল ও।

শ্যাফটারের কাছে পৌঁছুল নিকলসন। 'গর্ডন আর সাইলাস!'

'সাইলাস? সে কীজন্যে–?'

এবার বাম দিকের শেষ লোকটার দিকে তাকাল ক্রুস শ্যাফটার, সবচেয়ে ধীর কদমে এগোচ্ছে লোকটা। ঝাড়া এক সেকেন্ড তার দিকে তাকিয়ে রইল ক্রুস। তারপর চোয়ালের পেশী কঠিন হয়ে উঠল ওর।

'হ্যারিসন!' হাসকিন্স আর হ্যারিসন, দুজনই হাজির! হঠাৎ হিচরেইলের ওপাশ থেকে রাস্তার মাঝখানে চলে এল ক্রুস।

'হাসকিন্স!' চিৎকার করল ও। 'হ্যারিসন!'

'ঠিক হ্যায়, শ্যাফটার!' পাল্টা ডাক দিল হাসকিন্স। 'অনেক দিন ধরে নাকি আমাদের খুঁজে মরছ তুমি? এসেছি আমরা!'

দ্রুত কমছে ওদের মাঝখানের দূরত্ব। হাতেই রয়েছে হাসকিন্সের পিস্তল, বাকি তিনজনেরও তাই। শ্যাফটারের নেভী কোল্ট এখনও কোমরের বেল্টে গোঁজা।

কিন্তু রিভলভারে লক্ষ্য ভেদ করার জন্যে দূরত্বটা এখনও অনেক বেশি। ট্রিগার টানা থেকে বিরত রইল হাসকিন্স।

নব্বই গজ।

আলগোছে শরীরের দুপাশে হাত ঝুলিয়ে দিল শ্যাফটার। 'হাসকিন্স,' বলল ও, 'তোমার চাল দাও।'

চট করে একবার বাঁয়ে তাকাল হাসকিন্স, দেখল সঙ্গীদের অনেকটা পেছনে ফেলে এসেছে। ওদের জন্যে থামল সে।

এবার কোল্ট বের করল শ্যাফটার। এই মুহূর্তে ফাস্ট ড্র জরুরি নয়, তবু তাই করল ক্রুস। দশ বছর আগে অনুশীলন শুরু করার পর কখনও এত দ্রুত রিভলভার উঠে আসে নি ওর হাতে। এই বেল্টে গোঁজা ছিল ওটার মাযল, পরক্ষণে নিশানা বরাবর স্থির হলো–উগরে দিল মৃত্যু।

হাসকিন্সের বুকে লাগল প্রথম বুলেট। টলমল করে কয়েক পা সামনে এগিয়ে এল সে। তারপর হাঁটু ভাঁজ হয়ে পড়ে গেল। আপনা-আপনি গুলি বেরিয়ে এল তার পিস্তল থেকে, লক্ষ্যহীন। শ্যাফটারের দ্বিতীয় গুলি লাগল তার কপালে।

গুলি খেল চার্লি হাসকিন্স, কর্কশ কণ্ঠে আর্তনাদ করে উঠল সে, দালানের

চেষ্টা করল। ওর পেটে গুলি করল এবার শ্যাফটার, আছড়ে পড়ল লোকটা। আলফ গর্ডনের জন্যে দূরত্বটা এখনও বেশি। গোলাগুলির জন্যে সামনে বাড়তে পারছে না সে, যেতে পারছে না পিছনেও। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব গুলি চালানোর চেষ্টা করছে সে, ক্রমাগত হ্যামার আর ট্রিগার টানছে। আরও একবার গুলি করল সে। তারপর হৃৎপিণ্ডে একটা গুলি নিয়ে লুটিয়ে পড়ল।

ইতিমধ্যে দুবার গুলি করে ফেলেছে সাইলাস। মরিয়া অবস্থায় চালানো তার দ্বিতীয় গুলিটা শ্যাফটারের ডান উরু ভেদ করে গেল। তাল হারাল শ্যাফটার। সাইলাসকে গুলি করল ও, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করতে পারল না।

শ্যাফটারকে হোঁচট খেতে দেখে উল্লাসে চিৎকার করে উঠল সাইলাস। 'পেয়েছি তোমাকে!' বলল সে। 'এইবার শেষ করব!' গুলি করতে করতে সামনে ছুটে এল সে।

শ্যাফটারের পায়ের কাছে বালি ছিটাল একটা বুলেট, ছিটকে গিয়ে লাগল ওর পায়ে। হোঁচট খেল সাইলাস।

ক্লিফ নিকলসন এবার সযত্নে লক্ষ্য স্থির করল, গুলি করল সাইলাসের উদ্দেশে। অস্ত্র খসে পড়ল সাইলাসের হাত থেকে, বিস্ময়ের ছাপ পড়ল তার চেহারায়।

ঘুরে গেল তার শরীর। মাত্র কয়েক গজ দূরে বার্কবোর্ড থামিয়েছে শ্যারন। মেয়েটার ফ্যাকাসে রক্তশূন্য চেহারা দেখতে পেল সে এবং পরক্ষণে মুখ থুবড়ে পড়ে গেল রাস্তার ধুলোয়।

ছাব্বিশ

শহরে ডাক্তার বলতে আছে একজন পশু-চিকিৎসক, তবে আহত মানুষের চিকিৎসাতেও মোটামুটি হাত পাকিয়েছে সে। শ্যাফটারের উরু থেকে বুলেট বের করে স্প্লিন্ট বসিয়ে ব্যান্ডেজ করে দিল সে।

'হাঁটতে পারবে না আপাতত,' কাজ শেষে বলল ডাক্তার। 'তবে রক্তক্ষরণে আর মৃত্যু ঘটবে না তোমার। বোধ হয় ওয়্যাগনে করে নর্থ প্ল্যাটে নিয়ে যাওয়া যাবে। ডাক্তার সিমসন আছে ওখানে, সে তোমার উপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারবে।'

'না,' বলল শ্যারন সাইলাস, 'ওকে র‍্যাঞ্চে নিয়ে যাব আমরা। ডাক্তার সিমনসকেই ডেকে পাঠাব।'

'নর্থ প্ল্যাটই তো ঠিক ছিল,' বলল শ্যাফটার।

পশু-ডাক্তারের দিকে তাকাল শ্যারন, মাথা দুলিয়ে স্টোর থেকে বেরিয়ে গেল লোকটা। এখানেই নিয়ে আসা হয়েছে আহত শ্যাফটারকে। একটা কাউন্টারের ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধা পা ছড়িয়ে দিয়ে বসে আছে ও। এগিয়ে

গেল শ্যারন।

'নর্থ প্ল্যাটে না হয় গেলে তুমি,' বলল ও, 'কিন্তু সুস্থ হবার পর কী করবে?'

স্থির দৃষ্টিতে ওর দিকে তাকাল শ্যাফটার। 'চলে যাব।'

'কোথায়? কোথায় যাবে? এমন কোনও জায়গা আছে যেখানে যাও নি তুমি? তাছাড়া, তোমার উদ্দেশ্য তো পূরণ হয়েছে, তাই না?'

স্বভাবতই এ প্রশ্নের কোনও জবাব মিলল না।

শান্ত মোলায়েম কণ্ঠে শ্যারন আবার বলল। 'এইমাত্র ন্যান্সির ওখান থেকে এসেছি আমি। ওকে কী বলেছ শুনেছি সব। তোমার কাছে সব কিছু অর্থহীন। এ কথা অনেক আগে থেকেই জানি আমি। বাবাই বলেছিল—শুধু প্রতিশোধ নেয়ার স্পৃহাই তোমাকে বাঁচিয়ে রেখেছে। বাবা বলেছিল এ ব্যাপারে তুমি নাকি আপোসহীন!'

'ওসব চুকে গেছে,' বিরক্তির সঙ্গে বলল শ্যাফটার।

'তাই কি? তাহলে আবার কেন রাস্তায় নামতে চাও?'

'নইলে কী করব। রাস্তা ছাড়া আর কিছু চিনি না, জানি না।' কাউন্টার বরাবর তাকাল শ্যাফটার, কয়েক ফুট দূরে রাখা নেভী কোল্টটা। ওটা ধরার চেষ্টা করল, মনে হচ্ছে বহু যোজন দূরে, পারল না।

এগিয়ে গিয়ে রিভলভারটা তুলে নিল শ্যারন, বাঁটটা বাড়িয়ে ধরল শ্যাফটারের দিকে। 'নাও তোমার অস্ত্র,' বলল ও, 'কতজন মারা গেছে এটার গুলিতে? কী যেন লিখেছিল সেই পত্রিকাটায়? উঁহু—সেটা তো আট বছর আগের কথা। এখন সংখ্যাটা নিশ্চয়ই আরও বেড়েছে!'

রিভলভারটা নিয়ে দোকানের খোলা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে মারল শ্যাফটার। রাস্তার ধুলোয় গিয়ে পড়ল ওটা।

দরজা দিয়ে তাকাল শ্যারন, তারপর মুখোমুখি হলো শ্যাফটারের।

হালকা ঘামের একটা আস্তরণ দেখা দিয়েছে শ্যাফটারের মুখে। 'ওই পর্ব চুকে গেছে,' অস্পষ্ট করে বলল ও। 'আর কোনওদিন অস্ত্র হাতে নেব না আমি।'

'তবু চলে যাবে?' জানতে চাইল শ্যারন।

'একজন পুরুষমানুষের কী-ই বা করার আছে?' জোর গলায় বলল শ্যাফটার। 'আমার জন্যে কোনও কাজ আছে কোথাও? আমি গানফাইটার, কিন্তু আমি অস্ত্র ফেলে দিয়েছি। অন্য কোনও কাজ আমার জানা নেই।'

'আমার একটা র‍্যাঞ্চ আছে,' বলল শ্যারন।

'এবং ওটা চালানোর মতো মানুষও তোমার আছে,' বলল ক্রুস, 'নিকলসন।'

'ক্লিফ?' মাথা নাড়ল শ্যারন। 'ও ন্যান্সি টম্পসনের। সেটাই ভালো। ওকে মেয়েটার দরকার আছে।' শ্যাফটারের দিকে তাকাল সে। 'শাইয়ানে কোম্পানির হাসপাতালে থাকার কথা মনে আছে তোমার?'

'তখন একেবারে ছোট ছিলে তুমি,' সরাসরি বলল শ্যাফটার।

'হ্যাঁ। বাবা আমাকে তখন ক্যালিফোর্নিয়ায় পাঠিয়ে দিয়েছিল যাতে বড়

হয়ে তোমার প্রেমে পড়ে না যাই। কিন্তু ওখানে ব্রুস শ্যাফটারের কোনও বদনাম শুনি নি আমি। আ-আমি শুধু ভালোটাই আশা করেছি—মনে মনে।'

'না,' বলল শ্যাফটার।

'ঠিক আছে,' বলল শারন। দরজার দিকে পা বাড়াল সে: 'আমি ব্যাগেজ আনছি, তারপর একসাথে নর্থ প্লাটে যাব। ওখানে হাসপাতালে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নিতে পারবে, সেরে উঠবে দ্রুত, তারপর...'

দোরগোড়ায় ঘুরে দাঁড়াল মেয়েটা। 'রাস্তা থেকে নর্থ প্লাট মাত্র দশ মাইল। আ-আমি রোজ দেখতে যাব তোমাকে।' হাসল সে। 'যদি তুমি মানা না কর, করবে?'

তৃপ্ত দেখল শ্যাফটারকে, নিঃশ্বাস ছাড়ল। 'তোমাকে মানা করে লাভ হবে কোনও?'

***